ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৮ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 4 April 2022 ■ আগরতলা ৪ এপ্রিল, ২০২২ ইং ■ ২০ চৈত্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

চৈত্র মেলা

রবিবার শকুন্তলা রোডে চৈত্র মেলার অংশগ্রহণকারী দোকানীদের সাথে কথা বলেন পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি নিজস্ব।

ইমরানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব খারিজ করে দিলেন ডেপুটি স্পিকার

পাকিস্তানে অ্যাসেম্বলি ভেঙে ফেললেন প্রেসিডেন্ট, সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে বিরোধীরা

ইসলামাবাদ, ৩ এপ্রিল (হি.স.)।। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরানের খানের অনুরোধে পাকিস্তান ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি ভেঙে ফেললেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আরিফ আলভি। এদিকে, ইমরান খান সরকারের বিরুদ্ধে সংবিধান লঙ্ঘনের অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে বিরোধীরা, এমনটাই জানালেন পিপিপি চেয়ারম্যান বিলওয়াল ভুট্টো জারদারি।

রবিবার পাকিস্তান ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে ইমরান খানের বিরুদ্ধে বিরোধীদের আনা অনাস্থা প্রস্তাব খারিজ করে দেন ডেপুটি স্পিকার। অনাস্থা প্রস্তাব খারিজ হয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন ইমরান খান। তিনি বলেন, 'স্পিকারের এই সিদ্ধান্তের জন্য পাকিস্তানের সমস্ত নাগরিককে অভিনন্দন জানাচ্ছি। অনাস্থা প্রস্তাব ছিল আমাদের বিরুদ্ধে বিদেশি ষড়যন্ত্র। শাসনভার কাঁদের

হাতে থাকবে তা পাকিস্তানের জনগণের ঠিক করা উচিত।'

ইমরান খান আরও বলেছেন, 'ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি ভেঙে দেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্টকে আমি চিঠি দিয়েছি। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন হওয়া দরকার। নির্বাচনের জন্য পাকিস্তানের জনগণকে আমি প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।'

ইমরানের খানের অনুরোধেই পাকিস্তান ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি ভেঙে ফেললেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আরিফ আলভি। এদিকে, ইমরান খান সরকারের সংবিধান লঙ্ঘনের অভিযোগ এনে সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে বিরোধীরা। পিপিপি চেয়ারম্যান বিলওয়াল ভুট্টো জারদারি জানিয়েছেন, 'সরকার সংবিধান লঙ্ঘন করেছে, অনাস্থা প্রস্তাবে ভোট হতে দেয়নি। ঐক্যবদ্ধ বিরোধী দল সংসদ ছাড়ছে না। আমাদের আইনজীবীরা সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে।

এদিকে, পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের নতুন গভর্নর হিসাবে উমর সরফরাজ চিমাকে নিয়োগ করা হল। এর আগে চৌধুরী মোহম্মদ সারোয়ারকে ওই পদ থেকে সরিয়ে দেয় ইমরান খান সরকার।

পেট্রোল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলনে নামছে সিআইটিইউ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল ।। পেট্রোল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলনে নামছে সি আই টি ইউ। রবিবার মেলার মাঠে সিটুর রাজ্য কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানিয়েছেন সি আই টি ইউর রাজ্য সভাপতি মানিক দে।

সাংবাদিক সম্মেলনে সি আই টি ইউর রাজ্য সভাপতির অভিযোগ করেছেন বিজেপির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রোল ডিজেল এবং রান্নার গ্যাসের ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধি ঘটায় সাধারণ মানুষের উপর অধিক করের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। যেভাবে জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি করা হচ্ছে তাতে সাধারণ মানুষ বেকায়দায় পড়েছেন। তিনি আরো অভিযোগ করেন দেশের পাঁচটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই পেট্রোল ডিজেল এবং রান্নার গ্যাসের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের মূল্য এর আগেই বৃদ্ধি পেয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। অথচ তখন রাজনৈতিক স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রোল ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি ঘটায় নি। বর্তমানে যেভাবে পেট্রোল ডিজেল এবং রান্নার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে তাতে সাধারণ মানুষ অসহায় হয়ে পড়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এ ধরনের জন বিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবাদে দেশজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য তিনি সকল অংশের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বামপন্থী সংগঠনগুলি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজারে জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে সংঘর্ষে গুরুতর আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২ এপ্রিল।। জায়গা সংক্রান্ত ব্যাপারে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। ঘটনার বিবরনে জানা যায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত পতিছড়ী এডিসি ভিলেজের হঠাৎ বাজার সংলগ্ন এলাকায় বনদপ্তুরের জায়গা জুরে নোয়াতিয়া হদা এবং জমাতিয়া হদার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে।

এই জায়গার বিবাদে আজ প্রসাশনিকতস্বরে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিমাংসা হবার কথা ছিলো বলে জানা যায়। মিমাংসার জন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখতে পাওয়া যায় উভয. পক্ষের ধর্মীয়

মন্দির কে বা কাহারা ভেঙ্গে ফেলেছে। এতে করে ক্ষুব্ধ হয়ে দুইপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। এই সংঘর্ষের ফলে নোয়াতিয়া সম্প্রদায়ের দুই জন গুরতর আহত হয় বলে জানা যায়। এই ঘটনায় আহত ব্যক্তিরা হলো প্রমিত সাধন নোয়াতিয়া ও রাত্র সিং নোয়াতিয়। বর্তমানে আহত ব্যক্তিরা গর্জী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে। এইঘটনার খবপেয়ে শান্তিরবাজার থানার ওসি বিশ্বজিৎ দের্বমার নেতৃত্বে মোতায়েন করাহয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। ওসির হস্তক্ষেপের ফলে ঘটনা নিয়ন্ত্রনে আসে।

এদিকে পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে এলাকায় শান্তি বজায় রাখার জন্য।

মনপাথর বাজারে জুয়ার সামগ্রীসহ এক ব্যক্তি আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩ এপ্রিল ।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার থানা এলাকার মনপাথর বাজার সংলগ্ন এলাকায় হানা দিয়ে পুলিশ জুয়ার সামগ্রীসহ এক ব্যক্তিকে আটক করেছে। আটক ব্যক্তির নাম লক্ষিন্দর চাকমা। তার বাড়ি হলিক্রস পাড়ায়।

ঘটনার বিবরণ দিয়ে পুলিশ জানিয়েছে সুনিদৃষ্ট খবরের ভিত্তিতে মন পাথর বাজার সংলগ্ন এলাকায় শনিবার রাতে পুলিশ হানা দেয়। হানা দিয়ে জান্ডি মুন্ডা খেলার বিভিন্ন সামগ্রী সহ তাকে হাতেনাতে আটক করা সম্ভব হয়েছে। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে বহুদিন ধরেই ওই এলাকায় জান্ডি মুন্ডা সহ নানা জুয়া খেলার আসর বসছে। জোয়ার কবলে পড়ে বহু মানুষ সর্বস্বান্ত হয়েছেন। যুবকরা এবং শ্রমিকরা জুয়ার কবলে পড়ে সর্বস্ব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় প্রতিবেশীর হামলায় এক ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ এপ্রিল ।। তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার মাইগঙ্গা এলাকায় প্রতিবেশীর হামলায় এক ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তির নাম রতন বিশ্বাস। তাকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে ওই ব্যক্তি তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে দুই পরিবারের মধ্যে সীমানা নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে এই হামলার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।সীমানা না থাকার ফলে রতন বিশ্বাস এর বাড়িতে তার প্রতিবেশীর গরু এবং হাস মোরগ প্রতিনিয়ত যাতায়াত করতো এবং নানা ফসল নষ্ট করে দিতে বলে অভিযোগ। সে কারণেই রতন বিশ্বাস তার বাড়ির সীমানায় বেড়াতে গেলে সীমানা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পালিত হাতির আক্রমণে গুরুতর জখম মাহুত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ এপ্রিল ।। ক্ষুধার্থ হাতির খাবার যোগাতে গিয়ে আহত এক মাহুত। বনদস্যুদের দ্বারা ধীরে ধীরে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের ঘন বনাঞ্চল। ফলে দেখা দিচ্ছে বনাঞ্চলে খাদ্য সঙ্কট। আর সেই কারণে লোকালয়ে প্রায় প্রত্যেক দিন উন্মত্ত তান্ডব চালাচ্ছে বন্য হাতির দল।

বন্য হাতির উন্মত্ত তাণ্ডব থেকে এলাকাবাসীদের পরিত্রান দিতে বনকর্মীরা ব্যর্থ। সিপাহীজলা অভায়ারণ্য থেকে মধু এবং মতি নামক দুই হতিকে নিয়ে আসা হয় প্রায় ছয় মাস পূর্বে মুঙ্গিয়াকামী হাতি ক্যাম্পে। রবিবার মুঙ্গিয়াকামী স্থিত হাতি ক্যাম্পে থাকা পালিত হাতি ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করতে শুরু করে। পরে হাতির মাহুত হযমুলালী মিয়া হাতিটিকে নিয়ে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে কলাগাছ আনার জন্য।

সেই সময় হাতির মাহুতের এর নজরে আসে জঙ্গলের রাস্তার মাঝে একটি গাছের লক পড়ে রয়েছে। পরবর্তীতে মাহুত পালিত হাতির দ্বারা গাছটির সরানোর চেষ্টা করে। অন্যদিকে পালিত হাতিটি ক্ষুধার জ্বালায় রেগে ফুলে ফেঁপে গাছের লগটি অন্যত্র সরাতে গিয়ে মাহুতের উপর ফেলে দেয়। অল্পেতে মাহুত প্রাণে বাঁচে। গাছের ডাল পায়ে লেগে গুরুতর ভাবে আহত হয় পালিত হাতির মাহুত হযমুলালী মিয়া।

পরে এই ঘটনাটি বনকর্মীরা প্রত্যক্ষ করে তড়িঘড়ি গুরুতর আহত অবস্থায় পরে থাকা মাহুতকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। জানা যায়, আহত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা-সেকেন্দ্রাবাদ-আগরতলা সাপ্তাহিক স্পেশাল রেলসেবার সম্প্রসারণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল ।। গ্রীষ্মকালে রেলযাত্রীর অতিরিক্ত ভিড় নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল ৪ এপ্রিল থেকে ০১ জুলাই পর্যন্ত আগরতলা-সেকেন্দ্রাবাদ-আগরতলা সাপ্তাহিক স্পেশাল রেলসেবা সম্প্রসারিত করার জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে।

রেল নং, ০৭০৩০ (সেকেন্দ্রাবাদ-আগরতলা স্পেশাল) রেল ৪ এপ্রিল থেকে ২৭ জুন পর্যন্ত প্রত্যেক সোমবারে ১৬.৩৫ ঘন্টায় সেকেন্দ্রাবাদ থেকে যাত্রা আরম্ভ করবে। এই স্পেশাল রেলটি মোট ১৩ টি ট্রিপের জন্যে পরিসেবা সম্প্রসারিত করবে এবং গুন্টুর, বিজয়াওয়াড়া, বিশাখাপট্টনম, খুর্দা রোড, ভুবনেশ্বর, কটক, খড়গপুর জংশন, মালদা টাউন, নিউ জলপাইগুড়ি জংশন, নিউ বঙ্গাইগাঁও জংশন (গোয়ালপাড়া টাউন পথ দিয়ে), গুয়াহাটি, বদরপুর জংশন, নিউ করিমগঞ্জ এবং ধর্মনগর রেলওয়ে ষ্টেশনের পথ দিয়ে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার প্রায় ০৩.০০ ঘন্টায় আগরতলা পৌছাবে।

অপরদিকে, রেল নং, ০৭০২৯ (আগরতলা-সেকেন্দ্রাবাদ স্পেশাল) রেলটি ০৮ এপ্রিল থেকে ০১ জুলাই পর্যন্ত আগরতলা রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে প্রত্যেক শুক্রবারে ০৬.১০ ঘন্টায় যাত্রা আরম্ভ করবে। আগরতলা থেকে মোট ১৩ টি ট্রিপে উপরোক্ত পূর্বের রেলটির ঠিক বিপরীত দিশায় একই ধরণের রেল মার্গের পথ দিয়ে যাত্রা করবে এবং প্রত্যেক রবিবার ১৬.১৫ ঘন্টায় সেকেন্দ্রাবাদ রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌছাবে।

এই আগরতলা-সেকেন্দ্রাবাদ-আগরতলা স্পেশাল রেলটিতে ২০ টি কোচ থাকবে। রেলটিতে এসি-২ টায়ার একটি, এসি-৩ টায়ার পাঁচটি, শ্লীপার কোচ দশটি, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী দুটি এবং দুটি এসএলআর কোচ থাকবে।

এই ট্রেনসমূহের ষ্টপেজ এবং সময়সূচীর বিস্তৃত বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে উপলব্ধ আছে এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত হয়েছে। যাত্রীগণকে ওনাদের যাত্রা আরম্ভ করার পূর্বে এইসমূহ বিস্তৃত তথ্য দেখার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে।

রাজ্যের জনজাতি অংশের মানুষের অভাব অভিযোগ নিয়ে সুর চড়ালেন বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল ।। রাজ্যের জনজাতি অংশের মানুষের অভাব অভিযোগ নিয়ে এবার সুর চড়ালেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। সেই সাথে তিনি এডিসি এলাকার অব্যবস্থার কথা প্রকাশ্যে আনলেন। তাঁর অভিযোগ তিপ্রা মথা এডিসির ক্ষমতায় আসার পর জনজাতি অংশের মানুষের করুণ অবস্থা। তাছাড়া রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, চিকিৎসা পরিষেবা সবকিছুই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। একই সাথে মানিকবাবু গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের দাবিকে কটাক্ষ করেছেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের অর্থ কি? এটা বাঙালীদের ত্রিপুরা, জনজাতিদের ত্রিপুরা। হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্ট্রান, বৌদ্ধ সহ সকল ধর্মের ও সকল সম্প্রদায়ের ত্রিপুরা। রবিবার উপজাতি যুব ফেডারেশনের ১৬ তম কেন্দ্রীয় সম্মেলন উপলক্ষে আগরতলা টাউন হলে বক্তব্য রেখে এ কথা বলেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার।

মানিক সরকার আরও বলেছেন, দেশভাগের আওয়াজ প্রথম তুলেছিল কংগ্রেস। তখন এর বিরোধীতা করেছিল বামফ্রন্ট। হিন্দুস্থান, পাকিস্তান নিয়ে চলছিল জোরা জল্পনা কল্পনা। তখন কথা উঠেছিল অসম পর্যন্ত হিন্দুস্থান করে দেওয়ার। বামফ্রন্ট এর বিরোধীতা করেছিল এবং তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার সেটা করতে পারেনি।

বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে আরও অভিযোগ করেছেন, বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেগুলি পুরণ করতে ব্যর্থ। তিনি বলেন, ঘরে ঘরে চাকরি, বছরে ৫০ হাজার চাকরি দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি পালন করেনি সরকার। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলছেন, বর্তমান সরকারের সময়ে সাড়ে এগার হাজার চাকরি হয়েছে। মিথ্যার উপর দাঁড়িয়ে তথ্য দিচ্ছেন মন্ত্রিরা।

জাতি জনজাতিদের মধ্যে বিভাজনের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করে মানিক সরকার বলেন, পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পন্য সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। এইসব নিয়ে যাতে আন্দোলন গড়ে তোলা না যায় তার জন্য বিভাজন তৈরী করতে চাইছে। গ্রেটার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা১৭৭ ▫ ৪ এপ্রিল ২০২২ইং ▫২০ চৈত্র ▫ সোমবার ▫১৪২৮ বঙ্গাব্দ

অশান্ত পাকিস্তান উদ্বিগ্ন ভারত

ভারতের বিদেশনীতি শতাব্দীর চরমতম সঙ্কটের মুখোমুখি। ইউক্রেনের যুদ্ধ ঘিরিয়া রাশিয়া ও আমেরিকার দড়ি টানাটানির একেবারে মধ্যিখানে আজ দাঁড়াইয়া নরেন্দ্র মোদি। শ্যাম রাখি না কুল, এই দোলাচলের ঘূর্ণিতে পড়িয়া সরকারটা জেরবার। এই ভয়ঙ্কর সময়ে কোনও একটি বৃহৎ শক্তির সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হওয়া মানেই বিদেশমন্ত্রীর কপালের ভাঁজ আরও চওড়া হওয়া নিশ্চিত। তারপর রহিয়াছে সস্তায় তেল আর রুপি-রুবল চুক্তির রুশ প্রলোভন। সব ছাড়িয়া সমদূরত্বের নীতি নিলেও কেউ ছাড়িয়া কথা বলিবে না। অস্ত্র ও বিভিন্ন আর্থিক প্রয়োজনে দুই বৃহৎ শক্তির কাউকেই এই মুহূর্তে অস্বীকার করা দিল্লির পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। বিগত সাত বছর অত্যধিক আমেরিকাপন্থী হওয়ার ভুল শুধরাইয়া তাই নেহরু ও তাঁহার কন্যার বিদেশনীতিরই যেন শরণাপন্ন। পিছন থেকে উঁকি মারিতেছে আগ্রাসী চীনের বিপদ, যাহা এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক ভারসাম্যের নিরিখে ভারতের কাছে আরও উদ্বেগের। প্রতিনিয়ত হুমকি ও শাসানি শুনিতে হইতেছে। হোয়াইট হাউস তো পরক্ষণেই আবার ক্রেমলিন। দোলনা আর নৌকা চড়ায় যে বিদেশনীতির খুব একটা ফারাক হয় না, তা নিশ্চয়ই এতদিনে বুঝিয়া গিয়াছেন আমাদের 'একান্ত প্রচার বিমুখ' নমো সাহেব! ক্ষমতায় আসার পরপরই নওয়াজ শরিফের বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াও ইসলামাবাদের সঙ্গে সম্পর্ক মধুর হয়নি। কাশ্মীরে জঙ্গি উপদ্রব তাহাতে কমেনি। উল্টে বাড়িয়াছে পাক অনুপ্রবেশ। বেশ কয়েকবার ঘটা করিয়া হাত মিলাইলেও চীন 'সম্রাট' জিনপিংও মোটেই দিল্লির কাছের মানুষ হননি। গোদের উপর বিষফেঁড়ার মতো হালে প্রতিবেশী দুই দেশ, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের অভূতপূর্ব অভ্যন্তরীণ সঙ্কটও দিল্লিকে নতুন করিয়া চাপে ফেলিয়াছে। আচমকাই শ্রীলঙ্কার জনজীবন প্রায় অচল। ওষুধ, রান্নার গ্যাস, জ্বালানি, খাদ্য বাজার থেকে উধাও। যেটুকু আছে তাহাও বিক্রি হইতেছে অবিশ্বাস্য চড়া দামে। একটা সামান্য জ্বর, মাথাধরার ওষুধের জন্যও কলম্বোয় দোকানের সামনে লম্বা লাইন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়াও রান্নার গ্যাস অমিল। জ্বালানির অভাবে থমকিয়া যাইতেছে শত শত গাড়ি। মানুষ অনাহারে রাস্তায়। অগত্যা দেশে জরুরি অবস্থা জারি করিতে হইয়াছে। আর আমাদের দেশে তেল-গ্যাস এখন মিলিলেও গত প্রায় দেড় সপ্তাহ ধরিয়া রাত একটু গভীর হইলেই বুকে চাপিয়া বসিতেছে দাম বৃদ্ধির কালা ফরমান। গরিব মানুষ যাইবে কোথায় বলিতে পারেন? দেশ কংগ্রেস 'শূন্য' হইয়াছে এই গৌরবের জাবর কাটিয়া তো আর খিদে মিটে না। ভারতের এই সঙ্কটকে আরও তীব্র করিয়াছে পাকিস্তানের নির্বাচিত সরকারের আচমকা বিদায়ের পদধ্বনি। চার বছর ইমরান খানের গণতান্ত্রিক সরকার চলিবার পর ফের পালাবদলের ইঙ্গিত। অথচ নির্বাচন এখনও বছর খানেক দূরে। পাকিস্তান আর একটা ঐতিহাসিক পরিবর্তনের প্রহর গুনিতেছে। ৩৪২ সদস্যের পাক সংসদে সরকার টিকাইয়া রাখিবার জন্য প্রয়োজন ১৭২ জন সদস্যের সমর্থন। এই মুহূর্তে সংখ্যাটা ইমরানের পক্ষেই। হঠাৎই শরিক এমকিউএম সমর্থন তুলিয়ি নেওয়ায় তাঁহার সরকার সব অর্থেই সংখ্যালঘু। সর্বসাকুল্যে ইমরানের পক্ষে রহিয়াছেন ১৬৫ জন। গুরুত্বপূর্ণ সেনা কর্তারাও ইদানীং তাঁহার উপর রুষ্ট। দূরত্ব তৈরি হইয়াছে কট্টরপন্থীদের সঙ্গেও। তাই বড় কোনও অঘটন না হইলে ইমরানের পতন প্রায় নিশ্চিত। তবু একদা ক্রিকেট মাঠের বাদশা এবং তিন দশক আগে পাকিস্তানের বিশ্বকাপ জয়ী দলের অধিনায়ক শেষ বল পর্যন্ত লড়াই না করিয়া দান ছাড়িতে নারাজ। চক্রান্ত ব্যর্থ করিতে তিনি তাই লড়িয়া যাইবেন। অতঃপর পাকিস্তান কোন পথে চলিবে। কাহার হাতে যাইবে দেশের নিয়ন্ত্রণ। আবার সেনা শাসন শুরু হইবে, নাকি নওয়াজ শরিফের ভাই শাহবাজ ক্ষমতা দখল করিবেন। পাকিস্তানে পরবর্তী নির্বাচন হওয়ার কথা আগামী ২০২৩ সালে। নির্ধারিত সময়ের দু'বছর আগেই কি ফের নির্বাচনের দিকে পা বাড়াইবে দেশটা? ভারতের পক্ষে এই উত্তরটা অত্যন্ত জরুরি। সেক্ষেত্রে কাশ্মীর, পাঞ্জাব সহ দু'দেশের বিস্তৃত

সীমান্ত রক্ষায় প্রহরা ও সতর্কতাও বাড়াইতে হইবে। প্রস্তুত রাখিতে হইবে সেনা। কারণটা খুবই স্বাভাবিক, সীমান্তের এপারেও আর দু'বছরের মধ্যেই সাধারণ নির্বাচন। কিন্তু ভারতের মতো পাকিস্তানে সবকিছু সংবিধান মানিয়া হয় না। আবার সেনা শাসন শুরু হইলে যাবতীয় নিয়ম কানুন সংবিধান আপাতত শিকেয় চলিয়া যাইবে। ওই জন্যই বলে, ওদেশে নামেই গণতন্ত্র, সংবিধানের আইনি কাঠামোয় ঘটি কিছুতেই ডুবিতে দেয় না ফৌজিরা। গত অর্ধশতাব্দীর ইতিহাসই তাহর অকাট্য প্রমাণ।

ইউক্রেনের পথে পথে ছড়িয়ে মৃতদেহ! বহু মানুষকে দেওয়া হল গণকবর

ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের কাছেই বুচা শহরে রাস্তায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা গেল অসংখ্য মৃতদেহ। শহরের মেয়র জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে ২৮০ জনকে গণকবরে সমাহিত করা হয়েছে। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে ঢুকে পড়েছিল রুশ সেনা। দেখতে দেখতে কয়েক সপ্তাহ পেরিয়ে গিয়েছে। রাশিয়ার হামলায় কীভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে ইউক্রেন তা আরেক বার স্পষ্ট হয়ে উঠল এই ঘটনায়। অবশেষে শহরটি ফের দখল করেছে বলে দাবি ইউক্রেনীয় সেনার। এরপরই শহরের মেয়র জানিয়েছেন, গত ১ মাস ধরে সেখানে কী অবাধ হত্যালীলা চালিয়েছে রুশ সেনা।

কিয়েভ থেকে মাত্র ৩৭ কিমি দূরের শহর বুচা। সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের সাংবাদিকরা জানিয়েছেন, কীভাবে সেখানকার পথে ঘাটে তাঁরা যত্রতত্র ছড়িয়ে থাকতে দেখেছেন মৃতদেহ। চার্চ চত্বরের গণকবরেও দেখা গিয়েছে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে রয়েছে অনেকর হাত কিংবা পায়ের অংশ।

তবে ইউক্রেনীয় সেনার দাবি, রুশ হামলার পরে এই প্রথম কিয়েভের আশপাশের ৩০টি শহর ও গ্রামের দখল নিতে পেরেছে তারা। সেদেশের উপ প্রতিরক্ষামন্ত্রী হান্না মাল্যিয়ারের কথায়, "কিয়েভকে আমরা পুরোপুরি দখলদারদের হাত থেকে স্বাধীন করতে পেরেছি।" তবে এখনও পর্যন্ত রাশিয়ার তরফে এই প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

কবে যুদ্ধ শেষ হবে, তেমন কোনও ইঙ্গিত এখনও মেলেনি। এই পরিস্থিতিতে বেশ কয়েকবার বৈঠকে বসতে দেখা গিয়েছে দুই দেশকে। কিন্তু জট কাটেনি। যদিও শেষ বৈঠকের পরে কিয়েভে বড় আকারে সেনা তৎপরতা কমানোর ঘোষণা করে মস্কো। ফলে যুদ্ধ থামতে চলেছে বলেই মনে করছিলেন অনেকে। কিন্তু উদ্বেগ বাড়িয়ে আমেরিকার দাবি, রাশিয়ার সেনা তৎপরতা কমানোর দাবি মিথ্যা। পালটা, নতুন করে সেনা সাজাচ্ছে মস্কো।রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে এক বিবৃতিতে পেন্টাগনের প্রেস সেক্রেটারি জন কিরবি দাবি করেছেন, কিয়েভের আশপাশ থেকে মোটেও সেনা সরাচ্ছে না রাশিয়া। বরং অবস্থান বদলে নতুন করে সেনা সাজাচ্ছে তারা। সব মিলিয়ে অসহায় পরিস্থিতিতে ইউক্রেনের সাধারণ মানুষ। যুদ্ধ যত দীর্ঘ হচ্ছে ততই বাড়ছে তাদের বিপন্নতা।

চিত্রকরের চিত্রকলা

অশোক কুমার হালদার

আমাদের এই বিশ্ব সংসারের প্রকৃতি এক অলৌকিক বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য্য এবং শিল্প নৈপুন্যে ভরপুর। কিন্তু স্থান কাল পাত্র ভেদে শিল্পের ভিন্নতা থাকতে পারে। কিন্তু কোন কোন স্থানে প্রকৃতি প্রগাঢ় অভিনিবেশ এবং অধ্যাবস্যায়ের সঙ্গে খুব মনোযোগ সহকারে প্রকৃতি তার নিজের অধিকার বা সৃষ্টির সাফল্য বজায় রাখতে উদীয়মান সৌর্য্যের সঞ্চরণশীল যাহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক। আবার কোথাও কোথাও চিত্রকরের চিত্রকলা এতই রহস্যময়ে ঢাকা থাকে যাহা সম্পূর্ণ রূপে উপলব্ধি করাও কঠিন সাধ্য ব্যাপার হয়। আবার কোথাও চিত্রকলার সৃষ্টি বক্সভাবে হয়। আবার কখন কখন দেখা যায় একই চিত্র অর্থাৎ চিত্র এক কিন্তু কাছে গেলে দেখা যায় কোন সৃষ্ট জিনিসের ভিন্নতা অনেক। কারণ অনেকগুলি দিক একই চিত্রের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে অর্থাৎ শিল্পীর শিল্পকলার মধ্যে আরোপিত গুণ অনেক। যেমন বর্ষাকালে আমরা মাথার উপরের নীল আকাশে প্রকৃতির সৃষ্ট মেঘ রাশি আমরা দেখতে পাই যেটা কালো রঙের মেঘ। আর এই মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। কিন্তু ঐ একই আকাশে শরৎকালে মেঘের রঙের ভিন্নতা দেখতে পাই। প্রকৃতি সৃষ্ট ঐ মেঘের রঙ হয় দেখতে ঠিক পিজা তূলার মতো। এই পিজা তূলার মত মেঘও ঐ নীল আকাশে ভেসে বেড়ায়। হ্যাঁ তবে শরৎকালের ঐ পিজা তূলার মতো মেঘ থেকে সাধারণত কিন্তু বৃষ্টি হয় না। আবার সমুদ্রের জল দেখতে নীল বর্ণের হয়। কিন্তু জলের কোন বর্ণ বা স্বাদ ও গন্ধ থাকে না।সাধারণত এই চোখের দেখার মধ্যেই তারতম্য বা ভিন্নতা থাকে। কারণ নীল আকাশের তলায় এই বিশাল সমুদ্র। সূর্য্যের রশ্মি পড়লে সঙ্গে সঙ্গে চোখের দেখারও তারতম্য ঘটে যায়। তখন আমাদের আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যেন সমুদ্রের জলের রং নীল। আবার কোন শিল্পী তার মনের শিল্প কর্মের ভাবনার সঙ্গেঁ বাহ্যিক রূপ দেয় চিত্রকলা শিল্পের সঙ্গে তুলি এবং বিভিন্ন রঙের ছোয়া দ্বারা যখন কোন চিত্রের জন্ম দেন। তখন শিল্পী তার মনের গভীরে যে চিত্রের জন্ম হয়েছিল, তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কোন শিল্প মেলায় গিয়ে দেখা গেল যে চিত্রকর একটি বৃক্ষের সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন রং এবং তুলির ব্যবহার দ্বারা যার ফল স্বরূপ একটা বৃক্ষের জন্ম হয়েছে কোরা কাগজের উপর। কিন্তু প্রকৃতিতে আমরা যে ধরনের গাছ বা বৃক্ষ দেখতে পাই বা আমাদের সাক্ষাৎ দর্শন হয়। সেখানে আমরা দেখতে পাই যে গাছের মূল শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করে রয়েছে এবং গাছের শাখা প্রশাখা এবং গাছের পাতা আকাশ প্রাণে বা ঊর্ধ্বে অবস্থান করে রয়েছে। কিন্তু চিত্রকরের ভাবনার তৈরি গাছের মূল শিকড় ঊর্ধ্বে অবস্থান করে রয়েছে এবং ডালপালা আর পাতা নিম্নাভিমূখে অবস্থান করে আছে। তাহলে আমাদের মনে ভাবনার উদয় হতে পারে যে চিত্রকরের তৈরি এই বৃক্ষ কি তাহলে শিল্প নৈপুন্যের কৌশল নাকি অন্য কিছু। কোন শিল্পীর তৈরি করা চিত্রকলা প্রথমে কোন সিদ্ধান্তে আসার আগে ভালো ভাবে চিত্রকলার অন্তের দর্শন এবং বহিঃদর্শনের বিভিন্ন দিকগুলি বিশ্লষণ করে দেখা উচিৎ তবেই কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হবে। না হলে বিচার বিশ্লেষণ রহস্যের মধ্যেই থেকে যাবে। প্রকৃতির এই রহস্যময় সৃষ্টিতে যেমন অর্ন্তনিহিত অর্থ থাকে তেমনি আবার একজন চিত্রশিল্পী যখন কোন চিত্র অঙ্কন করে প্রসিদ্ধ লাভ করে পরিণাম দর্শী হয়। আমাদের এই প্রকৃতির সংসারে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে কিন্তু যেই শিল্পীর মননে এবং সুক্ষ্ম দর্শনে রয়েছে সুবিজ্ঞ দার্শনিক চিন্তাধারা সেই চিন্তাধারা কখন কখন হয় রোমাঞ্চকর এবং রহস্যময়। পাঠশালার শিক্ষায় আমরা সকলেই জেনেছি এবং শুনেছি যে গমন এবং চলনের কথা। গমন হচ্ছে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া বা স্থান পরিবর্তন করা।কিন্ত চলন কথা থেকে বোঝা যায় যে একই স্থানে থেকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া করানো।কিন্ত স্থান পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে চিত্রকরের অঙ্কিত চিত্র বা বৃক্ষের ছবির যদি উর্দ্দদিকে শিকড় থাকে এবং নিম্নদিকে যদি শাখা প্রশাখা এবং পল্লব পত্র থাকে তাহলে এক্ষেত্রে শিল্পীর অর্ন্তনিহিত দর্শনের একটা বিশেষ সংকেত নির্দেশ করে এবং অর্ন্তনিহিত অর্থ ঐ চিত্রকলার মধ্যে রয়েছে। যেমন প্রকৃতির সৃষ্ট এই মানব দেহ। এই দেহ রহস্যময়তায় ঢাকা আছে। মানব দেহের যে আকৃতি এবং এই দেহের পরিকাঠামো তাতে করে এই মানব দেহ সংক্রান্ত চুড়ান্ত বিশ্লষণ করলে দেখা যাবে যে প্রকৃতির বৃক্ষের মত এই মানব দেহ এক বৃক্ষ স্বরূপ অবস্থা মাত্র।এই মানব দেহেরও যেমন মূল শিকড় রয়েছে এবং ডালপালা এবং পত্র পল্লব রয়েছে।বৃক্ষ যেমন এক জায়গাতে অবস্থান করে শুধু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নড়াচড়া করতে পারে কিন্তু গমন করতে পারে না। কিন্ত এই মানব দেহ এমন এক বৃক্ষ যাহা গমন করতে পারে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আবার সঙ্গে সঙ্গে চলনও হয় এই মানব দেহে।এই বৃক্ষ স্বরূপ মানবদেহ খুব সংবেদনশীল এবং সহজে অভিভূত হয়। এই রূপ অর্ন্তনিহিত রহস্যময় অনুভূতি যখন কোন শিল্পীর মনের গভীরে সৃষ্টি হয় তখন সেই কল্পনা প্রসূত যে ছবি বা চিত্র শিল্পী তার রং তুলির ছোয়ার দ্বারা মনের বাহিরে ললিত কলা রূপে প্রকাশ করেন। সেটা বিভিন্ন ধরনের চিত্র হতে পারে যেমন

এক ধরনের গাছ এবং তাহার ফুল হতে তৌয়ারী আরক বা গাছের শিকড় উপরের দিকে আর ডালপালা নীচের দিকে হোক বা উত্তাপ সেবন করার মুহূর্ত সেটা সূর্য্য থেকে হতে পারে কোন শীতের সকালের মুহূর্ত বা পুষ্পের প্রস্ফুটিত সৌন্দর্য্যের এক বিশেষ মুহূর্ত বা সমুদ্রের উপরে শঙ্খচিল উড়ার মতো মুহূর্তের ললিত কলাও হতে পারে। অর্থাৎ চিত্রকরের মনের অভ্যান্তরে যে সকল চিত্রের সৃষ্টি হয়।সেগুলির বহিঃ প্রকাশ ঘটে। আবার কখনো দেখা যায় যে তাল গাছে আরোহণ রত কোন মানুষ তাল গাছ থেকে রস সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত রয়েছে। এই রূপ চিত্রকলার বহিঃপ্রকাশও ঘটতে দেখা যায় সেটার কলাবিদ্যা চিত্রকরের দ্বারা চিত্রায়িত হয়। আমাদের এই বিশ্ব প্রকৃতিতে প্রকৃতির সৃষ্টি রামধনু যেটা বর্ষার আকাশে সৃষ্টি এক বিরল এবং দুলভ বস্তু।সেই আকাশে সাত রঙ দিয়ে তৈরি হয় এই রামধনু যেটা বর্ষাকাল ছাড়া অন্য ঋতুতে দর্শন হয় না। এই রামধনু ঠিক যেন মনে হয় প্রকৃতির তৈরি স্বায়ত্ত শাসনের মত এক অবস্থা মাত্র। কারণ স্বতঃস্ফর্ত ভাবে প্রকৃতির দ্বারা বর্ষার আকাশে এই চিত্রকলার আর্বিভাব আবার অন্তরধ্যান হয় প্রকৃতির নিরঙ্কুশ ক্ষমতা সম্পন্ন শাসনের দ্বারা। যেহেতু ইহা প্রকৃতি সৃষ্ট এবং শ্রেষ্ঠ এক বিরল ঘটনা। চিত্রকলার এই ঘটনা সত্য বলে প্রমাণ করাও সম্ভবপর নয়। আবার এই ঘটনাকে মিথ্যা বলাও যাবে না। কারণ ইহা কোন প্রাপ্যলভ্য নয় এবং মানব সংসারে এই চিত্র কলার বাস্তবিক কাজে লাগানো সম্ভবপর নয়। তবে হ্যাঁ একজন চিত্রকর এই দৈবজ্ঞ বস্তুব লক্ষণ দেখে মনের মধ্যে বা অন্তর আত্মায় ভাবী শুভা শুভের নির্দশন দেখে মনের চিলেকোঠায় সাত রঙের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ধনুকের আকার এবং আকৃতি রং তুলির দ্বারা তৈরি করতে পারেন। তবে প্রকৃতি তার নিজের সৃষ্টি কলার দ্বারা যেমন ভাবে সাত রঙের সমাবেশ ঘটিয়ে যে রামধুন বর্ষার আকাশে উদ্ভব ঘটায় তদ্রুপভাবে চিত্র শিল্পে দক্ষ মানুষের দ্বারা তৈরি রামধনু সুসম্পন্ন করা আর প্রকৃতির সৃষ্ট রামধনুতো এক রকম হতে পারে না বা সমান্তর হতে পারে না। কিছু ক্রুটি বিচ্যতি থেকে যায়। কিন্তু একজন চিত্রকর নিশ্চিত ভাবে রামধুন মনের রঙে রাঙিয়ে চিত্রকলার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারেন। আর এই চিত্রকলা স্থায়ীভাবে আমরা আমাদের দর্শনে পেতে পারি। কিন্তু প্রকৃতির তৈরি সুন্দর এবং মনোরম আশাপ্রদ উন্নতিশীল রামধুন প্রতক্ষ্যভাবে না পেলেও চিত্রকলার এই শিল্পের পূর্বাভাস সূচক শিক্ষা আমরা এই প্রকৃতির সংসার থেকেই পাই। যাহা আমাদের এই মানব সংসারের অগ্রগতি বা প্রদন্নতিতে সহায়ক হয়।তাহলে আমরা নিশ্চিত করে বলতেই পারি এই বিশ্ব সংসারের এই বৃহৎ প্রকৃতি হচ্ছে সব থেকে অগ্রগামী শিক্ষক। মানব সংসারের এবং মানব জীবনে এই শিক্ষকের কোন বিকল্প নেই। তাহলে এবার নিশ্চত সংশয়হীন ভাবে বলা চলে যে প্রকৃতিই হচ্ছে বড় চিত্রকর এবং চিত্রকলার মূল উৎসস্থল।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক

এডুকেশন ক্যান ওয়েট, বাট ভোট কান্ট

নরেন্দ্রনাথ কুলে

ছাত্ররা দেশের ভবিষ্যৎ, না দেশের নেতামন্ত্রীরা। কথায় কথায় সকলেই বলবে, ছাত্ররা। কথাটা ঠিক। ছাত্ররা দেশের ভবিষ্যৎ হলেও দেশের ভবিষ্যৎ কিন্তু নেতাদের হাতে। আবার একটাও ঠিক। ঠিক এই কারণে যে ছাত্ররা দেশের ভবিষ্যৎ হলে তাঁদের পড়াশোনা স্তব্ধ থাকতে পারে, তাঁদের পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া যেতে পারে দেশের কথা ভেবে। আর দেশের কথা ভাবতে গেলে গণতন্ত্রের কথা ভাবতে হবে। আর এই গণতন্ত্রের একটা পদক্ষেপ হল ভোট যা সময়ে না ঘটাতে পারলে দেশ এগিয়ে যেতে পারে না। তাই ভোট সময়ে করতে গেলে ছাত্রদের পরীক্ষা পিছিয়ে দিলেও কিছু যায় আসে না। আসন্ন বাংলায় একটি লোকসভা আর একটি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন ঘোষণা সেই কথাই বলে দেয়। করোনাকালেও দেখা গেছে স্কুল খোলা থাকলে কেবল করোনা বাড়তে পারে। তাই শুধু স্কুল বন্ধ রাখলে করোনা সংক্রমণে সংখ্যা কমে বলেই তা বন্ধ ছিল। ভোট হলে করোনা সংক্রমণ বাড়ে, তবু ভোট বন্ধ রাখা যায় না। গত বিধানসভা ভোটে সংক্রমণ তিনি শতাংশ থেকে তেত্রিশ শতাংশ বেড়েছিল। তারপর করোনা সংক্রমণ কমলে উপনির্বাচন হতে পারে বলে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ছাত্রদের পরীক্ষা হতে পারে না। এ ঘটনা ঘটেছে। আসলে ভোট হল উন্নয়নের আর এক নাম। সেই উন্নয়নে মানুষের কাজ ও জীবনে একটু ব্যাঘাত হতে পারে। ছাত্রদের জীবনের স্বাভাবিকতা একটু নষ্ট হলে কী যায় আসে। তা বলে ভোট বন্ধ রাখা যাবে না। তা সময়ে শেষ না করলে সমাজ স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে বৈকি। তাই ভোট সময়ে করতে হবে। নেতামন্ত্রী সময়ে জিতে না এলে দেশ সংকটে পড়ার নানা কথা হতে পারে। তাহলে নেতামন্ত্রীর ভবিষ্যৎ তো দেশের ভবিষ্যৎ তাই নয় কি।

বাংলায় সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রে গত উপনির্বাচন নিয়ে এমন কথা হয়েছে বৈকি। কিন্তু রাজ্য নির্বাচন কমিশন মাত্র তিনটি কেন্দ্রে জন্য ভোটের দিন প্রথমে ঘোষণা করেছিলেন। তিনটি কেন্দ্রে মধ্যে একটিমাত্র কেন্দ্রের উপনির্বাচন আলোচনা ও সমালোচনার কেন্দ্রে ছিল তা হল ভবানীপুর কেন্দ্র। নির্বাচন কমিশন করোনার পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রথমে তিন কেন্দ্রে ভোটের দিন ঘোষণা করেছিলেন, তা ছিল গণতন্ত্র বাঁচানোর জন্য নাকি এই তিন কেন্দ্র। করোনা আবহাওয়া নিয়ে ভোটের বিধিনিষেধের নির্দেশিকায় আর চারটি কেন্দ্র বিবেচিত হওয়ার মতো তখনও নাকি পরিস্থিতি ছিল না। তাই প্রশ্ন উঠেছিল উপনির্বাচনের জন্য কেবল ভবানীপুরই নির্বাচিত ও বিবেচিত হলে কেন যে কেন্দ্র মাননীয়ার জন্য ফাঁকা করা হয়েছিল। উপনির্বাচন করার জন্য তৃণমূল দল ও সরকারের অনুরোধ নির্বাচন কমিশন রেখেছে। নির্বাচন কমিশন বলেছিল এই ভোট না হলে সংবিধান সঙ্কট দেখা দেবে। মুখ্যসচিবের কথার প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন এমন বিবৃতি দিয়েছিলেন। এমনকী মমতা ব্যানার্জির চাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। তিনি চেয়েছিলেন ভবানীপুরে লড়তে তাই কমিশন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কমিশন এই সিদ্ধান্ত সাংবিধানিক জরুরি প্রয়োজনে ও সরকারের অনুরোধ নিয়েছে, তা পরিস্কার। তখন কমিশনের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছিল। আর এখন উপনির্বাচনেও সেই প্রশ্নের পিছু

করোনার সব ঢেউয়ের সম্ভাবনা যা কিছু ছিল কেবল স্কুলের ক্ষেত্রে। আজ করোনার সংক্রমণ নিয়ে সাবধানী হয়ে সবই স্বাভাবিক হয়েছে। তবু ছাত্রদের পরীক্ষার স্বাভাবিকতার ছন্দ নষ্ট হতে পারে। গান্ধিজি বলেছিলেন, 'এডুকেশন ক্যান ওয়েট, বাট স্বরাজ কান্ট'।

পিছু আরও প্রশ্ন হাজির হতে পারে। প্রথমত, সাংবিধানিক জরুরি প্রয়োজনে উপনির্বাচন কেবল ভবানীপুরে চেয়েছে সরকার, তৃণমূল আর কমিশন। সাংবিধানিক জরুরি প্রয়োজন কেবল মমতা ব্যানার্জি, না মমতা ব্যানার্জির জরুরি প্রয়োজন সংবিধান।

এই ব্যাপারটা সরকার থেকে কমিশন সকলেই গুলিএয় দিতে চেয়েছিল মানুষের কাছে। তাবে একটা কথা মমতা ব্যানার্জি ভবানীপুরে লড়তে চেয়েছেন। এটাই বড় কথা। সেক্ষেত্রে কমিশনের পদক্ষেপ মমতা ব্যানার্জির পক্ষে, না সংবিদানের পক্ষে। অবশ্য এর একটাই উত্তর সংবিধান দেখিয়ে মমতা ব্যানার্জির পক্ষে ছিল। আজও তাই উপনির্বাচন পিছিয়ে করা যায় না। কিন্তু ছাত্রদের পরীক্ষা পিছিয়ে যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, তাহলে এখন আর নির্বাচন কমিশন বিজেপির এজেন্ট হয়ে কাজ করছে বলে আর বলে না তৃণমূল। বিধানসবার ভোটে কমিশনের গায়ে এই তকমা দিয়েছিল তারা। তবে মানুষের জয় হয়েছে বলে তা ভুলেও গিয়েছিল। কমিশনের এই পদক্ষেপ সংবিদানের সঠিক প্রয়োগ করেছে বলে তাদের বলতে এখন আর কোনো অসুবিধা নেই।

তৃতীয়ত, গণথন্ত্রে মানুষের বোট দেওয়া ছাড়া আর কী অধিকার আছে। ভোটে জেতার পর বিজয়ী প্রার্থী কোথাও নিজের প্রয়োজনে আবার কোথাও দলের প্রয়োজনে বা কারো প্রতি আনুগত্যের প্রয়োজন পদত্যাগ করতে দ্বিধাবোধ করেন না। অথচ মানুষেণ প্রতি, দেশের প্রতি দায়দ্ধতার প্রশ্নে এঁরা নিজেদের মহান করে তোলেন। ক্ষমতাজয়ী সব দলের ক্ষেত্রে, সব নেতার ক্ষেত্রে এমন পদত্যাগে কোনো মাথাব্যথা নেই। কারণ এটা সংবিধান বিরুদ্ধে নয় সংবিদান বিরুদ্ধ না হলেও পদত্যাগের কারণে পুনরায় ভোট মানুষের অর্থেই হয়। এটা তা মনে করেন না কেউই। কারণ সংবিধানে তা বলা নেই। এটা যদি নেতামন্ত্রীদের পকেট থেকে ব্যয় হত, তাহলে এমনটা কখনোই হত না। অথচ এঁরা মানুষকে ভালোবাসে, দেশকে ভালোবাসে। যাই হোক, এঁরা তো সংবিধানকে ভালোবাসে। তাই আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন সেই সংবিধান মেনেই। মন্ত্রিত্ব নেই বলে দলবদলের সুবিধাবাদী নেতার চরিত্র তাহলে সংবিধানের নিয়ম মেনেই।

চতুর্থত, বাংলার মানুষের জন্য এই মুহূর্তে মমতা ব্যানার্জি ছাড়া আর কেউ ভাবেননি। তাঁর জনমুখী প্রকল্প দেশজুড়ে একটা ঢেউ তুলেছে ঠিকই, কিন্তু জনদরদী হিসেবে কতটা বলা যায়। তিনি যদি প্রকৃত জনদরদী হতেন, তাহলে তাঁর দলের নেতার একটা জেতা কেন্দ্রে আবার ভোটের ব্যায়বহুল খরচ পুনরায় যাতে না হয় তা অবশ্যই বাবতেন। তা কিন্তু তিনি করেননি। তাঁর জনমুখী প্রকল্পের ঢেউয়ে অন্য যে কোনো বিরোধী দলের অস্তিত্ব যে কোনো কেন্দ্রে ভোটের বাক্সে ক্ষীণ হবে, সেটাই তো স্বাভাবিক তাহলে তিনি তা করেননি। বাংলায় তাঁর মুখের জয় সর্বত্র। আর তৃণমূলের জয় তার মুখের পরিচয়ে। তিনি মুখ্যমন্ত্রী না তাকলে বাংলা পিছিয়ে যেতে পারে। তাই বাংলার ভবিষ্যৎ মানে মমতা ব্যানার্জি'র জয়ের ওপর নির্ভর করেছিল। আর তা আবার একটা জেতা সিট ফাঁকা করে, ফাঁকা সিটে জেতা নয়। অবশ্য সংবিধানের প্রশ্নে এমন প্রশ্ন চাপা পড়ে থাকে।

পঞ্চমত, করোনার সব ঢেউয়ের সম্ভাবনা যা কিছু ছিল কেবল স্কুলের ক্ষেত্রে। আজ করোনার সংক্রমণ নিয়ে সাবধানী হয়ে সবই স্বাভাবিক হয়েছে। তবু ছাত্রদের পরীক্ষার স্বাভাবিকতার ছন্দ নষ্ট হতে পারে। গান্ধিজি বলেছিলেন, 'এডুকেশন ক্যান ওয়েট, বাট স্বরাজ কান্ট'। গান্ধিজির সেই সময়ের কথা আজকের সময়ে নেতাদারে কাছে জীবন্ত। তাই কোনো ক্ষেত্রেই ভোটে যে তার প্রভাব থাকবে না, তা কিন্তু পরিষ্কার। তাই বলা যায়, 'এডুকেশন ক্যান ওয়েট বাট ভোট কান্ট। আসলে সংবিধান অনুযায়ী ভোট পিছিয়ে যেতে পারে না। কিন্তু ছাত্রদের পরীক্ষা পিছিয়ে দিতে সংবিধানে বাধা নেই। তাহলে ছাত্ররা দেশের ভবিষ্যৎ শুধু কথার কথা নয় কি? (সৌজন্যে-দৈ: স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্কাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

কীভাবে সংঘবদ্ধ ভাবে চলছে আরএসএস

এটাই বিরুদ্ধাচরণকারীদের কাছে বিস্ময় ও রহস্য

গুয়াহাটি, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : কয়েকটি রাজনৈতিক দল ও নেতা, তাদের সঙ্গে কিছু কিছু সংবাদ মাধ্যম তথা একাংশ সাংবাদিক মানুষের মধ্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে ভীতি প্রদর্শন করছেন। এই সব গোষ্ঠী চায় না একটি জাতি সংঘবদ্ধ থাকুক। কিন্তু এত সব বিরুদ্ধাচরণের পরও টানা ৯৩ বছর ধরে ব্যক্তি নির্মাণের কাজ নিরন্তর করে যাচ্ছে সংঘ। বলেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অখিল ভারতীয় শারীরিক শিক্ষণ প্রমুখ সুনীল কুলকর্ণি।

আজ রবিবার গুয়াহাটির চানমারিতে আসাম ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশনের ময়দানে 'বর্ষ প্রতিপদ' উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের মহানগর সমিতি আয়োজিত সমাবেশে বৌদ্ধিক প্রদান করছিলেন সুনীল কুলকর্ণি। ঘড়ির কাঁটায় বিকেল ঠিক তিনটায় সংঘস্থানে 'সম্পত' হন পূর্ণ গণবেশ পরিহিত স্বয়ংসেবকরা। এর পর ধবজোত্তলন, ঘোষ-বাদন (ব্যান্ড), যোগব্যায়াম ইত্যাদি নানা ধরনের শারীরিক প্রদর্শন, শুভাসিত, সাংঘিক গীত পরিবেশন করেন স্বয়ংসেবকরা। সমাবেশে প্রাস্তাবিক ভাষণ দেন সংঘের মহানগর সংঘচালক গুরুপ্রসাদ মেধি। তিনি বলেন, মূলত বর্ষ প্রতিপদের তিথি গতকাল চলে গেছে। নানা কারণে নির্দিষ্ট দিনে বর্ষ প্রতিপদের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত করা যায়নি। তবে বর্ষ প্রতিপদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে গুরুপ্রসাদ বলেন, এই দিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই দিনেই জগতের সৃষ্টি হয়েছিল। গুরুপ্রসাদ বলেন, ভারতের ঋষিমনীষীরা প্রাচীনকাল থেকে এই দিন অর্থাৎ চৈত্র শুক্লপক্ষের প্রতিপদের দিন থেকে কালগণনা শুরু করেন। তাই এই দিনকে ভারতীয় এবং অবশ্যই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বর্ষ প্রতিপদ বা নববর্ষ হিসেবে পালন করে। এদিকে বর্ষ প্রতিপদের দিন সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ডা. কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের জন্মদিনও। তাই এই দিন বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে আদ্য সরসংঘচালক প্রণামও করেন স্বয়ংসেবকরা, বলেন তিনি।

নির্দিষ্ট সময় তাঁর বৌদ্ধিকের পালা শুরু হয় প্রধান অতিথি তথা মূল বক্তা সংঘের অখিল ভারতীয় শারীরিক শিক্ষণ প্রমুখ সুনীল কুলকর্ণির। তিনি বলেন, সংঘ সম্পর্কে এখনও কিছু সংখ্যক মানুষের মধ্যে অ্যালার্জি রয়েছে। ওই ধরনের অজ্ঞ মানুষজনই সমাজকে সংঘ সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। এঁরা বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবেন, দেশ-বিদেশের কোনও সংগঠন নেই যারা টুকরো টুকরো হয়ে বহু বিভক্ত হয়েছে। কিন্তু ব্যতিক্রম রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ। আজ ৯৭ বছর পর্যন্ত ছয়জন সংঘ-প্রধান হয়েছেন। কিন্তু সংঘ বিভক্ত হয়নি, হবেও না। কীভাবে সংঘবদ্ধ ভাবে চলছে আরএসএস, এটাই বিরুদ্ধাচরণকারীদের কাছে বিস্ময় ও রহস্য। তাই তাঁরা মানুষকে নানা কথা বলে বিভ্রান্ত করছেন।

কখনও বলা হয় সংঘের শিক্ষাবর্গে বম বানানো হয়, রাইফেল চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কিন্তু তা সর্বৈব মিথ্যা ও অপপ্রচার। সংঘ নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে গুণবান ব্যক্তিই নির্মাণ করে। ওই সব গুণবান ব্যক্তিবর্গ সমাজের বিবিধ ক্ষেত্র যেমন রাজনীতি, শিক্ষা, প্রশাসনিক, সামাজিক, চিকিৎসা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে নিয়োজিত হন। এছাড়া অনেকে অপপ্রচার চালাতে গিয়ে বলেন সংঘের নির্দেশে নাকি বিজেপি পরিচালিত হয়। তা-ও একেবারেই অসত্য।

সুনীল কুলকর্ণি বলেন, বহু প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে আর তিন বছর পর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ একশো বছরে পা দেবে। বিগত ৯৭ বছর ধরে কী ভাবে শাখার মাধ্যমে সংঘ নিষ্ঠাবান, দেশভক্ত, চরিত্রবান, সুনাগরিক নির্মাণ করেছেন, বহু তথ্য ও উদাহরণ তুলে ধরে সে সবের বর্ণনা করেছেন কুলকর্ণি। তিনি বলেন, সমাজকে রক্ষা করতে একজন সুস্থ শরীর, সবল, সুস্থ মানসিকতা সম্পন্ন, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ যুবকের প্রয়োজন। সে কাজই করছে সংঘ। সুনীল কুলকর্ণি বলেন, সংঘ কোনও ধর্ম, জাতি ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির বিরোধিতা করে না। অথচ একেবারে সুপরিকল্পিতভাবে একটি চক্র প্রচার করছে, সংঘ মুসলিম বিরোধী, খ্রিষ্টান বিরোধী। এটাও এক অপপ্রচার। তিনি বলেন, রাষ্ট্র নির্মাণে সুযোগ্য ব্যক্তি তৈরির কাজেই স্বয়ংসেবকরা অহরাত্র নিয়োজিত রয়েছেন। সংঘের ভাবধারা বা কর্মপদ্ধতির যাঁরা অপব্যাখ্যা করেন তাঁদের উদ্দেশ্যে বলেন, আসুন, সংঘের সঙ্গে সম্পৃক্ত হোন, সংঘ কী তা বুঝুন, তারপর যা বলার বলবেন। কেননা, সংঘ কেবল অনুশাসনের মাধ্যমে দেশভক্ত তৈরি করা, নিজের নিজের কৃষ্টি-সংস্কৃতি ধরে রাখতে, উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষায় উজ্জ্বল করার কাজই করে। শারীরিক, মানসিক বিকাশে উদ্ভাবনী শক্তি যোগানোর কাজ করে।

বর্ষ প্রতিপদের সমাবেশে সম্মানিত অতিথি অবসরপ্রাপ্ত আইএএস, বিশ্বহিন্দু পরিষদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কার্যনির্বাহী সভাপতি পরমেশ্বর দত্তও প্রাসঙ্গিক ভাষণ দিয়েছেন। আজকের সমাবেশে প্রায় তিন শতাধিক পূর্ণ গণবেশধারী স্বয়ংসেবক অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সাধারণ পোশাকের স্বয়ংসেবক সহ পাঁচ শতাধিক সাধারণ নাগরিক।

কেন্দ্রীয় কমিটিতে ঠাঁই পেতে পারেন শমীক লাহিড়ী সহ আরও কয়েকজন

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : বুধবার থেকে কেরলের কান্নুরে শুরু হতে চলেছে সিপিএমের ২৩ তম পার্টি কংগ্রেস। তার আগে বঙ্গ সিপিএমে জল্পনা শুরু হয়েছে নতুন কারা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হবেন।

সিপিএম সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা সম্পাদক তথা প্রাক্তন সাংসদ শমীক লাহিড়ী সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। সিপিএমের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী একজন ব্যক্তি তিনটি স্তরে থাকতে পারেন না। সেক্ষেত্রে শমীককে কেন্দ্রীয় কমিটিতে নিলে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা সম্পাদক বদল করতে হবে পার্টি কংগ্রেসের পর। সূত্রে খবর, কান্নুরে শমীক কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হলে পরবর্তীতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জেলা সম্পাদক করা হতে পারে রাহুল ঘোষকে। যদিও এ ব্যাপারে ব্যতিক্রমের নজিরও রয়েছে। এর আগে কেন্দ্রীয় কমিটি ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য থাকাকালীন উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার সম্পাদক হয়েছিলেন গৌতম দেব। পলিটব্যুরো বিশেষ অনুমতি দিয়েছিল সেই সময়ে।

সিটুর রাজ্য সম্পাদক অনাদি সাহু কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হতে পারেন এবার। সুজন চক্রবর্তী, অমিয় পাত্র, আভাস রায় চৌধুরী, রামচন্দ্র ডোম, শ্রীদীপ ভট্টাচার্যরা যেমন কেন্দ্রীয় কমিটিতে ছিলেন তেমনই থাকবেন বলে খবর। রাজ্য সম্পাদকের দৌড়ে থাকা শ্রীদীপকে পলিটব্যুরোতে নেওয়া হবে কি না তা নিয়েও জল্পনা তৈরি হয়েছে। মহিলাদের মধ্যে রেখা গোস্বামী, অঞ্জু কর এবং মিনতী ঘোষ কেন্দ্রীয় কমিটিতে রয়েছেন। তিনজনই কেন্দ্রীয় কমিটিতে থাকবেন কি না, নাকি কাউকে বাদ দিয়ে নতুন মুখ অন্তর্ভুক্ত করা হবে তা নিয়ে কৌতূহল রয়েছে। সিপিএম সূত্রে খবর, নদিয়ার রমা বিশ্বাস, কনিনীকা ঘোষ বোস, মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, দেবলীনা হেমব্রমদের নাম নিয়ে চর্চা রয়েছে।

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে গালিগালাজের জেরে অভিযুক্ত গ্রেফতার

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে হেনস্থা করার ঘটনায় গ্রেফতার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রাক্তন ইউনিট সভাপতি গিয়াসউদ্দিন মণ্ডল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ঘরে ঢুকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি, কটুক্তি, খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। উপাচার্যের ঘরে রীতিমতো তাণ্ডব করেন গিয়াসুদ্দিন-সহ আরও কয়েকজন যুবক। এর পর রবিবার অভিযুক্ত ছাত্রনেতাকে গ্রেফতার করে টেকনো থানার পুলিশ।

শনিবার এক ভিডিওতে দেখা যায়, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ঘরে ঢুকে একেবারে তাণ্ডব চালাচ্ছে কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্র। সেখানে উপাচার্যকে চড় মারার হুমকি ও কথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে দেখা যায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রাক্তন ইউনিট সভাপতি গিয়াসউদ্দিন মণ্ডলকে। সেখানে ছিলেন আরও কয়েকজন বহিরাগত। তাদের মধ্যে একজন ভিডিওটি করেছেন। কিন্তু তাদের মুখের ভাষা এতোটাই অশালীন, যা প্রকাশের অযোগ্য। ভিডিওতে প্রাণনাশের হুমকি দিতেও শোনা যায় উপাচার্যকে।

যদিও আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই ঘটনায় তৃণমূলের ছাত্র পরিষদের যোগ মানতে নারাজ টিএমসিপির সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। রবিবার তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ভিডিওতে যে ছেলেদের দেখা গিয়েছে, তাদের সঙ্গে দলের কোনও যোগ নেই। ২০১৭ সালেই দলের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। শনিবার আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ঘটনা ঘটেছে, তা কেবল নিন্দনীয় নয়, তৃণমূল ছাত্র পরিষদকে বদনাম করার একটা চক্রান্ত।

করোনার বাড়ছে চিনে; সংক্রমিত ১৩,১৪৬ জন, মৃত্যু হয়নি কারও

বেজিং, ৩ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসের দৌরাত্ম্য বেড়েই চলেছে চিনে, বিগত ২৪ ঘন্টায় চিনে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ১৩, ১৪৬ জন। বিগত দু''বছরের মধ্যে চিনে সর্বোচ্চ মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তবে, শেষ ২৪ ঘন্টায় চিনে কারও মৃত্যু হয়নি। চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন রবিবার জানিয়েছেন, বিগত ২৪ ঘন্টায় চিনে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৩,১৪৬ জন। এই সময়ে কারও মৃত্যু হয়নি।

চিনে এই মুহূর্তে করোনা-সংক্রমণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মূলত ওমিক্রন প্রজাতির হাত রয়েছে। নতুন করে আক্রান্ত ১৩,১৪৬ জনের মধ্যে ১,৪৫৫ জনের শরীরে রয়েছে উপসর্গ, বাকি ১১,৬৯১ জনের শরীরে তেমন উপসর্গ নেই। বিগত ২৪ ঘন্টায় সবথেকে বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন চিনের আর্থিক কেন্দ্র সাংহাইতে, সেখানেই সংক্রমিত হয়েছে ৮ হাজার ২০০ জন। সাংহাইয়ের পরিস্থিতিই সবথেকে বেশি চিন্তা বাড়াচ্ছে।

হাতির আক্রমণে দুই মহিলার মৃত্যু দুই আহত

আলিপুরদুয়ার, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : শনিবার রাতে জেলার মাদারিহাটে বন্য হাতির আক্রমণে দুই মহিলার নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আরও দুজন আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। মৃতদের নাম ভগবতী ছেত্রী ও রেণুকা ছেত্রী। আহত হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা সুখেন দাস ও পূজা ক্ষেত্রী।

সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাতে মাদারিহাট উত্তর চেকামারী এলাকায় একটি হাতি ঢুকে পাশ দিয়ে যাওয়া কয়েকজনকে আক্রমণ করে। এতে তিন মহিলাসহ একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। শোরগোল শুনে এলাকার লোকজন দৌড়ে এসে চারজনকে উদ্ধার করে মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। যেখান থেকে গভীর রাতে ভগবতী ছেত্রী ও রেণুকা ছেত্রীকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় দুই মহিলারই। এ ঘটনায় গোটা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

রামপুরহাট হত্যাকাণ্ডে ফের শেখলালকে জিজ্ঞাসাবাদ

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : রামপুরহাট হত্যাকাণ্ডে কুমারড্ডা গ্রামে শেখলাল শেখের বাড়িতে সিবিআইয়ের প্রতিনিধি দল। ওই গ্রামে উদ্ধার হওয়া দুটি টোটো এবং বাইক নিয়ে এদিন শেখলালকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। বিশেষ ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে রবিবার শেখলাল শেখকে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সূত্রের খবর,তদন্তের স্বার্থে আবারও কুমারড্ডা গ্রামে যেতে পারেন সিবিআই আধিকারিকেরা।

বগটুই হত্যাকাণ্ডের ১১ দিনের মাথায় কুমারড্ডা গ্রাম থেকে উদ্ধার হয় দুটি টোটো এবং একটি মোটরবাইক। সেই গ্রামের বাসিন্দা মনিরুল শেখের বাড়িতেই উদ্ধার হয়েছে এই দুটি টোটো এবং বাইক। হত্যাকাণ্ডে নিহতদের পরিবারের সদস্য শেখলাল শেখ ও মিহিলাল শেখ আগেই অভিযোগ এনেছিলেন, সেই রাতে ওই দুটি টোটো এবং বাইকে করেই পেট্রল, বোমা, বিস্ফোরক নিয়ে আসা হয়েছিল। তারপরেই অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল। আর হত্যাকাণ্ডের পরে প্রমাণ লোপাটের জন্য গ্রাম থেকে সরিয়ে ফেলা হয় টোটো এবং মোটরবাইক।

স্কুটি চুরির ঘটনায় গ্রেফতার ২

শিলিগুড়ি, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : শনিবার রাতে স্কুটি চুরির ঘটনায় দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম মুকেশ বিশ্বকর্মা ও দীপক তামাং। দুজনেই শিলিগুড়ির গুরুং বস্তি এলাকার বাসিন্দা।

রবিবার মাটিগাড়া থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় এক সপ্তাহ আগে তুম্বাজোট এলাকা থেকে একটি স্কুটি চুরির ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করা হচ্ছে। এরপর শনিবার রাতে খবর পাওয়া যায় স্কুটি বিক্রি করতে বিশ্ব কলোনিতে পৌঁছেছেন দু'জন। এরপর অভিযান চালিয়ে স্কুটি সহ গ্রেফতার করা হয় মুকেশ বিশ্বকর্মা এবং দীপক তামাংকে। পুলিশ ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

বাড়তে পারে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর সময়সীমা, সুবিধা হবে যাত্রীদের

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি.স.): বর্তমানে বেশ কিছুটা কমেছে করোনার প্রকোপ। স্বাভাবিকভাবেই ভিড় হচ্ছে মেট্রোতে। তাই যাত্রীদের সুবিধার্থে ইষ্ট-ওয়েস্ট মেট্রো পরিষেবা সম্পূর্ণরূপে চালুর কথা ভাবছে কলকাতা মেট্রো। শোনা যাচ্ছে যাত্রী চাপ কমাতে বাড়তে পারে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর সময়সীমা। ইতিমধ্যেই সেক্টর ফাইভ থেকে ফুলবাগান অবধি ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো পরিষেবা চালু হয়ে গিয়েছে। খুব শিগগিরই শিয়ালদহ স্টেশন থেকে শুরু হয়ে যাবে যাত্রী পরিষেবা। কলকাতা মেট্রো সূত্রে খবর, শিয়ালদহ স্টেশন মেট্রো চালু হলে যাত্রী বাড়তে পারে ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোয়, তাই ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর সময়সীমা ও মেট্রোর সংখ্যা বাড়ানোর ভাবনা চিন্তা করছে কর্তৃপক্ষ।

ঝুলন্ত অবস্থায় এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : রবিবার শিলিগুড়ি ডিভিশনের ফাঁসিদেওয়ার জ্যোতিনগর এলাকা থেকে ফাঁস দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় এক ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া গেলে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। মৃতের নাম বসন্ত বিশ্বাস (৪২)। তিনি কৃষিজীবী ছিলেন।

নিহতের ভাই অজিত বিশ্বাস জানান, আজ সকালে বাড়ির পাশের একটি গাছে বসন্ত বিশ্বাসকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। এরপর ফাঁসিদেওয়া থানায় খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। তিনি জানান, তার ভাই কৃষিকাজ করতেন।

৬৭-তে পা নন্দিতার, জন্মদিনে শুভেচ্ছা শুভপ্রসাদের

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি.স.): বাংলা হোক অথবা হিন্দি শিবপ্রসাদ-নন্দিতা মানেই সুপারহিট। দেখতে দেখতে ৬৭ টা বসন্ত পার নন্দিতার। রবিবার পরিচালক নন্দিতা রায়ের জন্মদিনে শুভেচ্ছা শিবপ্রসাদের। ২০১৭ সালে শিবপ্রসাদ নন্দিতার 'পোস্ত' ছবিতে মজেছিলেন বাংলার দর্শক। আর এবার পরিচালক জুটি পাড়ি দিচ্ছে মুম্বই। শাস্ত্রী ছবিতে দেখা যাবে টলি তারকা মিমিকে। মিমি ছাড়া বাকি সবাই মুম্বইয়ের অভিনেতা-অভিনেত্রী।

রবিবার নন্দিতা রায়ের জন্মদিনে সোশ্যাল মিডিয়ায় জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন পরিচালক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। নন্দিতা রায়ের সঙ্গে পরিচালক একটি ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে লেখেন, ''''শুভ জন্মদিন বিগ বস।'''' এর পর তিনি আরেকটি একটি ছোট্ট ভিডিও। সেখানে দেখা যাচ্ছে, জয়া আহসান, অপরাজিতা আঢ্য, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মানালি দে, লিলি চক্রবর্তীর মত জনপ্রিয় অভিনেতা অভিনেত্রীদের সঙ্গে কাজ করতে। প্রযোজনা সংস্থার তরফ থেকে তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে।

জেলা জুড়ে চলছে রাম নবমীর প্রস্তুতি

জলপাইগুড়ি, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : আগামী ১০ এপ্রিল রাম নবমী। এর প্রেক্ষিতে জেলা জুড়ে চলছে রাম নবমীর প্রস্তুতি। রবিবার জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের ফুলবাড়িতে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের তরফে ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। জায়গায় জায়গায় বাজনা ও অস্ত্রশস্ত্রের মহড়া চলছে। রাম নবমীর পতাকায় ছেয়ে গেছে পুরো এলাকা। চারদিকে শোনা যাচ্ছে জয় রাম ধ্বনি।

এগরায় ডাম্পারের পিছনে ধাক্কা বাসের; মৃত ১, আহত ২০ জন

এগরা, ৩ এপ্রিল (হি.স.): পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরায় ডাম্পারের পিছনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারল একটি বাস। রবিবার ভোরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে এগরা-রামনগর সড়কের ওপর। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের, আহত হয়েছেন কমপক্ষে ২০ জন। এদিন ভোরে পানিপারুল পেট্রোল পাম্পের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ডাম্পারের পেছনে একটি পর্যটকের বাস ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার ফলে রাস্তার পাশে উল্টে যায় বালি বোঝাই ডাম্পার। তলায় চাপা পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয় খালাসির। ওই বাসের প্রায় ২০ জন যাত্রী গুরুতর আহত হন।

এগরা থানার পুলিশ এসে আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করেন। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। পুলিস জানিয়েছে মৃত খালাসির নাম মনোজ বারিক (২৫)। তার বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা বেলদা এলাকায়। মেদিনীপুরের দিক থেকে যাত্রীবোঝাই বাস কাঁথির দিকে যাচ্ছিল।

জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে হাওড়ায় পদযাত্রা, তোপ সমবায় মন্ত্রীর

হাওড়া, ৩ এপ্রিল (হি.স.): লাগাতার পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে পদযাত্রা করল হাওড়া সদর তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার সকালে শিবপুর ট্রাম ডিপো থেকে প্রতিবাদ মিছিলের নেতৃত্ব দেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়। এছাড়াও মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সুজয় চক্রবর্তী, শ্যামল মোল্লা-সহ তৃণমূলের জেলা সদরের নেতৃত্বরা। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে অরূপ বাবু বলেন, 'সাধারণ মানুষের কথা না ভেবেই লাগাতার দাম বৃদ্ধি করছে কেন্দ্রীয় সরকার। পেট্রোল-ডিজেলের এই মূল্যবৃদ্ধি আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে উৎখাত করবে দেশ থেকে।'

তিনি আরও বলেছেন, 'শুধু তাই নয়, সাধারণ মানুষের ওপর এই আর্থিক চাপ বালিগঞ্জ - আসানসোল উপ-নির্বাচনে প্রভাব ফেলবে। দিনের পর দিন পেট্রোল, ডিজেল ও গ্যাস এমনকি ওষুধও মহার্ঘ হচ্ছে। পরিস্থিতি সাধারণ মানুষের আয়ত্বের বাইরে চলে যাচ্ছে। বিজেপি এর উপযুক্ত জবাব পাবে।' প্রসঙ্গত, তৃণমূলের রবিবাসরীয় প্রতিবাদ মিছিলে হাজারখানেক তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের জমায়েত হয়। প্রতিবাদ মিছিলে পা মেলান তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সদস্যরাও।

উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গ রোদের তেজে নাজেহাল

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি.স.): দক্ষিণবঙ্গের উপকূলীয় জেলাগুলিতে এবং পশ্চিমের জেলাগুলিতে আপাতত বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই। দক্ষিণবঙ্গের শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গ লাগোয়া তিন জেলা-মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদিয়ায় হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। উপকূলীয় জেলাগুলিতে তাপমাত্রা না কমলেও, অন্যান্য জেলাগুলিতে তাপমাত্রা বাড়বে। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে আলিপুরদুয়ার এবং দার্জিলিং-এ। অনেকদিন হয়ে গেল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির দেখা নেই, মাত্রাতিরিক্ত গরমে নাজেহাল মানুষজন। রোদের তেজ অস্বস্তি আরও বাড়াচ্ছে। মাথার ওপর ছাতা থাকলেও, রোদকে হার মানানো যাচ্ছে না। রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি বেশি। এদিন মহানগরীর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩২.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কলকাতাতে আপাতত তাপমাত্রা বাড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। আগামী চারদিনে আবহাওয়ার বিশেষ কোনও পরিবর্তনও হবে না।

বালিগঞ্জ ও আসানসোলের উপনির্বাচনে প্রচার করতে পারেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : সব ঠিকঠাক থাকলে বালিগঞ্জ ও আসানসোলের উপনির্বাচনে প্রচারে নামতে পারেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল সূত্রের খবর, আগামী ৭ এপ্রিল বালিগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচনের তৃণমূল প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয়-র সর্মথনে প্রচারে নামতে পারেন তিনি। দক্ষিণ কলকাতা তৃণমূল সূত্রে খবর, ওই দিন বিকেলে বালিগঞ্জ ফাঁড়ি এলাকা থেকে মল্লিক বাজার পর্যন্ত একটি মিছিলে পা মেলাবেন তিনি। আবার ৯ এপ্রিল আসানসোলে শত্রুঘ্ন সিনহার হয়েও প্রচারে দেখা যেতে পারে অভিষেককে। এখানে একটি র‌্যালিতে অংশ নিতে পারেন তিনি। আসানসোলে অভিষেকের কর্মসূচির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পূর্তমন্ত্রী মলয় ঘটককে।

প্রসঙ্গত, ২০১৪ ও ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে আসানসোল আসনে বিরাট জয় পেয়েছিল বিজেপি। এ বার সেই আসন উপনির্বাচনে ছিনিয়ে নেওয়ার সুযোগ শাসক দল তৃণমূলের কাছে। তাই এই উপনির্বাচনের প্রচারে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মৃত্যুতে শোক প্রকাশ শিল্পমন্ত্রী শাহনওয়াজ হুসেন-র

কিষাণগঞ্জ, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : কিষাণগঞ্জের বিজেপি নেতা মতিলাল সরফের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করলেন শিল্পমন্ত্রী শাহনওয়াজ হুসেন। তিনি এদিন বলেন, দুঃসংবাদ পাওয়া গেছে। এই শোকের মুহূর্তে আমি গোটা পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই।

একইসাথে, তিনি তার অতীত দিনের স্মৃতি এবং ছবি শেয়ার করেছেন এবং বলেন, প্রথমবার যখন আমি কিষাণগঞ্জ থেকে সাংসদ হয়েছিলাম, তখন মতিলাল সরফ জি কিষাণগঞ্জের বিজেপি জেলা সভাপতি ছিলেন। তিনি তাঁর বাড়িতে থেকে প্রথম নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ও জয়লাভ করেন। তারা পরিবারের মতো করে রেখেছে। প্রতিকূল নির্বাচনী পরিস্থিতিতে অভিভাবকের মতো স্নেহ ও সমর্থন দিয়েছেন। আমি যখনই ঠাকুরগঞ্জে এসেছি, তার সঙ্গে দেখা না করে চলে যাইনি। তার চলে যাওয়া আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি এবং তিনি আমার স্মরণে থাকবেন। এই শোকের মুহূর্তে পুরো পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা।

পারিবারিক অশান্তির জেরেই খুন তপন কান্দু

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : ঝালদার কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দুকে খুনের পিছনে রয়েছেন দাদা নরেন কান্দু। খুনের জন্য সুপারি কিলারকে ৭ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা বললেন পুরুলিয়ার পুলিস সুপার এস সেলভামুরগন।

গত ১৩ মার্চ সন্ধেয় গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় ঝালদা পুরসভার ২ নম্বর কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দুর। বিকেলে হাঁটার সময় ঝালদা-বাগমুন্ডি রোডের উপরে গুলিবিদ্ধ হন তিনি। গোকুলনগর গ্রামের কাছে উল্টো দিক থেকে আসা একটি বাইকে আসা ৩ জন দুষ্কৃতী তাঁকে লক্ষ্য গুলি করে। তাঁর পেটে গুলি লাগে। রাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন তপন। এরপর দুষ্কৃতীরা ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায়। প্রথমে ঝালদা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় ঝাড়খণ্ডের রাঁচির একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তপনবাবুর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় রাজ্য পুলিশের উপর ভরসা না রেখে প্রথম থেকে সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে এসেছে নিহতের পরিবার। শেষ পর্যন্ত সিবিআই তদন্তের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে যায় তপন কান্দুর পরিবার। সেই মামলা এখনও চলছে।তপন কান্দুকে খুনের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মোট ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। ধৃতরা হল নিহত তপনের ভাইপো দীপক কান্দু, নিহত তপন কান্দুর দাদা নরেন কান্দু, কলেবর সিং এবং মহঃ আসিফ খান। দীর্ঘদিন ধরে তপন কান্দু ও তাঁর দাদা নরেন কান্দুর মধ্যে পারিবারিক বিবাদ ছিল।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

পটেটো আইস কিউবে ত্বকের সহজ পরিচর্যা দেখেনিন একঝলকে

ত্বকের পরিচর্যায় আলুর ব্যবহার নতুন কিছু নয়। আলুতে রয়েছে ক্যাটিকোল্যাসে নামক এক ধরণের এনজাইম। যা ত্বকের কালচে দাগকে কমিয়ে আনতে ও ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতাকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। এছাড়া ত্বকের ভেতর থেকে মরা চামড়াকে দূর করতে অবদান রাখে বলেও এক্সফলিয়েটিং এর জন্য প্রাকৃতিক উপাদান হিসেবে আলুর রস বেশ জনপ্রিয়।

পরিচিত ও উপকারী এই সবজিটির দারুণ সহজ ও ভিন্ন ব্যবহারের একটি ধরণ হল পটেটো আইস কিউব।

পটেটো আইস কিউব বানানোর পদ্ধতি

এটা বানানোর জন্য মূলত দুইটি উপাদান প্রয়োজন হবে- আলু এবং লেবুর রস। লেবুর রসের পরিবর্তে ভিটামিন-ই ক্যাপসুলও ব্যবহার করা যাবে। প্রথমে বড় একটি আলু খুব ভালোভাবে পিষে নিতে হবে। এরপরে পরিষ্কার কাপড়ে পিষে রাখা আলু থেকে রস বের করে বাটিতে সংরক্ষণ করতে হবে।। আলুর রসে দুই টেবিল চামচ লেবুর রস অথবা ৫টি ভিটামিন-ই ক্যাপসুলের তেল মিশিয়ে আইস কিউব ট্রেতে করে ফ্রিজে রেখে দিতে হবে জমাট বাধার জন্য। বরফ কিংবা পটেটো আইস কিউব, কোনটাই সরাসরি মুখের ত্বকে ব্যবহার করা যাবে না। অতিরিক্ত ঠান্ডাভাবের দরুন ত্বকে জ্বালাপোড়াভাব দেখা দেবে। পটেটো আইস কিউব ব্যবহারের জন্য সুতি পাতলা ও পরিষ্কার রুমাল ব্যবহার করতে হবে। রুমালের সাহায্যে দুইটি আইস কিউব পুরো মুখে আলতোভাবে ম্যাসাজ করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে, প্রতিদিন মুখে আইসি কিউব ব্যবহার করা যাবে না। দুই দিন পরপর কিংবা সপ্তাহে দুই দিন পটেটো আইস কিউব ব্যবহার করতে হবে। আলুর স্টার্চ ত্বকের জন্য উপকারী এবং লেবুর রসের ন্যাচরাল ব্লিচ ত্বকের কালচে ভাবকে দূর করতে ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে। পটেটো আইস কিউব তৈরিতে যদি লেবুর রস ব্যবহার করে থাকেন, তবে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন মুখের ত্বকে কোন ধরণের কাটাছেঁড়া বা ক্ষত যেন না থাকে। নতুবা লেবুর রসের অ্যাসিডিক ধর্ম জ্বালাপোড়াভাব তৈরি করবে।

দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত খাবার দই ভাত

আজ দুপুরের খাবারের জন্য তৈরি করুন দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত খাবার - দই ভাত। দই ভাত তৈরি করা খুবই সহজ। এতে যোগ করা হয় দই, দুধ এবং অনেক রকমের সবজি। জেনে নিন কীভাবে তৈরি করবেন। দই ভাত বানাতে কি লাগবে -৩ কাপ চাল, ২ কাপ দই, ১ কাপ দুধ, ২ টি সূক্ষ্মভাবে কাটা পেঁয়াজ, ২ টি কাটা আলু, ২-৩ টি সূক্ষ্মভাবে কাটা গাজর, ৪-৫ টি কারি পাতা, ২-৩ টি লবঙ্গ, ১ টি দারুচিনি, ২ টি এলাচ, ১ চা চামচ চিরঞ্জি, ৬-৭ টি কাজু টুকরো, ৪-৫ টি কিশমিশ, ৩-৪ টি সূক্ষ্মভাবে কাটা বাদাম, লবণ স্বাদ অনুযায়ী, ৪-৫ চা চামচ দেশি ঘি। দই ভাত তৈরির পদ্ধতি - দই ভাত তৈরি করতে, একটি প্যানে সবজি আধা সেদ্ধ করুন। জল ছেঁকে নিয়ে আলাদা করে রাখুন। এবার একটি প্যানে বা কড়াইতে ১ চা চামচ দেশি ঘি দিয়ে গরম করুন। কাজু, কিশমিশ এবং বাদাম যোগ করুন এবং ভাজুন এবং একটি পাত্রে বের করে নিন।

চাল ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে আধা সেদ্ধ করে চাল থেকে জল ঝরিয়ে রেখে ঠান্ডা হতে দিন। এবার একটি প্যানে সূক্ষ্ম ভাবে কাটা পেঁয়াজ সোনালি বাদামী হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। এতে শুকনো ফল মেশান। লবঙ্গ, কারিপাতা, এলাচ, দারুচিনি এবং চিরঞ্জি দিন। সব কাটা ও আধা সেদ্ধ সবজি যোগ করুন এবং লবণ দিয়ে মেশান। ১-২ মিনিট রান্না করুন এবং গ্যাস বন্ধ করুন। একটি হাঁড়ি নিয়ে তাতে ঘি লাগান। এবার চালের একটি স্তর দিন। এর উপর দই দিন। এর ওপর সবজি ও শুকনো ফলের মিশ্রণ ঢেলে দিন। এর পর চাল, দুধ, সবজি, বাদাম ইত্যাদি যোগ করুন এবং আটা দিয়ে ঢাকনা বন্ধ করুন। এবার চল্লিশ মিনিটের জন্য কম আঁচে রান্না করুন। আপনি এটিতে সরিষা দানাও যোগ করতে পারেন।

হারবাল উপাদানেই তৈরি করুন গোল্ড ব্লিচ, জেনেনিন সহজ পদ্ধতি

চেহারায় তাতক্ষণিক জেল্লা দেয় গোল্ড ব্লিচ। শুধু মুখে নয় হাতে-পায়েও অনেকে ব্লিচ করে থাকেন। এজন্য সবাই বাজারচলতি ফেসিয়াল ব্লিচ ক্রিমগুলো ব্যবহার করে থাকেন। যা ত্বকের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে।

এসব ব্লিচ ক্রিমে যে পরিমাণে ক্ষতিকর কেমিক্যাল থাকে; তাতে ত্বক অনেক সময় পুড়েও যায়।

এর চেয়ে কিছু হারবাল উপাদান ব্যবহার করে বাড়িতেই তৈরি করে নেওয়া যায় গোল্ড ব্লিচ। এটি ব্যবহারে ত্বকের কালো দাগ-ছোপ ও ত্বকের অকালে বুড়িয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা থেকে মুক্তিও পাওয়া যায়।

বাড়িতে গোল্ড ব্লিচ তৈরি করার জন্য খুব বেশি উপকরণের প্রয়োজন নেই। একটি আলু, মুলতানি মাটি, মধু আর লেবু থাকলেই হবে। মুলতানি মাটি ত্বকের জন্য কতটা উপকারী তা সবারই কমবেশি জানা আছে। ত্বকের অতিরিক্ত তৈলাক্তভাব কমায় মুলতানি মাটি।

অন্যদিকে আলু আর লেবু প্রাকৃতিক ব্লিচ হিসেবে দারুণ কার্যকরী। ত্বকের যেকোনো দাগ-ছোপ বা ডার্ক সার্কল কমাতে আলুর রস দারুণ কাজে দেয়। মধুতে রয়েছে ত্বকের আর্দতা ধরে রাখার ক্ষমতা।

প্রাকৃতিক ব্লিচ তৈরির পদ্ধতি

একটা কাচের বাটিতে আধা চা চামচ মুলতানি মাটি নিন। এবার এর মধ্যে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে আধা চা চামচের কম মধু মেশান।

এবার একটি মাঝারি মাপের আলু ভালো করে ধুয়ে খোসাসহ গ্রেট করে রস বের করে নিন। আলুর রসও মিশিয়ে নিন বাকি উপকরণের সঙ্গে।

যেভাবে ব্যবহার করবেন-

প্রথমে ভালো করে মুখ ধুয়ে নিন। রস বের করে নেওয়া আলু গ্রেট দিয়ে মুখ, গলা ও ঘাড় স্ক্রাব করে নিন। আপনি চাইলে সামান্য চিনি মেশাতে পারেন স্ক্রাব করার সময়ে।

আধা ঘণ্টা পর বাড়িতে তৈরি করা প্রাকৃতিক গোল্ডেন ব্লিচ মুখে, গলায় ও ঘাড়ে লাগিয়ে নিন। শুকিয়ে গেলে একটি পরিষ্কার সুতির কাপড় ভিজিয়ে মুখ থেকে ব্লিচ তুলে ফেলুন। মুখ মুছে নিয়ে ময়শ্চারাইজার লাগিয়ে নিন।

মুখের স্বাস্থ্য ভালো রাখে পনির

পনির যদি পছন্দ হয় তবে জেনে রাখুন দাঁতের স্বাস্থ্যও ভালো রাখে এই খাবার। নিউ ইয়র্ক'য়ের মুখের স্বাস্থ্য ভালো রাখা-বিষয়ক টুথব্রাশ ও বিভিন্ন যন্ত্র তৈরির প্রতিষ্ঠান 'উইলো'র প্রধান দন্ত বিশেষজ্ঞ ডা. জোয়েল বার্গ দাঁত ও মুখের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে পনির খাওয়ার পরামর্শ দেন। ওয়েলঅ্যান্ডগুড ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ডা. বার্গ বলেন, ''পনির মুখের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এতে কার্বোহাইড্রেইট-এর মাত্রা কম থাকায় তা মুখের ব্যাক্টেরিয়া বায়োফিল্মকে কার্বোহাইড্রেইট থেকে শর্করা এবং শর্করা থেকে এসিডে পরিণত হওয়াতে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে দাঁতের ক্ষয় রোধ হয়।''

এছাড়াও পনির মুখের পিএইচ'য়ের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে যা মুখের সুস্থতার জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বলে জানান ডা. বার্গ। মুখের ভারসাম্যহীনতা দেখা দিলে, অম্লের মাত্রা খুব বেশি হয়ে গেলে ক্যাভিটি দেখা দেয়। ফলে দাঁতের ক্ষয় হতে থাকে। পনিরে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম রয়েছে যা হাঁড় ও দাঁতের সুস্থতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যুক্তরাষ্ট্রের মায়ো ক্লিনিকের নির্দেশনা অনুযায়ী ১৯ থেকে ৫০ বছর বয়সি মহিলাদের প্রতিদিন প্রায় ১০০০ মি.লি. গ্রাম ক্যালসিয়াম প্রয়োজন এবং ৫১ বা এর থেকে বেশি বয়সের নারীদের জন্য ১২০০ মি.লি. গ্রাম প্রয়োজন। ভেষজ ক্যালসিয়ামের উৎস হিসেবে টফু, কলি, বাদাম ইত্যাদি খাওয়া যেতে পারে। এসবে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে। যেমন এক আউন্স 'চ্যাডার' পনিরে থাকে ২০৪ মি.লি.গ্রাম ক্যালসিয়াম, যা দৈনিক প্রয়োজনের ২০ শতাংশ ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণ করবে। মুখের সুস্বাস্থ্যের জন্য পনির বেশ উপকারী এবং বর্তমানে বাজারে নানান রকমের পনির কিনতে পাওয়া যায়। সুতরাং কোনটা বেশি কার্যকর তা নিয়ে দ্বিধা থাকতেই পারে। ডা. বার্গ এ বিষয়ে, যথাসম্ভব কম প্রক্রিয়াজাত পনির যেমন- কটেজ চিজ, রিকোটা, ক্রিম চিজ মাস্কারপোন এবং মোৎজারেল্লা ইত্যাদি ধরনের পনির নির্বাচনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

সাধারণত 'স্ট্রিং' পনিরে চর্বি ও কার্বোহাইড্রেইটের পরিমাণ কম থাকে। তবে পনির নির্বাচনের বিষয়ে তিনি বলেন, ''পছন্দের তালিকায় নির্দিষ্ট কোনো পনির থাকলে তা খাওয়াতে অসুবিধা নেই।''পরামর্শ মুখের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে নিয়মিত ব্রাশ করা, ফ্লসিং ব্যবহার এবং বার্ষিক দাঁতের পরীক্ষা করানো উচিত। পনির সার্বিকভাবে মুখে সুস্থতা বজায় রাখে এর কোনো গবেষণা এখনও পাওয়া যায়নি।

তবে মুখের স্বাস্থ্য রক্ষায় এর ভূমিকা আছে। তাই দাঁত ও মুখের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে অন্যান্য সকল নিয়ম মেনে চলার পাশাপাশি পনির খাবার তালিকায় যোগ করা যেতেই পারে।

অনিয়মিত পিরিয়ডের সমস্যা কমাতে সাহায্য করবে যে খাবারগুলো

পিরিয়ডের সাইকেলে সমস্যা দেখা দেওয়া খুবই প্রচলিত সমস্যা। কোন মাসে পিরিয়ড সময়ের আগেই শুরু হয়, আবার কোন মাসে সময় পার হয়ে গেলেও পিরিয়ডের দেখা পাওয়া যায় না। অনিয়মিত পিরিয়ডের সমস্যা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভোগার কিছু নেই। শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক নানান কারণেই, নির্দিষ্ট সময়ের কয়েকদিন আগে অথবা পরে পিরিয়ড হতে পারে। তবে এখানেও একটি ''কিন্তু'' আছে। অনিয়মিত পিরিয়ডের সঙ্গে যদি নিম্নোক্ত কিছু লক্ষণ দেখা দেয়, তবে দ্রুত ডাক্তারের শরনাপন্ন হতে হবে।

লক্ষণগুলো হলো-

১. পেট ব্যথা সহ বেশি রক্তপাত ও ব্লাড ক্লটের সমস্যা।

২. ২-৩ পিরিয়ড ধরে পিরিয়ডের স্থায়িত্বকাল এক সপ্তাহের অধিক সময় অথবা ২-৩ দিন থাকা।

৩. ২-৩ পিরিয়ড ধরে ২০ দিনের মাঝেই পিরিয়ড দেখা দেওয়া। ৪. ৩৫ দিনের অধিক সময় পর্যন্ত পিরিয়ড না হওয়া।

কেনো অনিয়মিত পিরিয়ডের সমস্যা দেখা দেয়? সাধারণত কিছু বিশেষ শারীরিক সমস্যার জন্য পিরিয়ডের স্বাভাবিক প্যাটার্নে সমস্যা দেখা দেয়। যার মাঝে দীর্ঘদিনের মানসিক চাপ, অতিরিক্ত শারীরিক চাপ, ইউরিনারি ট্র্যাক্টে ইনফেকশন, থাইরয়েড ডিসঅর্ডার, পলিসিস্টিক ওভারি সিন্ড্রম, লং-টার্ম হরমোনাল মেডিকেশন, মেনোপজ ইত্যাদি। অনিয়মিত পিরিয়ডের সমস্যা দেখা দিলে সবার আগে বোঝার চেষ্টা করতে হবে উপোরক্ত কোন সমস্যাটি আছে। গর্ভধারণজনিত কারণে পিরিয়ড না হলে সেটাও নিশ্চিত হতে হবে। এছাড়া অনিয়মিত পিরিয়ডের সঙ্গে শারীরিক সমস্যা দেখা দিলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

অনিয়মিত পিরিয়ডের সমস্যায় উপকারি কিছু খাদ্য উপাদান

পরিমিত এক্সারসাইজের সঙ্গে স্বাভাবিক খাদ্যাভাস মানসিক চাপ কমাতে, স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া চালু রাখতে সাহায্য করে। মানসিক চাপ কমাতে যেমন ইয়োগা বা মেডিটেশনের প্রয়োজন হয়, শরীরকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখার জন্যেও কিছু উপকারী খাদ্য উপাদানের প্রয়োজন হয়। যা অনিয়মিত পিরিয়ডের সমস্যাকে দূর করতে সাহায্য করে।

তিলের বীজ পিরিয়ডের সময় তলপেটের ব্যথা কমাতে তিলের বীজের পানীয় পান করতে হবে। এছাড়া এই পানীয় দেরিতে পিরিয়ড হবার সমস্যা দূর করে। পানীয়টি তৈরিতে এক কাপ জলে এক চা চামচ তিলের বীজ মিশিয়ে উচ্চতাপে ফুটিয়ে ১/৪ কাপ জলে আনতে হবে। আধা চা চামচ গুঁড়ের এই পানীয়ের সঙ্গে মিশিয়ে পান করতে হবে।

আমলকী ভিটামিন-সি তে পরিপূর্ণ প্রাকৃতিক এই ফলটির রস মাত্রাতিরিক্ত রক্তপাতের সমস্যা কমায়। এছড়া পিরিয়ডের ফলে মাথা ঘোরাভাব ও বুক জ্বালাপোড়ার সমস্যাও প্রতিহত করে। পাঁচ-ছয়টি বড় সাইজের আমলকীর রসের সঙ্গে এক চা চামচ মধু মিশিয়ে পান করতে হবে।

দই ও মধুর পানীয় অতিরিক্ত রক্তপাতের সঙ্গে প্রচন্ড পেটেব্যথা কমাতে দই ও মধুর পানীয় পান করতে হবে। দুইটা টেবিল চামচ দই, এক চা চামচ মধু ও স্বাদের জন্য এক চিমটি লবণ মিশিয়ে নিতে হবে। প্রয়োজনে অল্প জল যোগ করে পানীয়টি তৈরি করে পান করতে হবে।

উপকারী সবজী ও ফল প্রাকৃতিক সকল সবজী ও ফল স্বাস্থ্যের জন্য নিশ্চিতভাবে উপকারী। তবে অনিয়মিত পিরিয়ডের সমস্যা ও পিরিয়ডের উপসর্গ কমাতে কিছু বিশেষ সবজী ও ফল খাওয়া প্রয়োজন। সবজী: গাজর, বিটরুট, ব্রকলি, পালং শাক। ফল: কাঁচা পেঁপে, আপেল ও আনারস। পুদিনা ও ধনিয়া পাতা পুদিনা ও ধনিয়া পাতার মিশ্রণ হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বৃদ্ধি করে এবং পিরিয়ডের সময় কে নিয়ন্ত্রণে আনতে সাহায্য করে। লবণ, বিটলবণ, আদা, রসুন, কাঁচামরিচের সঙ্গে পুদিনা ও ধনিয়া পাতা মিশিয়ে চাটনি তৈরি করতে হবে। এই চাটনি প্রতিদিন খেতে হবে।

পাকা কমলা চেনা ও সংরক্ষণের উপায়

রং দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন। কারণ কিছু জাতের কমলা পাকলেও সবুজ কিংবা বাদামি থাকে।

যারা সচরাচর ফল কেনেন না তাদের জন্য দোকানের অসংখ্য ফলের মধ্য থেকে ভালোটা বেছে নেওয়া কঠিন। কমলা কেনার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আর ভালো ফল কিনে ফেলতে পারলেই যে কাজ শেষ তাও নয়। তা সঠিকভাবে সংরক্ষণও করতে হবে যাতে কয়েকদিন রেখে খাওয়া যায়।

নিউ ইয়র্কের 'কালিনারি ডায়েটিশিয়ান নিউট্রিশনিস্ট' নিকোল স্টেফানো রিয়েলসিম্পল ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, ''ভালো কমলা বেছে নেওয়ার ব্যাপারটা শুধু দাগ নেই এমন ফলটা বেছে নেওয়ার মতো সহজ নয়। একটি পাকা ভালো কমলার খোসা হবে পাতলা, রং হবে উজ্জ্বল, সুবাস হবে তাজা, অন্যান্য ফলের তুলনায় একটু ভারি মনে হবে এবং হাতে নিলে শক্ত মনে হবে। কমলা হালকা হলে ভেতরে শুষ্ক হতে পারে।''

এমি অ্যাওয়ার্ড'য়ের 'নমিনেশন' পাওয়া রন্ধনশিল্পী নাথান লিয়ন লস অ্যাঞ্জেলস'য়ের 'ফার্মার্স মার্কেট'য়ে বহু বছর ধরে কাজ করেন।

তিনি বলেন, ''কমলা ভারি হওয়াটা ভালো ইঙ্গিত, যার কারণ মূলত ভেতরের রসের মাত্রা। কমলায় কোনো নরম অংশ থাকবে না, ওপরের খোসা কুচকানো থাকবে না বা পঁচা দাগ থাকবে না। সুবাস নেওয়া আগে কমলার খোসার গায়ে হালকা আঁচড় কেটে নিন। সুবাস যত তাজা হবে ততই ভালো ওই কমলা। কমলার গায়ের রং দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন। কারণ কিছু জাতের কমলা পাকলেও সবুজ কিংবা বাদামি রং ধারণ করে।''

কমলা সংরক্ষণের উপায়

কীভাবে সংরক্ষণ করবেন তা নির্ভর করবে কমলা পাকা কি-না তার ওপর।

কমলার বয়স বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তা কক্ষ তাপমাত্রায় রাখবেন, 'ফ্রিজ'য়ে রাখবেন, না-কি 'ডিপ ফ্রিজ'য়ের রাখবেন।

লিয়ন বলেন, ''সঠিকভাবে সংরক্ষণ করলে এবং তাতে ফরমালিন ব্যবহার করা না হলে তাজা কমলা সর্বোচ্চ দুই সপ্তাহ পর্যন্ত ভালো থাকে।''

দক্ষিণ ক্যারোলাইনা'র 'হার্ড প্রভিশনস'য়ের রাঁধুনি জিন ওলেকসিয়াক বলেন, ''সরাসরি গাছ থেকে কমলা সংগ্রহ করতে পারলে তা একটি ঝুড়িতে কক্ষ তাপমাত্রায় রাখতে পারেন। আবহাওয়ার আর্দতার মাত্রায় ওপর নির্ভর করে এই পরিস্থিতিতে কমলা এক সপ্তাহ ভালো থাকবে। খেয়াল রাখতে হবে কমলার ওপর যাতে সরাসরি সূর্যের আলো না লাগে। কারণ গরমে কমলা দ্রুত পাকতে শুরু করবে, ফলে নষ্টও হবে দ্রুত।''

কমলা দীর্ঘদিন ভালো রাখতে চাইলে তা 'ফ্রিজ'য়ে রাখতে হবে।

লিয়ন বলেন, ''পলিব্যাগে নয়, খোলা অবস্থায় কমলা 'ফ্রিজ'য়ের কোনো বাক্সে রাখা উচিত। বায়ুরোধক ব্যাগে রাখা যাবে না, অন্যথায় ওই ব্যাগে আটকে থাকা আর্দতায় কমলা নষ্ট হয়ে যাবে।''

স্টেফানো বলেন, ''ফ্রিজ'য়ে কমলা প্রায় দুই মাস পর্যন্ত ভালো থাকতে পারে। তবে কমলার সঙ্গে একই বাক্সে অন্য ফল থাকলে সময়কাল কমবে, ছত্রাক সংক্রমণ হতে পারে। এজন্য নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে। খেয়াল রাখবেন, কমলা খাওয়ার সময়ের আগে তাতে পানি লাগানো যাবে না।''

কমলা বছর জুড়ে সংরক্ষণ করতে চাইলে 'ডিপ ফ্রিজ'য়ে রাখতে হবে। কমলার ছিলে কোয়াগুলো আলাদা করে বায়ুরোধক ব্যাগে করে রাখতে হবে।

তবে এই কোয়াগুলো সরাসরি বরফ গলিয়ে খেতে ভালো লাগবে না। জুস বানিয়ে পান করতে হবে। আর জুসই যদি পান করেন হবে তাজা কমলার রস করে নিয়ে সেটাই 'ডিপ ফ্রিজ'য়ে রাখা হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

চি বলেন, ''শীত ও শুষ্ক আবহাওয়ায় খুব বেশি উপকরণ সমৃদ্ধ পণ্য যেমন সুগন্ধি, বোটানিক্যাল ও অতিরিক্ত সংরক্ষক যুক্ত পণ্য ত্বকে ব্যবহার করা অস্বস্তি ও অ্যালার্জি সৃষ্টির কারণ হতে পারে।''

শুষ্কতার কারণে যেহেতু ত্বকের প্রদাহ সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে শীতকালেও অনেকের ত্বকে ব্রণের সমস্যা দেখা দেয়। এছাড়াও প্রদাহের কারণে ত্বকে চুলকানি, ফোলা ভাব, লালচে ভাব, ছোট বড় ক্ষত ইত্যাদি দেখা যেতে পারে বলে জানান, ডা. ক্যাম্পবেল।

'অ্যান্টিইনফ্লামাটরি' উপাদান যেমন- নিয়াসিনামাইড, গ্রিন টি এবং অ্যালো ভেরার জেল ত্বকের পক্ষে আরামদায়ক, আর্দতা যোগায় এবং ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখে।

ময়েশ্চারাইজারে ব্যবহৃত উপাদান সেরামাইডস ত্বকের সুরক্ষায় স্তর উন্নত করে ও সুস্থ রাখে।

অপাকে হাত ধরে টলিউডে জায়গা করে দিয়েছিলাম, এখন চিনতেও পারে না

নব্বইয়ের দশকে খলনায়িকার চরিত্রে প্রধান মুখই ছিলেন অনামিকা সাহা। বিশেষ করে টলিপাড়ার লেডি ডন হিসেবেই বাংলা চলচ্চিত্র জগতে পরিচিত অনামিকা। তার ডায়লগ, বড় ফ্রেমের চশমা, এবং চোখের চাহনিতে একসময়ে পর্দা কাপিয়েছে। তবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রেরও বদল হয়। সেইমতো তিনিও দাপুটে খলনায়িকা থেকে হয়ে ওঠেছেন সাধারণ চরিত্র। মা, কাকিমার চরিত্রে এখনও বেশ দাপটের সঙ্গেই কাজ করে চলেছেন অনামিকা সাহা। যাত্রা থেকে ছোটপর্দা কিংবা বড়পর্দা সবেতেই তার দাপট রয়েছে একই রকমের। তবে বেশ কিছুদিন ধরে লাইমলাইট থেকে দূরে ছিলেন অনামিকা সাহা। পাভেল পরিচালিত ''কলকাতা চলন্তিকা'' ছবিতে দেখা যাবে অনামিকা সাহাকে।

সম্প্রতি ''কলকাতা চলন্তিকা'' ছবি প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অনামিকা জানিয়েছেন, ছবিতে ছোট্ট একটি চরিত্রে তাকে দেখা যাবে, তবে ছোট্ট চরিত্রের মধ্যেই দারুণ শেডস রয়েছে যা খুবই দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন পাভেল। এবং এই ছবিটাকে দর্শকদেরও খুব ভালভাবে নেওয়া উচিত, কারণ এই ছবি থেকে দর্শকদের অনেক কিছু জানার আছে। সকলেই জানে কলকাতা চলছে, কিন্তু কীভাবে, কোথায়, কী চলছে তা ''কলকাতা চলন্তিকা'' দেখলে সকলে জানতে পারবে। এখানেই শেষ নয়, বেশ কয়েকদিন ধরে অপরাজিতা আঢ্য, বর্তমানে সকলের প্রিয় লক্ষ্মী কাকিমা ও অনামিকাকে নিয়ে নানা কথা শোনা যায়। সেই প্রসঙ্গে অনামিকা বলেন, ওটা কোন ভুল খবর নয়। এখন দেখতি পাচ্ছি অপা খুব ভাল কাজ করছে, এবং নাম ডাকও করে ফেলেছে। এটা খুবই ভাল লাগছে। তবে কয়েকবার ওর সঙ্গে দেখাও হয়েছিল আমার। কিন্তু অপা আমার সঙ্গে কথাও বলেনি। এই অপরাজিতা আঢ্য আজ এত বড় হয়েছে। একদিন তৃষ্ণা ধারবাহিকে ও আমার মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছিল। এমনকী অপা আমাকে মামমাম বলেও ডাকত। সেই সময় আমার মেয়েও পড়াশোনার জন্যও বাইরে গিয়েছিল। সেই ফাঁকা জায়গাটাও পূরণ করেছিল অপরাজিতা। আর সবসময় এটাই বলত তুমি এত ডিরেক্টরদের সঙ্গে কাজ করো, আমাকে আলাপ করিয়ে দাও, আমাকে নিয়ে চলো। সেইমতো স্বপন সাহা, অনুপ সেনগুপ্ত কাছে নিয়েও গিয়েছিলাম এবং এই কারণে বুম্বার কাছে আমি বকাও খেয়েছিলাম। তারপর স্বপন সাহা আমার কথা রেখে সিমুল পারুল ছবিতে অপাকে হিরোইন করলেন। যদিও ছবিটি হিট হয়নি তবে সিনেমার সাউন্ড রেকর্ডিস্ট কে বিয়ে করে অপা সবকিছু ছেড়ে দিল। তারপরে প্রায় ৩-৪ বছর ওকে আর দেখিনি। হঠাত একদিন এক নম্বর স্টুডিওতে দেখলাম মোটা হয়ে আমার মেক আপ রুমে দৌড়ে এল এবং বলল এবার আমি এসে গেছে। আমি বললাম, কোথায় ছিলেন এতদিন? উত্তরে অপা বলেছিল বিয়ের আনন্দ উপভোগ করছিলাম।

তারপর থেকেই কেটে গিয়েছে অনেক মাস অনেক বছর। বেশ কয়েকবার অনুষ্ঠানেও দেখা হয়েছে অপার সঙ্গে। এমনকী একটা অনুষ্ঠানে ওকে প্রাইজ দেওয়ার জন্যও ডাকা হয়েছিল কিন্তু কোথাও কোনওদিনও আমার নাম করেনি। আমার নাম কেনার জন্য নয়, ভাল চরিত্রে অভিনয় করাটাই আমার আনন্দের। অনামিকা আরও বলেন, আমার মেয়ে আমাকে করতে দিতে চায় না, কিন্তু আমি পারি না কারণ ১৬ বছর বয়স থেকে অভিনয় করছি তো, ওটা আমার খিদে। তিনি দুঃখপ্রকাশ করে জানান, আমি অপার কাছে কিছু চাই না, মামমাম কেমন আছো এই কথাটা জিজ্ঞাসা করলেই আমি খুশি। স্নেহের বুম্বাকে নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অনামিকা। তিনি জানিয়েছেন, বুম্বা এখন আর আগের মতো ফোন করে না। তবে বুম্বার হাউস থেকেও অনেক ছবি করেছে, এছাড়া বুম্বার সঙ্গে ১০০-র বেশি ছবিতে কাজ করেছি তো সেখানে যদি পুরোনোদের কথা বলে, তাহলে বুম্বার কথা নতুনরাও হয়তো শুনব। তবে সেই প্রসেনজিত সেভাবে আর ফিরে তাকান না। এটার জন্যই দুঃখ হয়েছিল , তবে বুম্বা এখনও খোঁজ খবর রাখেন বলে জানিয়েছেন টলিপাড়ার খলনায়িকা অনামিকা সাহা। ১৯৭৩ সালে আশার আলো ছবি দিয়ে অভিনয় শুরু করেন অনামিকা সাহা। এখনও পর্যন্ত ৪০০ টিরও বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন অনামিকা সাহা।

মা হলেন লাফটার কুইন ভারতী সিং

কলকাতা,৩ এপ্রিল (হি. স.): প্রতীক্ষার অবসান। রবিবার মা হলেন লাফটার কুইন ভারতী সিং। ভারতী হর্ষের কোল আলো করে এসেছে তাদের পুত্র সন্তান।ভারতী স্টেজে ওঠা মানেই হাসির ফোয়ারা। এরই মাঝে শোনা যায় মা হতে চলেছেন অভিনেত্রী ভারতী সিং। ২০১৭-এ বিয়ে সরেন হর্ষ ও ভারতী। একসঙ্গেই কাজ ও সংসার দুই করতেন তারা। মা হওয়ার খবর পেতেই এক ধাক্কায় ১৫ কিলোগ্রাম ওজন কমিয়ে ফেলেছেন ভারতী। প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে মা হলো সে। রবিবার নিজেই সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে পোস্ট ভারতী জানায় তাদের পুত্র সন্তান হয়েছে। জানা গিয়েছে বর্তমানে সুস্থ আছে মা ও ছেলে।

শান্তি ফেরাতে আলোচনার বার্তা পাক সেনাপ্রধানের

৩ এপ্রিল :আলোচনার মাধ্যমেই ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সব বিবাদের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির বার্তা দিলেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল কামার জাভেদ বাজওয়া। পাকিস্তানের চলতি রাজনৈতিক ডামাডোল এবং ইমরান খানের সরকারের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে দেশে-বিদেশে আলোচনার মধ্যেই রাজধানী ইসলামাবাদে চলা দু'দিনের 'ইসলামাবাদ নিরাপত্তা সংলাপ'-এর শেষ দিনে তিনি বলেন, "ভারতের সঙ্গে সমস্ত বিরোধ আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ পথে মিটিয়ে নেওয়া উচিত। কাশ্মীর-সহ সব সমস্যা সমাধানের জন্য কূটনৈতিক আলোচনাতেই বিশ্বাসী ইসলামাবাদ।"

২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী প্রথম বার সরকার গড়ার পরে গোড়ার দিকে দু'দেশের সম্পর্ক নরমে-গরমে চললেও ২০১৯-এ জম্মু-কাশ্মীর থেকে ভারত সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ প্রত্যাহার করার পরে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক টাল খায়। সীমান্ত নিয়ে দু'দেশের দীর্ঘ টানাপড়েনের পাশাপাশি দু'বছর ধরে চিনের সঙ্গেও ভারতের সীমান্ত নিয়ে বিরোধ চলছে। নিরাপত্তা সম্মেলনে সেই প্রসঙ্গ খুঁচিয়ে তোলার পাশাপাশি সামগ্রিক ভাবে উপমহাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে মুখ খুলে জেনারেল বাজওয়া বলেন, "উপসাগরীয় অঞ্চল-সহ বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চলে কোথাও না কোথাও, কোনও না কোনও সংঘাত এবং যুদ্ধ চলছে। এই কারণে, আমাদের অঞ্চল থেকে এই আগুনের শিখা দূরে রাখা গুরুত্বপূর্ণ।" এর পরেই তিনি যোগ করেন, "পাকিস্তান কাশ্মীর বিরোধ-সহ সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য আলোচনা ও কূটনীতিতে বিশ্বাস করে এবং ভারত যদি তা করতে রাজি হয়, তবে আমরা এগিয়ে যেতে প্রস্তুত।"

পাক সেনাপ্রধানের এই মন্তব্যে এমনিতে অস্বাভাবিক কিছু না থাকলেও কূটনৈতিক মহল বাজওয়ার এই আলোচনার বার্তা দেওয়ার পিছনে অন্য কারণও দেখছে। পাকিস্তান ছাড়াও সীমান্ত নিয়ে ভারতের সঙ্গে চিনের দ্বন্দ্ব চলছে গত দু'বছর ধরে। চিন ও পাকিস্তানের পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত মজবুত। এই অবস্থায় দিল্লির উপর পরোক্ষে চাপ বাড়াতে এ দিন ভারত-চিন সীমান্ত বিরোধের বিষয়টিও ফের একবার সুকৌশলে উস্কে দিয়েছেন পাক সেনাপ্রধান। ইসলাবামাবাদের অনুষ্ঠানে পাক সেনাপ্রধান বলেন, "কাশ্মীর বিরোধ ছাড়াও ভারত ও চিনের মধ্যে সীমান্ত নিয়ে বিরোধ রয়েছে। পাকিস্তানের জন্য এটিও গভীর উদ্বেগের বিষয়। আমরা চাই, আলোচনার মাধ্যমে এবং কূটনৈতিক পথে এই বিরোধেরও দ্রুত নিষ্পত্তি হোক।" কূটনীতিকেরা বলছেন, ভারত-চিন-পাকিস্তান এই তিন দেশীয় অঞ্চলে শান্তি বজায় রাখতে পরোক্ষে ত্রিপাক্ষিক আলোচনার পথে হাঁটার ইঙ্গিত দিয়েছে পাকিস্তান। তাৎপর্যপূণ হল, সে রকম কোনও আলোচনায় ভারত বসলে চিন ও পাকিস্তান নিশ্চিত ভাবে পরস্পরের সমর্থন পেয়ে অনেক বেশি চাপে রাখতে পারবে দিল্লিকে।

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় অপরাধীর দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দাবি 'কুটা'-র

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি স)। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় অপরাধীর দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দাবি করল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (কুটা)।

রবিবার সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক পার্থিব বসু এই প্রতিবেদককে জানান, "আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে, উপাচার্যকে নিগ্রহ করার ঘটনা নজির বিহীন ও পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলির কাছে এক বিপজ্জনক অভিজ্ঞতা। রুচিহীন অশালীন ভাষা ও ব্যবহার ছাত্র আন্দোলনের ভাষ্য হতে পারে না। ছাত্রের বেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গুন্ডারাজ কায়েম করার চেষ্টা নিঃসন্দেহে হাড় হিম করা অভিজ্ঞতা যা শিক্ষকদের নিরাপত্তাহীনতা কে বে—আব্রু করেছে।'পার্থিববাবুর কথায়, "বিগত বেশ কয়েক বছর ধরেই রাজনৈতিক মদতে এই ধরনের ঘটনা বিনা বাধায় চলতে থাকায়, আজ তা চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে। আমরা এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করছি, অপরাধীর দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দাবি করছি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সংস্কৃতি বজায় রাখার জন্য ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী সবার কাছেই অনুরোধ জানাচ্ছি।"

হারানোর মন্ত্র জানে আম আদমি পার্টি: সত্যেন্দ্র জৈন

কুল্লু, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : কংগ্রেস সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে গেছে এবং বিজেপিকে হারানোর মন্ত্র আমাদের কাছে আছে। দিল্লিতেও আমরা দুবার বিজেপিকে হারিয়েছি। এমনটাই জানিয়েছেন আম আদমি পার্টির নেতা তথা দিল্লি রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও দলের হিমাচলপ্রদেশের ইনচার্জ সত্যেন্দ্র জৈন।তিনি লালচাঁদ প্রতীথি জয়ন্তীতে প্রধান অতিথি হিসেবে শহরের ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দির প্রাঙ্গণে এসেছিলেন। এই উপলক্ষে,কয়েক ডজন আবেদনকারী আম আদমি পার্টিতে যোগদান করেছেন। সতেন্দ্র জৈন প্রথমে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন, তিনি বলেন, হিমাচলের কোনো সরকারই উন্নয়নমূলক কাজে পূর্ণ গতি দিতে পারেনি, এখন মানুষ তাদের মন তৈরি করেছে। নেওয়া হয়েছে তিনি তৃতীয় বিকল্প আম আদমি পার্টি বেছে নেবেন।

তিনি বলেন, হিমাচলের লোকেরা ঝাড়ু দিতে চলেছে। আম আদমি পার্টি হিমাচলের ৬৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং শক্তভাবে লড়াই করবে। তিনি আরও বলেন, আমরা যখন কিছুই নই তাহলে বিজেপি-কংগ্রেসের লোকেরা কেন মন্তব্য করছে। তিনি বলেন, আম আদমি পার্টির আসায় সবাই বিরক্ত। এবার এই দুটি দলকেই পরাজিত করতে হবে এবং হিমাচলের উন্নতির জন্য আম আদমি পার্টিকে আনতে হবে।

একদিনে করোনা আক্রান্ত ৩৬

কলকাতা,৩ এপ্রিল (হি. স.): গত কয়েকদিন ধরেই ৫০- র নিচে রয়েছে আক্রান্তের সংখ্যা। ফলে গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ৩৬জন। বেশ কয়েদিন মৃত্যু শূন্য বাংলা থাকলেও গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ২। রবিবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন একদিনে করোনা আক্রান্ত ৩৬ জন। যার জেরে আক্রান্তর সংখ্যা বেড়ে ২০,১৭,৪৯৫। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু ২ জনের। যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে২১,১৯৯। করোনাকে হারিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৪৯। যার ফলে মোট সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে ১৯,৯৫,৭১০। বর্তমানে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৮.৯২ শতাংশ। একদিনে মোট করোনা পরীক্ষা হয়েছে ১১,৯৪৯। যার ফলে মোট করোনা পরীক্ষার সংখ্যা বেড়ে ২৪,৭৯৪,৭১৫।

চা বাগান কর্মচারী জনৈক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার

টিয়ক (অসম), ৩ এপ্রিল (হি.স.) : যোরহাট জেলার অন্তর্গত টিয়কের হালোয়াগাঁওয়ে জনৈক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে স্থানীয় পুলিশ। মৃতদেহটিকে ডালিম চা বাগানের নিয়মিত কর্মচারী জনৈক সোনিয়া ভূমিজের বলে শনাক্ত করা হয়েছে।পুলিশ জানিয়েছে, আজ রবিবার সকালে স্থানীয় জনৈক ব্যক্তি তাঁর ঘরের কিছু দূরে এক মহিলার মৃতদেহ পড়ে রয়েছে দেখে খবর দেন পুলিশকে। খবর পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে ছুটে যায় পুলিশের দল। তাঁরা প্রাথমিক এনকুয়েস্ট করে সোনিয়া ভূমিজের মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য যোরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন।স্থানীয়দের কাছে প্রদত্ত খবরের ভিত্তিতে পুলিশের তদন্তকারী অফিসার জানান, সোনিয়া ভূমিজ নাকি গতকাল ব্যাংকে গিয়েছিলেন, টাকা তুলতে। তাই তাঁদের ধারণা, টাকাপয়সার জন্য ঘটনাটি সংগঠিত হতে পারে। তিনি জানান, মৃতদেহের গলার আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

এদিকে নিহতের পরিবারবর্গ জানান, অন্যদিনের মতো গতকাল রাতেও সোনিয়া তাঁদের সঙ্গে নৈশ আহার গ্রহণ করেছেন। খাওয়ার সময় তাঁর মোবাইল ফোনে একটি কল আসে। খেতে খেতে মোবাইলে কথা বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে যান সোনিয়া। এর থেকে গোটা রাত তিনি ঘরে ফেরেননি। পুলিশকে তাঁরা এই ঘটনা জানিয়েছেন বলে জানান পরিবারের সদস্যরা।

আর্থিক সঙ্কটে জর্জরিত শ্রীলঙ্কা

বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে দেশব্যাপী ব্লক সামাজিক মাধ্যম

কলম্বো, ৩ এপ্রিল (হি.স.): আর্থিক সঙ্কটে ধুঁকতে থাকা শ্রীলঙ্কায় ইতিমধ্যেই জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। গত এক সপ্তাহ ধরে ভয়ানক অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখে মধ্যে রয়েছে শ্রীলঙ্কা। জ্বালানির হাহাকার দেশজুড়ে। এমতাবস্থায় সরকার বিরোধী বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণের জন্য শ্রীলঙ্কায় ব্লক করা হয়েছে সমস্ত সামাজিক মাধ্যম। সোশ্যাল মিডিয়া ব্ল্যাকআউটের ফলে টুইটার, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম অথবা অন্যান্য কোনও সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতে পারছেন না কেউ। জ্বালানির হাহাকারে প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে শ্রীলঙ্কার পরিবহণ ব্যবস্থা। ক্রমশ দানা বাঁধছে জনবিক্ষোভ।

সাউথ পয়েন্ট স্কুলের নয়া সূচনা

কলকাতা,৩ এপ্রিল (হি. স.): করোনা প্রকোপ কিছুটা কমতেই রাজ্য জুড়ে খুলে গিয়েছে স্কুল---কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়। সরকারি স্কুলের পাশাপশি খুলে গিয়েছে বেসরকারি স্কুল গুলোও। এরই মাঝে নয়া সূচনা সাউথ পয়েন্ট স্কুলের।

সাউথ পয়েন্ট স্কুলের ৪০০ প্রাক্তন পড়ুয়াদের উপস্থিতিতে পয়েন্টার্স বিজনেস ফোরাম এক্সপোর সূচনা হল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে পয়েন্টার্স বিজনেস ফোরাম (পিবিএফ) অফবিট-এর উদ্যোগে সাউথ পয়েন্ট স্কুলের ৪০০ প্রাক্তনী একত্রিত হয়।

পয়েন্টার্স বিজনেস ফোরাম এক্সপো ২০২২-র উদ্বোধন করেন কৃষ্ণ দামানি, ট্রাস্টি ও সেক্রেটারি, সাউথ পয়েন্ট এডুকেশন সোসাইটি, এবং ভাইস চেয়ারম্যান, সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুল। তাছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডঃ সুবর্ণ বোস, চেয়ারম্যান এবং লন্ডন এবং পিবিএফ সদস্য অনির্বাণ কুমার মুখোপাধ্যায়। পাশাপশি পরিচালক- হেরিটেজ বেঙ্গল গ্লোবাল ও পিবিএফ সদস্য,ডঃ অর্ণব বসু, সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও, ইয়াঞ্চা পজিটিভ প্যারেন্টিং এলএলপি এবং পিবিএফ সদস্য, প্রদীপ চোপড়া, ডিরেক্টর, পিএস গ্রুপ,সঞ্জয় গুহ সহ প্রতিষ্ঠাতা-সিইও, অ্যাকুইস্ট গ্লোবাল এবং পিবিএফ সদস্য, অতীন দত্ত।এই অনুষ্ঠানে এসে জর্জ টেলিগ্রাফ গ্রুপের পরিচালক অতীন দত্ত বলেন, """"সমস্ত স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের সংগঠন আছে কিন্তু আমাদের পয়েন্টার বিজনেস ফোরাম, মহামারী চলাকালীন একে অপরকে সমর্থন করার জন্য এবং পাশে থাকার জন্য খোলা হয়েছে। এটি প্রাক্তন পয়েন্টারদের একত্রিতকরণ যাদের নিজস্ব ব্যবসা রয়েছে, অথবা যাঁরা স্বাধীন পেশাদার। প্রায় সব স্কুলেরই নিজস্ব প্রাক্তন ছাত্রদের সংগঠন আছে কিন্তু ৪০০ জন সদস্য নিয়ে এই ধরনের প্রথম চেম্বার অফ কমার্স গঠন করে নতুন দিশা দেখালো। সর্বোপরি সাউথ পয়েন্টের মধ্যেও এই প্রথম, যে বিশ্বব্যাপী প্রাক্তন ছাত্রদের সংগঠন জাপান, গ্রেট ব্রিটেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সর্বোপরি সমগ্র ভারত থেকে একটি ইভেন্টকে সফল করার জন্য হাত মিলিয়েছে। এটি অবশ্যই একটি সার্থক সূচনা """"।

'বাংলার মেয়ের শাসনকালে, এটাই এখন বাংলার সংস্কৃতি

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি স)। বিচ্ছিন্ন ঘটনা? মোটেও না, তথাকথিত 'বাংলার মেয়ের' শাসনকালে, এটাই এখন বাংলার সংস্কৃতি...। রবিবার টুইটারে এই মন্তব্য করলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।শুভেন্দুবাবু লিখেছেন, "উপাচার্যকে ঘেরাও করা, বিক্ষোভ দেখানো, এ রাজ্যে নতুন নয়। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায়শই এমন ছবি দেখা যায়। কিন্তু, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা কার্যত নজিরবিহীন।উপাচার্য মহম্মদ আলির ঘরে ঢুকে তৃণমূল ছাত্র নেতা গিয়াসউদ্দিন মণ্ডল ও তার বাহিনীর আস্ফালন শুধুমাত্র বাংলার শিক্ষাঙ্গন কে কলুষিত করে নি, সমগ্র বাংলার শিক্ষিত চেতনাশীল ব্যক্তিদের মনে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে, যে, এ কোন সমাজে আমরা বাস করছি? আর কত অধঃপতন হবে বাংলার? কোথায় এর শেষ?

উপাচার্য কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ অর্থ নয়ছয় করতে দিচ্ছেন না, এটাই মূলত রাগের কারণ। কিন্তু কি কারণে ঘটেছে? কেন এমন হলো? উপাচার্য কি এমন করলেন যে এভাবে অপমানিত হলেন? এই সব প্রশ্ন গৌণ। তৃণমূল ছাত্র নেতার এই আচরণ, শালীনতার সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছে, সভ্য সমাজে এমন হতে পারে না।উপাচার্য জানিয়েছেন, সাহায্য চেয়ে পুলিশকে ফোন করেছিলেন, কিন্তু পুলিশ আসেনি।আসার কথা ও নয়, তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতাদের হাত মাথার ওপর, তাই পুলিশ আসতো না।চাকরির জন্য বিক্ষোভ সমাবেশ ভেস্তে দিতে হলে, সরকার কে কালিমালিপ্ত করবে এমন ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে হলে পুলিশ অবশ্যই আসতো।"

সোমবার বারাসত আদালতে তোলা হচ্ছে ধৃত গিয়াসউদ্দিন মণ্ডলকে

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : সোমবার আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় ধৃত গিয়াসউদ্দিনকে বারাসত আদালতে তোলা হবে। পুলিশ সূত্রে খবর, ৮ দিনের জন্য গিয়াসকে পুলিসি হেফাজতের আবেদন করা হবে। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে গিয়াসউদ্দিন ছাড়াও আরও বেশ কয়েকজন ছাত্রকে দেখা গিয়েছিল। তাঁরা কারা, এই মুহূর্তে কোথায় আছে সেই সমস্ত বিষয় তদন্ত করবে পুলিশ।আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে হেনস্থা করার ঘটনায় গ্রেফতার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রাক্তন ইউনিট সভাপতি গিয়াসউদ্দিন মণ্ডল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ঘরে ঢুকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি, কটুক্তি, খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয় সেই ভিডিও। সেই ঘটনায় রবিবার গ্রেফতার করা হয় ওই প্রাক্তন ছাত্রনেতাকে।

প্রসঙ্গত, শনিবার ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ঘরে ঢুকে একেবারে তাণ্ডব চালাচ্ছে কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্র। সেখানে উপাচার্যকে চড় মারার হুমকি ও অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে দেখা যায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রাক্তন ইউনিট সভাপতি গিয়াসউদ্দিন মণ্ডলকে। সেখানে ছিলেন আরও কয়েকজন বহিরাগত। তাদের মধ্যে একজন ভিডিয়োটি করেছেন। কিন্তু তাদের মুখের ভাষা এতোটাই অশালীন, যা প্রকাশের অযোগ্য। ভিডিওতে প্রাণনাশের হুমকি দিতেও শোনা যায় উপাচার্যকে।

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিগ্রহের ঘটনার সমালোচনা এবিভিপি-র

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি স)। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিগ্রহের ঘটনার সমালোচনা করল অখিল ভারত বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)।

রবিবার সংগঠনের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত রাজ্য সম্পাদক সঙ্গীত ভট্টাচার্য জানান, "তৃণমূল সরকারের আমলে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিগৃহীতের ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে। শিক্ষক হচ্ছেন সমাজ গড়ার কারিগর। একজন ভালো মানুষ গড়ে ওঠার পিছনে একজন শিক্ষক মহাশয় এর ভূমিকা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু সেই শিক্ষক সমাজের উপর যখন আক্রমণ নেমে আসে তখন ধরে নিতে হয় যে সমাজে অন্ধকার আসন্ন। আর তৃণমূল সরকারের আমলে সেই অন্ধকার যেন ক্রমশই গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠছে। গতকাল আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়কে নিগ্রহের ঘটনা তাই প্রমাণ করল। শুধুমাত্র আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েই যে এমন ঘটনা ঘটেছে তা নয়। পূর্বে আমরা দেখেছি হুগলীর কোন্নগর নবগ্রাম হীরালাল পাল কলেজের অধ্যাপক ডঃ সুব্রত চ্যাটার্জী মহাশয়কে বেধড়ক মারধর করে টিএমসিপি সমর্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশ।

এছাড়াও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রী দেবাশীষ চৌধুরী মহাশয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুরঞ্জন দাস মহাশয়, বঙ্গুলা শ্রী কৃষ্ণ কলেজের অতিথি অধ্যাপক শ্রী আশিস বিশ্বাস মহাশয়, চারুচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক শ্রী বিমল শঙ্কর নন্দী মহাশয় সহ এমনও হাজার হাজার নাম রয়েছে যারা বর্তমান এই শাসকদলের আমলে শারীরিক হেনস্থা ও নিগ্রহের শিকার হয়েছেন। এরমধ্যে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরে রাস্তা তৈরিকে কেন্দ্র করে একজন শিক্ষিকাকে যেভাবে পায়ে দড়ি বেঁধে মারতে মারতে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার মতো নৃশংস ঘটনা ঘটে তা তো সারা দেশজুড়ে আলোচিত হয়েছে।বছরের পর বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা এতটাই দলীয় রঙে পরিণত হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাঙ্গণ আজ রাজনীতির মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। ক্ষমতায় আসার আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে সমস্ত ছাত্র সংগঠনকে অরাজনৈতিক হতে হবে। অথচ ২০১১ সালের নির্বাচনে জয়লাভের পর তার দলের ছাত্রসংগঠন টিএমসিপি বর্তমানে কলেজ ক্যাম্পাস গুলিতে শাসন করে এবং ভর্তি প্রক্রিয়া সহ কলেজের বিভিন্ন কার্যলাপের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। আর এই টিএমসিপি সমর্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের হাতেই কলেজগুলিতে শিক্ষক নিগ্রহের ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটছে। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ক্রমশ ঘটে চলা শিক্ষক নিগ্রহের ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাই। এবং সেইসাথে গতকাল আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিগ্রহের ঘটনায় যারা যারা জড়িত তাদের সকলের যথাযোগ্য শাস্তির দাবী এবং অধ্যক্ষ মহাশয়ের সুরক্ষার দাবি জানাই।"

দাঁতালের তাণ্ডবে সারারাত আতঙ্কের মধ্যেই সময় কাটালেন দুর্গাপুরের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষজন

আসানসোল, ৩ এপ্রিল (হি.স.): দাঁতালের তাণ্ডবে সারারাত আতঙ্কের মধ্যেই সময় কাটালেন দুর্গাপুরের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষজন। শনিবার রাতে প্রথমে অঙ্গদপুর এলাকার মানুষজন খবর পান দামোদর নদ পেরিয়ে একটি হাতি ঢুকে পড়েছে এলাকায়। খবর দেওয়া হয় স্থানীয় কাউন্সিলার স্বরূপ মন্ডলকে, খবর দেওয়া হয় পুলিশ ও বন দফতরকে। সারারাত তাণ্ডব চালানোর পর রবিবার ভোররাতে দামোদর নদ পার করে বাঁকুড়ায় ফেরানো সম্ভব হয়েছে হাতিটিকে।

বন দফতর ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়া জেলার মেটেলি এলাকায় একটি বুনো হাতির দল আসে। সেখান থেকেই ওই দলছুট হাতিটি দামোদর নদ পেরিয়ে দুর্গাপুরের অঙ্গদপুর এলাকায় ঢুকে পড়ে। জনবহুল এলাকায় রাত ন'টা নাগাদ হাতিটি ঢুকে পড়ায় শোরগোল পড়ে যায়। একদিকে এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে অন্যদিকে হাতি দেখতে ভিড় জমান সাধারণ মানুষ। হাতিটি অঙ্গদপুর, অর্জুনপুর হয়ে ডিটিপিএস পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

পুলিশ ও বন দফতরকে খবর দেওয়া হয়। বিভিন্ন ডিভিশন থেকে বন দফতর আধিকারিকরা ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। আনা হয় হুলা পার্টি, ট্রাংকুলাইজার টিম। হুল্লা পার্টি ব্যারিকেড করে হাতিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালাতে থাকে রাতভর। রবিবার ভোররাত সাড়ে তিনটে নাগাদ প্রথমে ক্যানেল তারপর দামোদর নদ পার করে হাতিটিকে ফের বাঁকুড়ায় ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। দক্ষিণ পশ্চিম চক্রের মুখ্য বনপাল কল্যাণ দাস বলেন, জনবহুল এলাকায় হাতিটি ঢুকে পড়ায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়ে ছিল। হাতিটির কোনও ক্ষতি না করে বাঁকুড়ায় ফেরানো সম্ভব হয়েছে। স্থানীয় কাউন্সিলর স্বরূপ মন্ডল বলেন, এলাকায় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি, কোনও মানুষ জখম হয়নি।

পুলিশই সব ষড়যন্ত্র করেছে

এসপি-র দাবি উড়িয়ে বললেন নিহত তপন কান্দুর স্ত্রী পূর্ণিমা

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : তপন কান্দুর খুনে সব ষড়যন্ত্র করেছে পুলিশই। নিজেদের দোষ ঢাকতে দাদা নরেন কান্দুকে কাঠগড়ায় তোলা হচ্ছে। রবিবার পুরুলিয়া জেলা পুলিশের সাংবাদিক বৈঠকের পর এমনটাই বললেন ঝালদার নিহত কংগ্রেস কাউন্সিলর তপনের স্ত্রী পূর্ণিমা কান্দু। কাউন্সিলর খুনে আইসি সঞ্জীব ঘোষের কোনও হাত নেই বলে পুলিশ সুপার এস সেলভামুরুগন যে দাবি করেছেন, তা-ও উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। পূর্ণিমা স্পষ্ট জানিয়েছেন, আপাতত কলকাতা হাইকোর্টের দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন তিনি।শনিবার সকাল থেকে তপনের দাদা নরেনকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদের পর জেলা পুলিশের বক্তব্য, রাজনৈতিক কারণে নয়, পারিবারিক কারণেই খুন হতে হয়েছে কাউন্সিলরকে। এর পর ররিবার সাংবাদিক বৈঠকে সুপার বলেন, "তপন কান্দু খুন মূল ষড়যন্ত্রী নরেন কান্দু। পুশির হাতে তার প্রমাণ রয়েছে। সমস্ত প্রমাণই আদালতের হাতে তুলে দেওয়া হবে।" সেলভামুরুগন এ-ও বলেন, "তপনকে খুনের জন্য কলেবরদের সাত লক্ষ টাকা সুপারি দেওয়া হয়েছিল।"পুলিশের এই সমস্ত দাবিই খারিজ করে পূর্ণিমা বলেন, "পুলিশই সব ষড়যন্ত্র করেছে। আর এখন নরেন কান্দুকে দিয়ে এই সব বলাচ্ছে। আমি পুলিশের তদন্ত মানি না।"

এদিন সাংবাদিক বৈঠকে পুলিশ সুপার দাবি করেছেন, তপন খুনে আইসি-র যোগ নেই। পুলিশের এই দাবি মানতে চাননি পুর্ণিমা। তিনি শুরু থেকেই আইসি-র বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি জানিয়ে এসেছেন। তাঁর বক্তব্য, "আইসি যদি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত না হন, তা হলে উনি কেন আমার স্বামীকে ফোন করে তৃণমূলে যোগ দিতে বলতেন? কেন হুমকি দিতেন?"

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কাণ্ডে মন্তব্য কুণালের

কলকাতা,৩ এপ্রিল (হি. স.): আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা নিয়ে রাজ্য রাজনীতি উত্তাল। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কাণ্ডে রবিবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে """"পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা"""" মন্তব্য তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের।

এই প্রসঙ্গে কুণাল ঘোষ আরও বলেন, """" তিন বছর আগে এই ছেলেটিকে নির্দিষ্ট কিছু কারণে দল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদকে কালিমালিপ্ত করতে পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম জনমানসে বিভ্রান্তি তৈরির জন্য পরিকল্পিতভাবে তৈরি এই কুৎসিত ভিডিওটি নিয়ে রাজনীতি করেছে """".উল্লেখ্য, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ ও খুনের হুমকির অভিযোগে বহিষ্কৃত ছাত্রনেতা গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযোগ , শুক্রবার আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যর ঘরে ঢুকে তাণ্ডব চালায় টিএমসিপির প্রাক্তন ইউনিট প্রেসিডেন্ট গিয়াসউদ্দিন মণ্ডল।

একটা ঝান্ডা টাঙিয়ে দিলে সাতখুন মাফ

কলকাতা,৩ এপ্রিল (হি. স.): আলিয়াকান্ড নিয়ে শেষ নেই উত্তেজনার। এই ঘটনার মাঝেই তৃণমূলকে একহাত বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তীর।এই প্রসঙ্গে সুজন চক্রবর্তী আরও বলেন, """"তৃণমূল নেতারা বুঝতে পারছেন কি না জানি না। কিন্তু, এরকম একটা সংস্কৃতি তৈরি হয়ে গেছে। তলায় এরকম একটা তৈরি হয়ে গেছে। আমরা যা খুশি বলব, কোনও শালীনতার ব্যাপার নেই। মূল্যবোধ, নৈতিকতার ব্যাপার নেই। শুধু একটা ঝান্ডা টাঙিয়ে দিলে সাতখুন মাফ """"।

প্রসঙ্গত, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ ও খুনের হুমকির অভিযোগে বহিষ্কৃত ছাত্রনেতা গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযোগ , শুক্রবার আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যর ঘরে ঢুকে তাণ্ডব চালায় টিএমসিপির প্রাক্তন ইউনিট প্রেসিডেন্ট গিয়াসউদ্দিন মণ্ডল।

মন্ত্রিত্ব বন্টন করলেন প্রমোদ সাওয়ান্ত

পানাজি, ৩ এপ্রিল (হি.স): মন্ত্রিত্ব বন্টন করলেন গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত। প্রমোদ নিজের হাতে রাখলেন স্বরাষ্ট্র ও অর্থমন্ত্রক। রবিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী নিজের হাতে রাখছেন স্বরাষ্ট্র, অর্থ, পার্সোনেল, ভিজিলান্স ও অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ ডিপার্টমেন্ট।বিশ্বজিৎ রাণে-কে স্বাস্থ্য ও টাউন, কান্ট্রি প্ল্যানিং পোর্টফোলিও, নগরায়ণ, মহিলা ও শিশু ও বন দফতর দেওয়া হয়েছে। পরিবহন, শিল্প ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী হয়েছেন মৌভিন গোডিনহো, কৃষি মন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রবি নায়েককে। পূর্ত দফতরের দায়িত্ব পেলেন নিলেশ কাবরাল।

জাগিরোডে পুলিশি অভিযানে বাজেয়াপ্ত প্রায় ৩ কোটি টাকার ড্রাগস, আটক তিন

জাগিরোড (অসম), ৩ এপ্রিল (হি.স.) : মরিগাঁও জেলার অন্তর্গত জাগিরোডে পুলিশের অভিযানে বাজেয়াপ্ত হয়েছে প্রায় তিন কোটি টাকার ড্রাগস। নিষিদ্ধ মাদক পাচারে জড়িত থাকার অভিযোগে তিনজনকে আটক করা হয়েছে। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে আজ রবিবার মরিগাঁওয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুপ্রতীব ভুইয়াঁর নেতৃত্বে মাদক বিরোধী অভিযান চালানো হয়েছিল। জাগিরোডের শিলভাঙা এলাকায় অভিযান চালিয়ে পুলিশের দল হাতেনাতে পাকড়াও করেন তিন মাদক পাচারকারী যথাক্রমে জাকির হুসেন, সাদ্দাম হুসেন এবং শহিদুল ইসলামকে। ধৃত তিনজন জাগিরোডে কোনও মাদক কারবারির হাতে হস্তান্তর করতে ড্রাগসগুলি নিয়ে আসার পথে ধরা পড়েছে বলে জানা গেছে। এলাকায় ড্রাগস কারবারে জড়িত অন্যদের শনাক্ত করতে ধৃত তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

মহুল সংগ্রহে গিয়ে হাতির হানায় মৃত্যু প্রৌঢ়ার

পশ্চিম মেদিনীপুর, ৩ এপ্রিল (হি.স.): গভীর জঙ্গলে মহুল ফল সংগ্রহ করতে গিয়ে হাতির হামলায় মৃত্যু এক প্রৌঢ়ার। পশ্চিম মেদিনীপুরের ডুমুরকোটা এলাকার ঘটনা। রবিবার ভোরে গভীর জঙ্গলে ওই প্রৌঢ়া হাতির সামনে পড়ে গিয়েছিলেন। হাতি তাঁকে আছড়ে ফেলে, মৃত্যু হয় পৌঢ়াৰর। পরে বন দফতরের কর্মীরা দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছেন।মেদিনীপুর সদর ব্লক সংলগ্ন জঙ্গলে এই মরশুমে মহুল ফলের উৎপাদন সবচেয়ে বেশি হয়। জঙ্গলমহলের বাসিন্দারা সেই মহুল সংগ্রহ করেন। কারণ মদ তৈরি করতে এই মহুল চড়া দামে বিক্রি করা যায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার ভোরে ডুমুরকোটা গ্রামের চারজন জঙ্গলের গভীরে গিয়েছিলেন মহুল কুড়োতে। হঠাৎই তাঁদের পিছনে হাজির হয় দাঁতাল। বাকি তিনজন দৌড়ে পালাতে পারলেও ৫০ বছরের ওই প্রৌঢ়া পালাতে পারেননি। হাতির হামলায় মৃত্যু হয় তাঁর।

গ্যাজেটেড অফিসার্স সংঘের পশ্চিম জেলার প্রথম ত্রি বার্ষিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ সহ অন্যান্যরা। ছবি নিজস্ব।

আগামী বছর নিজ বাড়িতেই নবরেহ উদযাপনের সঙ্কল্প পূরণ করতে হবে কাশ্মীরি হিন্দুদের : মোহন ভাগবত

জম্মু, ৩ এপ্রিল (হি.স.): আগামী বছর কাশ্মীরে নিজ বাড়িতেই নবরেহ উদযাপনের সঙ্কল্প পূরণ করতে হবে কাশ্মীরি হিন্দুদের। কাশ্মীরি হিন্দুদের উদ্দেশে বললেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। রবিবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে কাশ্মীরি হিন্দুদের সঙ্গে মিলিত হয়ে মোহন ভাগবত বলেছেন, 'চরমপন্থীদের জন্য আমরা কাশ্মীর ছেড়েছিলাম, কিন্তু এখন যখন আমরা ফিরব তখন আমরা আমাদের নিরাপত্তা ও জীবিকার নিশ্চয়তা নিয়ে হিন্দু ও ''ভারতভক্ত'' হিসেবে ফিরব। আমরা এমনভাবে বাঁচব যাতে কেউ আমাদের স্থানচ্যুত করতে সাহস না পায়।'

আরএসএস-এর সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত রবিবার নবরেহ উদযাপনের সময় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কাশ্মীরি হিন্দু এবং পণ্ডিতদের সম্বোধন করেন। সঞ্জীবনী শারদা কেন্দ্র ১-৩ এপ্রিল ত্যাগ ও বীরত্ব দিবস উদযাপন করছে। এদিন ভার্চুয়ালি মিলিত হয়ে মোহন ভাগবত বলেছেন, 'আগে আমি বলেছিলাম জনসচেতনতার মাধ্যমে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের সমস্যা সমাধান করা হবে, ৩৭০ অনুচ্ছেদ অপসারণ করা আবশ্যক। ২০১১ সালের পর, এই ১১ বছরে আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার কারণে ৩৭০ ধারা আর নেই।' মোহন ভাগবত আরও বলেছেন, 'আমরা (কাশ্মীরি পণ্ডিতরা) বিগত ৩-৪ দশক ধরে নিজেদেরই দেশে নিজস্ব বাড়ি থেকে বাস্তুচ্যুত হওয়ার যন্ত্রণা ভোগ করছি। এটা অপরিহার্য যে এই পরিস্থিতিতে আমাদের পরাজয় মেনে নেওয়া উচিত নয় এবং চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হওয়া উচিত।'

ভারতে দৈনিক সংক্রমণ কমে ১,০৯৬ কোভিডে একদিনে মৃত্যু ৮১ জনের

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল (হি.স.): ভারতে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা অনেকটাই কমে গিয়েছে, মৃত্যুর সংখ্যা ফের ৮০-র ঊর্ধ্বে পৌঁছে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (শনিবার) ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১ হাজার ০৯৬ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ৮১ জন রোগীর। শুক্রবার সারাদিনে সংক্রমণ কমলেও, মৃত্যুর সংখ্যা ঊর্ধ্বমুখী।

শনিবার সারাদিনে ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১, ৩০,১৩-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমেছে ৪৩২ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০৩ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ১২ লক্ষ ৭৫ হাজার ৪৯৫ জন প্রাপক, ফলে ভারতে রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৮৪,৬৬,৮৬,২৬০ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৮১ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,২১,৩৪৫ জন (১.২১ শতাংশ)। শনিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,৪৪৭ জন। রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,২৪,৯৩,৭৭৩ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৭৬ শতাংশ।

সস্ত্রীক কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে পূজার্চনা দেউবার কাল ভৈরব মন্দিরও দর্শন

বারাণসী, ৩ এপ্রিল (হি.স.): সস্ত্রীক উত্তর প্রদেশের বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে পুজো দিলেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেউবা। বারাণসীর কাল ভৈরব মন্দিরও দর্শন করেছেন তাঁরা, সেখানেও পূজার্চনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে তিন-দিনের ভারত সফরে গত শুক্রবারই দিল্লিতে এসেছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেউবা। তাঁর স্ত্রী ডাঃ আরজু দেউবা এবং একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল তাঁর সঙ্গে ভারত সফর এসেছে।

রবিবার সকালেই সস্ত্রীক বারাণসীতে এসে পৌঁছন নেপালের প্রধানমন্ত্রী। ফুলের তোড়া দিয়ে তাঁদের স্বাগত জানান উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। প্রথমে তাঁরা যান কাল ভৈরব মন্দিরে, তারপর বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে গিয়ে পূজার্চনা করেছেন শের বাহাদুর দেউবা ও তাঁর স্ত্রী। সর্বদা তাঁদের সঙ্গে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। উল্লেখ্য, গত বছরের জুলাই মাসে নেপালের প্রধানমন্ত্রী পদের দায়িত্ব গ্রহণের পর দেউবার এটিই প্রথম দ্বিপাক্ষিক বিদেশ সফর।

ভারতে ১৮৪.৬৬-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন, কোভিড- টেস্ট কমে ৪-লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল (হি.স.): ভারতে ১৮৪.৬৬-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে কোভিড-টিকাকরণ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ১২ লক্ষ ৭৫ হাজার ৪৯৫ জন প্রাপক। ফলে ভারতে ১৮৪.৬৬-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৮৪,৬৬,৮৬,২৬০ জনকে টিকা দেওয়া হয়েছে।

ভারতে দৈনিক কোভিড-টেস্ট ৫-লক্ষের নীচে নেমে এসেছে, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২ এপ্রিল সারা দিনে ভারতে ৪,৬৫,৯০৪ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৭৯,০৭,৬৪,৮৮৩-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ৪,৬৫,৯০৪ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১ হাজার ০৯৬ জন।

বিরোধী দলনেতা

● প্রথম পাতার পর

তিপ্রাল্যান্ডের কথা বলা হচ্ছে। মানিকবাবুর পরামর্শ এই সব উপেক্ষা করে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, জনজাতিদের উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে উপজাতি যুব ফেডারেশনের জন্ম হয়েছিল।

কেন এই সংগঠনের জন্ম হয়েছিল তা জানতে হবে কর্মীদের। কারণ অতীত ও বর্তমানের মধ্যে দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। এটা অস্বীকার করে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। রাজন্য আমলকে উচ্ছেদ করে ত্রিপুরার বুকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রজাতন্ত্র সরকার চাই। তা নিয়ে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। ত্রিপুরা কোন দিকে থাকবে ভারতের দিকে নাকি পাকিস্তান দিকে, শেষ পর্যন্ত তৎকালীন মহারাজা ত্রিপুরাকে ভারতের সাথে রাখার জন্য চেয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময় প্রয়াত হন মহারাজা। এরপর রাজ অন্দরের একটা অংশ ত্রিপুরাকে পাকিস্তানের সাথে নিয়ে যাওয়ার চক্রান্ত করেছিল। এটা যখন প্রকাশ্যে আসে তখন ত্রিপুরায় গণতান্ত্রিক আন্দোলনে উপজাতি জনগণ জনশিক্ষা সমিতির মাধ্যমে প্রতিহত করে ভারতের সাথে যুক্ত হয় ত্রিপুরা। তারপর জন শিক্ষা সমিতির উদ্যোগে চার শতাধিক স্কুল তৈরি হয়েছিল। কিন্তু উপজাতিদের বিকাশের জন্য তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের কোন উপলব্ধি ছিল না। কিন্তু জনশিক্ষা সমিতি জাতি উপজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলনের রূপ নিয়ে এগিয়ে যেতে শুরু করে।

মানিকবাবু বলেন, বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে ধীরে ধীরে উপজাতিদের দাবি দাওয়া পূরণ করে উন্নয়নের দিশা দেখিয়েছিল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, জমি হস্তান্তর, এ ডি সি সবদিক দিয়ে জাতি উপজাতি সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে দিশা দেখিয়েছিল। বর্তমানে ককবরক ভাষা যে অষ্টম তপশিলের অন্তর্ভূক্ত করার জন্য দাবি উঠছে তা তৎকালীন সময়ের স্বীকৃতি ছিল না। ত্রিপুরার কৃষ্টি-সংস্কৃতি আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার ভূমিকা নিয়েছে বলে জানান বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। কি হয়নি বামফ্রন্ট সরকারের আমলে নগর হয়েছে, স্কুল কলেজ, মেডিকেল কলেজ, রাস্তাঘাট সবকিছু হয়েছে। প্রশাসনিক উঁচু স্তর থেকে শুরু করে একদম নিচের স্তর পর্যন্ত উপজাতি অংশের মানুষদের নিয়োজিত করে সাজানো হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের জন্য এটা ছিল গর্বের। এতে মৌলিক পরিবর্তন এসেছিল উপজাতিদের মধ্যে। ব্যাপক উচ্ছাস দেখা গেছে সেই উপজাতিদের মধ্যে। পরবর্তী সময় সন্ত্রাসবাদীদের কাঁধে ভর করে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার তা রাজ্য থেকে বামফ্রন্ট সরকারকে উচ্ছেদ করেছিল। তারপর নিয়ম ভেঙে আগরতলা শহরে সাড়ে তিন শতাধিক নিয়োগ করে। কোন উপজাতিকে নিয়োগ করা হয়নি। পরবর্তী সময় রাজ্যের মানুষ আবারো কংগ্রেস সরকারকে উচ্ছেদ করে বামফ্রন্ট সরকারকে প্রতিষ্ঠা করে। মানিক সরকারের দাবি জনশিক্ষার যে স্বপ্ন ছিল সেই শিক্ষা বাস্তবের মাটিতে করে দেখিয়েছে বামফ্রন্ট সরকার। আর শিক্ষাকে এখন কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আর এই অবস্থায় উপজাতি দরদিরা কোথায়, প্রশ্ন করেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার।

বিদ্রোহ রুখতে মরিয়া রাজাপক্ষে, জরুরি অবস্থা কার্ফুর পর শ্রীলঙ্কায় বন্ধ সোশ্যাল মিডিয়াও

কলম্বো, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : শ্রীলঙ্কার গণবিক্ষোভ দমন করতে মরিয়া রাজাপক্ষে সরকার। আগেই দেশজুড়ে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। কার্যকর হয়েছে কার্ফুও। এবার কোপ পড়ল সোশ্যাল মিডিয়ায়। বন্ধ করে দেওয়া হল ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রামেও। শনিবার গভীর রাত থেকে সে দেশে সোশ্যাল মিডিয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়।

চরমে উঠেছে শ্রীলঙ্কার আর্থিক দুরবস্থা। নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর জোগানে টান পড়েছে। কাগজের অভাবে বন্ধ পরীক্ষা, সংবাদপত্র প্রকাশ। নেই খাবার, ওষুধ, পেট্রল-ডিজেল। এমন পরিস্থিতির জন্য শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি গোতাবায়া রাজাপক্ষকেই দায়ী করেছে আমজনতা। তাঁর পদত্যাগের দাবিতে উত্তাল শ্রীলঙ্কার বিভিন্ন প্রান্ত। রাষ্ট্রপতির বাসভবনের সামনেও চলছে বিক্ষোভ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মরিয়া রাজাপক্ষে। আর তাই দেশবাসীর একের পর এক অধিকার কেড়ে নিচ্ছেন তিনি।

উল্লেখ্য, গত সাত দশকে সবচেয়ে বড় আর্থিক সংকটের মুখে পড়েছে দ্বীপরাষ্ট্র। বিদ্যুতের অভাবে ব্ল্যাক আউট চলছে দেশে। এমনকী মিলছে না প্রতিদিনের প্রয়োজনের রান্নার গ্যাস। আগেও ক্ষুব্ধ নাগরিকদের কলম্বোর প্রধান সড়ক অবরোধ করতে দেখা গিয়েছে। অবরোধকারীদের বক্তব্য, রান্নার গ্যাসের অভাবে তাঁরা কেরোসিন তেল সংগ্রহ করতে বেরিয়েছিলেন, কিন্তু তাও পাওয়া যাচ্ছে না। উত্তেজিত জনতাকে সামলাতে অস্ত্রহীন সেনা মোতায়েন করে শ্রীলঙ্কা সরকার।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

কাছাড়ের কালাই বুরুঙ্গায় রেলওয়ে ট্র্যাকের পাশে উদ্ধার যুবকের মৃতদেহ

শিলচর (অসম), ৩ এপ্রিল (হি.স.) : কাছাড় জেলার অন্তর্গত কালাই বুরুঙ্গায় রেলওয়ে ট্র্যাকের পাশে রহস্যজনকভাবে জনৈক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধারকৃত যুবককে বছর ২৭-এর রাজেন দাস বলে শনাক্ত করা হয়েছে। রাজেন দাসের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

আজ রবিবার ভোরের দিকে কতিপয় পথচারী স্থানীয় বাসিন্দা রাজেন দাসের মৃতদেহ দেখে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেন। ইত্যবসরে খবরটি চাউর হলে বহু মানুষের ভিড় জমে। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে রেলপুলিশের পাশাপাশি সাধারণ পুলিশের দল হাজির হন।

রাজেনের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। এদিকে রাজেনক খুন করে রেলওয়ে ট্র্যাকের পাশে ফেলে যাওয়া হয়েছে বলে তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ তুলেছেন। তাঁরা ঘটনার উপযুক্ত তদন্তের দাবি করেছেন।

রামপুরহাটের বগটুই গ্রামে মিলল প্রচুর বোমা, নিষ্ক্রিয় করল বম্ব স্কোয়াড

রামপুরহাট, ৩ এপ্রিল (হি.স.): বীরভূম জেলার রামপুরহাটের বগটুই গ্রাম থেকে উদ্ধার হল প্রচুর বোমা। বড়শাল গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল উপপ্রধান ভাদু শেখ খুনে এক অভিযুক্তের বাড়ির কাছেই মিলেছে ওই বোমা। উদ্ধার হওয়া বোমাগুলি পরীক্ষা করে দেখেছে বম্ব স্কোয়াড। শনিবার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায়, ভাদু খুনে অভিযুক্ত পলাশ শেখের বাড়ির কাছে রয়েছে বিপুল বোমা। শনিবারই ওই এলাকা ঘিরে ফেলে পুলিশ। রবিবার ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বম্ব স্কোয়াড। পৌঁছয় দমকল বাহিনীও।

পলাশের বাড়ির কাছে মাটির তলায় পোঁতা জার ভর্তি করা ওই বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। ভাদু খুন হওয়ার পর থেকে এলাকা ছাড়া পলাশ। পুলিশ তার সন্ধান চালাচ্ছে। উপপ্রধান খুনে মূল অভিযুক্ত পলাশ শেখের বাড়ির পাশে ফাঁকা জায়গায় রাখা ছিল বোমাগুলি। বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করেছে বম্ব স্কোয়াড।

ফের মাওবাদী পোষ্টার জঙ্গলমহলে, ৮ এপ্রিল বাংলা বনধের ডাক

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : বাংলা বনধের ডাক দিয়ে ফের মাওবাদী পোষ্টার পড়ল স্জঙ্গলমহলে। রবিবার ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর থানার কাঁকো অঞ্চলের ভান্ডারপুর গ্রামে মাওবাদী পোস্টার পাওয়া যায়। স্পেশাল হোমগার্ডে ক্রিমিনালদের চাকরি দেওয়ার প্রতিবাদে এবং দুর্নীতি পরায়ন তৃনমূল নেতাদের হুঁশিয়ারি দিয়ে আগামী ৮ এপ্রিল বাংলা বনধের ডাক দিয়েছে মাওবাদীরা। জঙ্গলমহলের বিভিন্ন জায়গায় মাওবাদী পোষ্টার পাওয়ার ঘটনায় প্রশাসনের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। দীর্ঘ দশ বছর পর প্রশান্ত বোস গ্রেফতারের প্রতিবাদে মাওবাদীদের ডাকা বনধে ব্যাপক সাড়া পড়ে জঙ্গলমহলে। তারপর আবার ৮ এপ্রিলর ডাকা বনধে চিন্তিত প্রশাসন। এর আগে জঙ্গলমহলে আটক করা হয় দুই সন্দেহভাজন মাওবাদীকে। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় কম্পিউটার, পেনড্রাইভ, মোবাইল, একাধিক লিফলেট ও বই। কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক ও পেনড্রাইভ ফরেন্সিক টেস্টে পাঠানো হয়।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পণ্য রফতানিতে রেকর্ড ভারতের পীযূষ বললেন এই সাফল্য দেশের সবার

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল (হি.স.): পণ্য রফতানিতে রেকর্ড গড়ল ভারত, ২০২১-২২ অর্থ বছরে ভারতের পণ্য রফতানি রেকর্ড গেছে। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গয়াল রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন, রফতানির পরিমাণ গত অর্থ বছরে দাঁড়িয়েছে ৪১৭ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার। তিনি বলেন, এই সাফল্য প্রত্যেকটি মানুষের জন্য।কৃষি এবং শিল্প দুটি ক্ষেত্রই এতে অবদান রেখেছে। মূলত পেট্রোপণ্য, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, রত্ন ও গহনার পাশাপাশি রাষায়নিক রফতানি বেড়েছে। তিনি জানান, আমেরিকা আরব আমিরশাহী, চীন, বাংলাদেশ এবং নেদারল্যান্ডস রয়েছে প্রধান পাঁচ আমদানিকারকে তালিকায়।

মনপাথর বাজারে জুয়ার সামগ্রী সহ এক যুবক গ্রেপ্তার। ছবি নিজস্ব।

আটক

● প্রথম পাতার পর

হারিয়ে খালি হাতে বাড়ি ফিরতে বাধ্য হচ্ছেন। এ নিয়ে এলাকায় গার্হস্থ্য কলহ চরম আকার ধারণ করতে শুরু করেছে। শ্রমিকরা সারাদিন কাজ করে বাড়ি ফেরার পথে জুয়ার আসরে গিয়ে দিনের রোজগারের সব টাকা খুইয়ে খালি বেত নিয়ে বাড়িতে ফিরতে বাধ্য হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে অনেক পরিবারে উপোস করে কাটাতে হচ্ছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে স্থানীয় লোকজন পুলিশকে বিষয়টি জানিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। সেই খবরের ভিত্তিতে শান্তির বাজার থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেয়েছে। পুলিশের ভূমিকায় সন্তুষ্ট করেছেন এলাকার বাসিন্দারা। ওইসব এলাকায় জুয়া বিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখার জন্য তারা দাবি জানিয়েছেন।

আহত

● প্রথম পাতার পর

শুরু হয়। বাকবিতন্ডা চলাকালে একসময় রতন বিশ্বাসের ওপর প্রতিবেশীরা সঙ্ঘবদ্ধ হামলা চালায়। তাতে রতন বিশ্বাস রক্তাক্ত হন। এ ব্যাপারে পরিবারের তরফ থেকে তেলিয়ামুড়া থানায় সুনির্দৃষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার এর সংবাদ নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। পুলিশ পরিস্থিতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে।

সিআইটিইউ

● প্রথম পাতার পর

ইতিমধ্যেই জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ময়দানে নেমে গেছে বলেও তিনি জানান। কেন্দ্রীয় সরকার জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি প্রত্যাহার করে গরিব মানুষের মাথার উপর অধিক বোঝা চাপানোর চেষ্টা থেকে বিরত না থাকলে বৃহত্তর আন্দোলন ছাড়া বিকল্প পথ নেই বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

মাহুত

● প্রথম পাতার পর

মাহুতের পায়ে গুরুতরভাবে জখম হয়। এদিকে প্রশ্ন উঠেছে বনদপ্তর দুটি হাতি মুঙ্গিয়াকামি ক্যাম্পে নিয়ে আসলেও হাতিগুলিকে কেন পর্যাপ্ত খাবার দিতে পারছে না। সেইসঙ্গে বনদপ্তর কর্তৃক হাতির রক্ষনাবেক্ষনের ভূমিকা নিয়েও নানা প্রশ্ন।

ক্রীড়া

খেতাবি দৌড়ে লিভারপুলকে পিছনে ফেলে শীর্ষে ম্যান সিটি, হার চেলসির

কিছুক্ষণের জন্য ইপিএল টেবলে শীর্ষস্থান হারালেও আবার আগের জায়গায় ফিরে গেল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি শনিবার বার্নলিকে ২-০ হারিয়ে।পাঁচ মিনিটেই সিটি এগিয়ে গিয়েছিল কেভিন দ্য ব্রুইনের গোলে। রদ্রির ক্রস থেকে রাহিম স্টার্লিং বল সাজিয়ে দেন কেভিনের উদ্দেশে। তিনি গোল করতে ভুল করেননি। প্রথমার্ধের মাঝামাঝি সিটির জয় নিশ্চিত করেন ইলখাই গুন্দোয়ান। এই জয়ে ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রইল পেপ গুয়ার্দিওলার দল। ৭২ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে লিভারপুল।

তবে এই ম্যাচের আগে ওয়াটফোর্ডকে হারিয়ে ইপিএল আরও জমিয়ে দিল লিভারপুল। এই জয়ে পয়েন্ট টেবলের শীর্ষস্থানে পৌঁছে গিয়েছিল তারা। অন্তত কয়েক ঘণ্টার জন্য। ১৫ জানুয়ারিও 'দ্য রেডস' ম্যাঞ্চেস্টার সিটির চেয়ে ১৪ পয়েন্টে পিছিয়ে ছিল। কিন্তু এর পরে অ্যানফিল্ডে টানা ১০ নম্বর জয় পেপে গুয়ার্দিওলার দলের চেয়েও তাদের এগিয়ে দেয় কিছুক্ষণের জন্য। পেপে-এর দলের সঙ্গে লিভারপুলের লড়াই ১০ এপ্রিল। যে ম্যাচ নিয়ে অনেকের ধারণা, এই লড়াইয়েই ঠিক হয়ে যাবে এ বারের লিগ কার দখলে থাকবে।

প্রধমার্ধের মাঝামাঝি উয়াই কুসকার গোল করার প্রয়াস অ্যালিসন আটকে দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে দিয়েগো জোটার গোল লিভারপুলকে এগিয়ে দেয়। জো গোমেজের ক্রস থেকে পর্তুগালের ফরোয়ার্ড জোটা দুই ওয়াটফোর্ডের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়ের বাধা সামলে লাফিয়ে হেডে গোল করেন। গোমেজ লিগে এই নিয়ে দ্বিতীয় বার প্রথম একাদশে নেমে গোল করতে সাহায্য করলেন। লিভারপুলের দ্বিতীয় গোল ম্যাচের শেষ দিকে পেনাল্টি থেকে ফ্যাবিনহোর। কুসকা ফাউল করেন জোটাকে। সেই সুযোগে ২-০ করে ফেলেন তিনি।

এ দিকে, ক্রিশ্চিয়ান এরিকসেনের নতুন ক্লাব ব্রেন্টফোর্ডের হয়ে প্রথম গোলের সুবাদে ১৯৩৯ সালের পরে তারা প্রথম বার চেলসিকে হারাল তারা। ম্যাচের ফল ৪-১। ডেনমার্কের মিডফিল্ডার ছাড়া জোড়া গোল ভিতালি জ্যানেল্ট এবং অপর গোলদাতা ইয়োয়ানে উইসা।

ম্যাচে যদিও প্রথমে এগিয়ে গিয়েছিল চেলসি। আন্তোনিয়ো রুডিগারের গোলে। এর পরে ভিতালি দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকে সমতা ফেরান। ব্রেন্টফোর্ডের দ্বিতীয় গোল এরিকসেনের। ব্রায়ান মিয়োমোর ক্রস থেকে তিনি দলকে এগিয়ে দেন। উল্লেখ্য, গত বছর ইউরো ২০২০ চলাকালীন খেলার মাঝেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন এরিকসেন। তার পরে দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে ছিলেন তিনি। সেরি আ-র দল ইন্টার মিলান তাঁকে দলে রাখতে চায়নি। এর পরেই তিনি নতুন বছরে এসে সই করেন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের এই দলে। এ বার তিনি গোলও করে ফেললেন।ব্রেন্টফোর্ডের তৃতীয় গোল ভিতালির। ইভান টোনির পাস থেকে। এর পরে পরিবর্ত হিসেবে নামা উইসা ব্রেন্টফোর্ডকে দাপটে জয় পেতে সাহায্য করেন গোল করে। ঘরের মাঠে এই হারের পরে চেলসি তৃতীয় স্থানে রইলেও দ্বিতীয় স্থানে থাকা লিভারপুলের চেয়ে তারা ১৩ পয়েন্টে পিছিয়ে গেল।জয় বায়ার্নের: এ দিন বুন্দেশলিগায় জয় পেল বায়ার্ন মিউনিখ। ৪-১ ফলে তারা হারাল ফ্রেইবার্গকে। চোটের কারণে চার ম্যাচ বাইরে থাকার পরে এই ম্যাচে দলে ফিরেছিলেন লিয়ন গোরেৎস্কা। প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকার পরে ৫৮ মিনিটে তিনিই প্রথম এগিয়ে দেন বায়ার্নকে। এর পাঁচ মিনিট পরেই নিলস পিটারসেন সমতা ফিরিয়েছিলেন ফ্রেইবার্গের হয়ে। কিন্তু গোল খাওয়ার পরে তেড়েফুঁড়ে খেলতে শুরু করে বায়ার্ন। ৭৩ মিনিটে বায়ার্নের হয়ে ব্যবধান বাড়ান সার্জ ন্যাব্রি। ৮২ মিনিটে ৩-১ করেন কিংসলে কোম্যান। সংযুক্ত সময়ে ৪-১ করেন মার্সেল সাবিৎজার। এই জয়ের ফলে ২৮ ম্যাচে ৬৬ পয়েন্ট নিয়ে বুন্দেশলিগার শীর্ষে থাকল বায়ার্ন। অন্য ম্যাচে আর বি লাইপজিসের বিরুদ্ধে ১-৪ হারল বরুসিয়া ডর্টমুন্ড।

জার্মানিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না এনরিকে

মরুশহরে বিশ্বকাপ অভিযানে গ্রুপ পর্বেই তাঁর দলকে লড়াই করতে হবে জার্মানির বিরুদ্ধে। তবে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন নন লুইস এনরিকে। স্পেন দলের কোচ সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, জার্মানির মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে তাঁর দল।

গ্রুপ 'ই'তে স্পেনের সঙ্গে রয়েছে ২০১৪ সালের বিশ্বসেরা জার্মানি, জাপান এবং নিউজিল্যান্ড অথবা কোস্টা রিকার মধ্যে একটি দল। ফলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, গ্রুপ পর্বেই স্পেনকে বেশ চাপে থাকতে হবে। কিন্তু এনরিকে তা মানতে রাজি নন। শনিবার স্পেনের সংবাদমাধ্যমকে প্রাক্তি বার্সেলোনা ম্যানেজার বলেছেন, "বিশ্বকাপে কোনও দেশই খুব সহজ প্রতিপক্ষ যে পেয়েছে, তা আমি মনে করি না। আমাদের ক্ষেত্রেও সে কথা প্রযোজ্য।" তিনি আরও বলেছেন, "জার্মানির মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বেই খেলাকে আমি ইতিবাচক বলেই মনে করছি। আমাদের দল কতটা তৈরি রয়েছে, তার পরীক্ষা শুরুতেই হয়ে যাবে। তখন কোনও জায়গায় ফাঁক রয়েছে, তা চিহ্নিত করে নিজেদের শুধরে নিতে পারব।"

এর পরেই খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসেন ফেরান তোরেসদের গুরু। তিনি বলেন, "এই গ্রুপে জার্মানিকে দেখার পর থেকেই অনেকে ধরে নিয়েছেন যে, ওই ম্যাচে আমরা হেরেও যেতে পারি। সেখানেই আপত্তি রয়েছে আমার। এই নতুন স্পেনের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হল, যে কোনও পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রেখে নিজেদের সেরা খেলা তুলে ধরতে সক্ষম।" যোগ করেন, "আমি বরং মনে করি, জার্মানিকে হারিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা এই স্পেন দলের রয়েছে। মনে রাখবেন আমরা যেমন জার্মানির খেলার ধরন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, ওরাও জানে স্পেন ফুটবলের চেহারা কতটা পাল্টে গিয়েছে। তার ঝলক সকলেই দেখেছেন গত বছরের ইউরো প্রতিযোগিতায়। ফলে জার্মানিকে নিয়ে আলাদা ভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি মনে করি না।"

ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি শাখা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার

আজাদী কা অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে

"ইট রাইট মেলা"

৯ এপ্রিল, ২০২২ বিকেল ৩টা

স্থান ঃ এগিয়ে চলো সংঘ প্রাঙ্গন, আগরতলা

মেলার বিশেষ আকর্ষণ

- ফুড স্টল, ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
- বসে আঁকো প্রতিযোগিতা (রেজিস্ট্রেশন ৩টা থেকে ৩.৩০ মিনিট)
- রন্ধন প্রতিযোগিতা (রেজিস্ট্রেশন ৪টা থেকে ৪.৩০ মিনিট)

রন্ধন প্রতিযোগিতা ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হবে।

সকলের উপস্থিতিতে মেলা প্রাঙ্গন নন্দিত হয়ে উঠুক

সঠিক খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কে সচেতন হোন

- স্থানীয়ভাবে উপলব্ধ পুষ্টিকর এবং তাজা খাবার গ্রহণ করুন, সুস্থ ও নীরোগ থাকুন।
- খাদ্যের অপচয় না করে তা ক্ষুধার্তের সঙ্গে ভাগ করুন এবং আনন্দ লাভ করুন। প্রক্রিয়াজাত খাবার, প্যাকেটজাত পানীয় এড়িয়ে চলুন। সবুজ শাক সব্জী ও তাজা বিভিন্ন রঙের ফল খান।

ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি শাখা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার।

Sd/-Illegible
Director of F.W. & P.M.
Govt. of Tripura
Agartala.

ICA/D-021-22

PRESS TENDER NOTICE

The undersigned on behalf of Governor of Tripura invites Tenders in sealed covers from bonafide Indian Citizen (s) dealer (s) registered firms (s) for sale of the under mentioned un-serviceable Tyres, Tubes, Batteries and Spare parts of 6th Bn TSR (IR-II), Ramchandraghat, Khowai Tripura 'as is where is' basis :

ITEMS NO. 1 TYRES (UN-SERVICEABLE) :-

Sl No.	Articles (Tyres)	Total Qty.	Place where stationed
1.	1000 x 20	21 Nos.	MT Garage, 6th Bn TSR(IR-II), Ramchandraghat, Khowai Tripura
2.	900 x 20	28 Nos.	
3.	750 x 16	15 Nos.	
4.	600 x16	12 Nos.	
5.	F.78 x15	03 Nos.	
6.	450 x 12	10 Nos.	
7.	185 x 85R.16	02 Nos.	
8.	215 x 75R.15	09 Nos.	
9.	275 x 18	05 Nos.	

ITEMS NO. 2 ALL KINDS OF TUBES (UN-SERVICEABLE) TUBES- 130 NOS. (UN-SERVICEABLE).

ITEMS NO. 3 ALL KINDS OF (UN/SERVICEABLE) SPARE PARTS :-

Sl No.	Articles (Spare parts)	Total Qty.	Place where stationed
1.	Un serviceable spare parts	350 Kg.	MT Garage, 6th Bn TSR, Ramchandraghat, Khowai Tripura.

ITEMS NO. 4 ALL KINDS OF (UN/SERVICEABLE) BATTERIES :-

Sl No.	Articles (Batteries)	Total Qty.	Place where stationed
1.	12 Volt 25 Plate	03 Nos. (HC)	MT Garage, 6th Bn TSR (IR-II), Ramchandraghat, Khowai Tripura.
2.	12 Volt 19 Plate	06 Nos. (PC-1 & HC-5)	
3.	12 Volt 17 Plate	04 Nos. (H.C)	
4.	12 Volt 13 Plate	04 Nos. (PC-02 & HC-02)	
5.	12 Volt 11 Plate	01 No. (PC)	
6.	12 Volt 09 Plate	01 No. (PC)	
7.	12 Volt 07 Plate	02 Nos. (PC-01 & HC-01)	
8.	12 Volt 100 AH	01 No. (PC)	
9.	12 Volt 05 AH	02 Nos. (PC)	

The detailed notice and DNIT can be seen at the Office of the undersigned.

Sd/-(Jayanta Chakraborty)
Commandant
6th Battalion TSR (IR-III)

ICA-C-030-22

সাতবার মেয়েদের বিশ্বকাপ জিতল অস্ট্রেলিয়া, হিলির শতরান

ওয়েলিংটন, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : সাতবার মেয়েদের ক্রিকেট বিশ্বকাপ জিতল অস্ট্রেলিয়া। ফাইনালে ১৭০ রানের বিশাল ইনিংস খেললেন এলিসা হিলি। অস্ট্রেলিয়ার উইকেটরক্ষকের ব্যাটে ভর করেই বিরাট জয় অস্ট্রেলিয়ার। ৭১ রানে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে দিলেন হিলিরা।

প্রথমে ব্যাট করে ৩৫৬ রান তোলে অস্ট্রেলিয়া। উইকেটরক্ষক হিলি একাই ১৭০ রান করেন। তাঁর স্বামী মিচেল স্টার্ক উপস্থিত ছিলেন গ্যালারিতে। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে তিনিও বিশ্বকাপ জিতেছেন। হিলি ছাড়াও অস্ট্রেলিয়ার হয়ে রান পেয়েছেন ওপেনার রেচেল হেইনেস। তিনি ৬৮ রান করেন। তিন নম্বরে ব্যাট করতে নেমে বেথ মুনি ৬২ রান করেন। ৫০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ৩৫৬ রান তোলে অস্ট্রেলিয়া।

ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ওপেনার ড্যানি ওয়াট ফিরে যান ৪ রান করে। অন্য ওপেনার ট্যামি বেমন্ট করেন ২৭ রান। অধিনায়ক হেথার নাইট করেন ২৬ রান। ইংল্যান্ডের হয়ে শতরান করেন নাতালি সিভার। ১২১ বলে ১৪৮ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। অন্য দিক থেকে একের পর এক উইকেট হারাতে থাকে ইংল্যান্ড।

প্রসঙ্গত, ১৯৭৮ সালে প্রথম বার মেয়েদের বিশ্বকাপ জিতেছিলে অস্ট্রেলিয়া। টানা তিন বার বিশ্বকাপ জিতেছিল তারা। এর পর ১৯৯৭, ২০০৫, ২০১৩ এবং ২০২২ সালে বিশ্বকাপ জিতল অস্ট্রেলিয়া।

হুঙ্কার দিয়ে রাখলেন রাসেল

তাঁর বিধ্বংসী ইনিংসের জোরে শুধু কলকাতা নাইট রাইডার্সকে জয়ই এনে দেননি আন্দ্রে রাসেল, কিছুটা সময়ের জন্য নিজের দখলে নিয়েছিলেন কমলা টুপিও (সর্বাধিক রান সংগ্রকারী)। যদিও শনিবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে অসাধারণ সেঞ্চুরি করে সেই টুপি নিজের দখলে নিয়ে নেন রাজস্থান রয়্যালসের জস বাটলার। পরে অবশ্য টুপির মালিক হলেন ঈশান কিশান। শুক্রবার ম্যাচের শেষে কেকেআরের দুই তারকা ক্রিকেটার একে অন্যের সাক্ষাৎকার নিলেন। এই দু'জন হলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের আন্দ্রে রাসেল এবং নিউজিল্যান্ডের পেস বোলার টিম সাউদি।আইপিএলের ওয়েবসাইটে তুলে দেওয়া ভিডিয়োয় এই ভাবে চলল দুই ক্রিকেটারের কথোপকথন:সাউদি: কমলা টুপিতে ভালই মানিয়েছে তো!রাসেল: হ্যাঁ, টুপিটা পরে ভালই লাগছে। চেষ্টা করব, যতটা বেশি সময় পারি পরে থাকার।সাউদি: আর তুমি যখন মারতে থাকো, তখন তো কোনও মাঠই বড় বলে মনে হয় না। বেবি ড্রে (ওডিয়ান স্মিথ)-র চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে নিশ্চয়ই ভাল লাগছে (ওডিয়ান স্মিথের এক ওভারে তিনটে ছয় মারেন রাসেল)।রাসেল (হেসে): ওডিয়ান বেশ জোরেই বল করে। আমার লক্ষ্য ছিল সামনের পা-টা সরিয়ে নিয়ে বড় শট খেলা। সেই সুযোগ পেয়েছিলাম। হ্যাঁ, ভালই লাগছে। এই ম্যাচে ওর থেকে এগিয়ে রইলাম।সাউদি: পঞ্জাবের বিরুদ্ধে আটটা ছয় মারলে। এই কি সবে শুরু?রাসেল: হ্যাঁ, ইনিংসে ছয় মারার সংখ্যাটা আমি আরও বাড়াতে চাই। এর আগে আমি একটা ইনিংসে ১৪টা ছয় মেরেছিলাম। তবে এটাও দেখতে হবে, কতটা সময় ব্যাট করার সুযোগ পাব পরবর্তী সময়ে। এই ম্যাচটাকে শেষ করে আসতে পেরে বেশ ভাল লাগছে। আর আটটা ছয় মারাও একটা কৃতিত্বের ব্যাপার। কোনও কোনও ম্যাচে গোটা দল মিলে সাতটা-আটটা ছয়ের বেশি মারতে পারে না। তাই ইনিংসে আটটা ছয় মারতে পেরে অবশ্যই ভাল লাগছে। নেটে আমি এই রকম বড় শট খেলাই অনুশীলন করছি। তাই মাঠে এসে বড় শটগুলো খেলতে পেরে বেশ ভাল লাগল।এর পরে ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডারের প্রশ্নের পালা।রাসেল: একটা অবিশ্বাস্য ক্যাচ নিয়ে (প্রায় ৩২ মিটার দৌড়ে) কাগিসো রাবাডাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলে। এত লম্বা হয়েও কী ভাবে অতটা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ওই ক্যাচটা নিতে পারলে?

সপরিবারে তাজমহল পরিদর্শনে রাহুল দ্রাবিড়

আগ্রা, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ও দলের বর্তমান কোচ রাহুল দ্রাবিড় রবিবার সপরিবারে তাজমহল পরিদর্শন করলেন। তাজমহলে দ্রাবিড়কে দেখে তাঁর ভক্তরাও তাঁর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেন, কিন্তু কড়া নিরাপত্তার কারণে তা সম্ভব হয়নি। এর আগে তিনি শনিবার ফতেপুর সিক্রি পরিদর্শন করেছিলেন।

এদিন সকালে পরিবারের সঙ্গে তাজমহল দেখতে আগ্রায় পৌঁছেছেন রাহুল দ্রাবিড়। এখানে এসেছেন স্ত্রী ও দুই ছেলেকে নিয়ে। তিনি তাজমহল পরিদর্শন করেন এবং গাইডের কাছ থেকে তাজমহল সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও নেন। তাজমহলের আগে, দ্রাবিড় শনিবার তার পরিবারের সঙ্গে ফতেপুর সিক্রিতে গিয়েছিলেন। এখানে তিনি দিওয়ান-ই-আম, দিওয়ান-ই-খাস, পঞ্চমহল, বীরবল প্রাসাদ, আস্তাবল, যোধাবাই প্রাসাদ, বুলন্দ দরওয়াজার দেদারসহ সুফি সাধক শেখ সেলিম চিশতির দরগায় দর্শন করেন।

PNIeT No.: 22/EE/WRD-VI/e-tender/2021-22. Dt.30.03.2022

The Executive Engineer, W.R Division No-VI, Kailashahar, Tripura(U). invites e-tender from eligible bidders up to 3-00 In/ on 20.04.2022 for 7(seven)No(s). Emergency M.I. works under W.R Division No-Vi, Kailashahar (luring year 2021-22 and 2022-23. For details visit **www.tripura.nic.in** or e-mail to **eepwdwr6@gmail.com** for clarifications if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

For and on behalf of the Government of Tripura
Designation: Executive Engineer
Water Resource Division No-VI,
kailashahar Tripura(U).

ICA-C-045-22

TRIPURA BIODIVERSITY BOARD

ENGAGEMENT OF CHARTERED ACCOUNTANT FIRMS FOR AUDIT OF ACCOUNTS OF TRIPURA. BIODIVERSITY BOARD FOR THE FINANCIAL YEAR 2021-2022

Sealed quotations are invited from the bona fide Chartered Accountant Firms from Tripura for Audit of Accolints of Tripura Biodiversity Board (Total 4 nos) for the financial year 2021-22. The engagement of Chartered Accountant Firms shall be made through two bid systems i.e. (Technical & Financial). Only the Technically qualified Chartered Accountants Firm's Financial Bid shall be opened.

1. Last date of receipt of Tender paper: - 16th April, 2022 upto 03.00 PM.
2. Opening of Tender paper: - 18th April, 2022 at 04.00 PM, if possible.

Detailed terms & conditions along with Tender Paper will be available in TBB website: **www.biodiversity.tripura.gov.in**

Tender/Quotation may be submitted at:

Tripura Biodiversity Board, 4th Floor, Room No-4o1, Mob-8259891830
Aranya Bhawan, Gurkhabasti, Agartala, West Tripura, Pin - 799006.

Sd/- (P.L.Agrawal,IFS)
Member Secretary
Tripura Biodiversity Board

ICA-C-035-22

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

শহর দক্ষিণাঞ্চল ক্লাব কমিটির এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে রবিবার। ছবি নিজস্ব।

সন্ত্রাসী সংগঠন পিএফআই-কে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে কমিউনিস্ট সরকার, অগ্নিনির্বাপণের নামে প্রশিক্ষণ

তিরুবনন্তপুরম ও নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল (হি.স.): কেরলের কুখ্যাত সন্ত্রাসী সংগঠন পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়াকে (পিএফআই) প্রশিক্ষণও দিচ্ছে কেরল সরকার। কেরলের দমকল বিভাগ সম্প্রতি পিএফআই-এর কর্মীদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই প্রশিক্ষণ শিবিরের ছবি এবং ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পরই আলোড়ন পড়ে গিয়েছে, উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন হিন্দুত্ববাদীরা। মনে করা হচ্ছে, কেরলে ইসলামিকরণের পথে এটি আরেকটি পদক্ষেপ।

কেরলের ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ সার্ভিস, যা কেরল ফায়ার ব্রিগেড নামেই পরিচিত, সম্প্রতি এর্নাকুলাম জেলার আলুভাতে পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়ার কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। আগুন লাগার সময় তা থেকে বাঁচার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু যেভাবে শারীরিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল, তাতে বোঝাই যাচ্ছে প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল অন্য কিছু। কেরল সরকার এমন একটি সন্ত্রাসী সংগঠনকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে যে সংগঠন দেশে বহু হিংসা ও সন্ত্রাসী ঘটনায় ভূমিকা রাখে। দিল্লি দাঙ্গায়ও পিএফআই-এর যোগ পাওয়া গিয়েছে। এ বিষয়ে এর্নাকুলামের দমকল বিভাগকে প্রশ্ন করা হলে তাঁরা জানিয়েছে, পিএফআই-এর সঙ্গে অগ্নিনির্বাপণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি উচ্চ আধিকারিকদের নির্দেশের পরে আয়োজিত হয়েছিল।

আলুভা ফায়ার ব্রিগেড অফিসে কর্তব্যরত কর্মীরা বলেছেন, পিএফআই কর্মীদের আগুন লাগার সময় উদ্ধারকাজ ও ত্রাণ কার্যক্রমের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। ভবিষ্যতেও কী পিএফআই-কে এমন প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, এ বিষয়ে দমকল বিভাগের আধিকারিকরা বলেছেন, উপর তলার নির্দেশ অনুসরণ করেছেন তাঁরা। এখন পর্যন্ত এই নির্দেশ শুধুমাত্র পিএফআই-এর জন্য দেওয়া হয়েছিল।

উল্লেখ্য, কেরলে পিএফআই-এর একটি বড় নেটওয়ার্ক রয়েছে এবং তারা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও আরএসএস-এর মতাদর্শের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছে। পিএফআই-এর বর্বরতা মানুষকে হতবাক করে দিয়েছিল যখন সংগঠনের সদস্যরা মালায়ালাম অধ্যাপক টি জে জোসেফের হাত কেটে ফেলেছিল। জোসেফকে ইসলামের নবী মুহাম্মদ সম্পর্কে লেখা একটি নিবন্ধের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, কেরলের কমিউনিস্ট সরকারের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া (পিএফআই)-র ওপর।

একশো শতাংশ উপস্থিতি নিশ্চিত করতে উত্তরপ্রদেশে ‘স্কুল চলো অভিযান’ চালু করছে যোগী সরকার

লখনউ, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশের প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১০০ শতাংশ উপস্থিতি নিশ্চিত করতে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সোমবার শ্রাবস্তী জেলা থেকে ‘স্কুল চলো অভিযান’ চালু করবেন। এটি প্রাথমিক শিক্ষার ভবিষ্যত এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকারের একটি প্রচেষ্টা বলে সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে দাবি করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, যে সমস্ত জেলায় সাক্ষরতার হার কম সেইসব জেলাকে গুরুত্ব দিতে হবে। ওই সব জেলাগুলিতে ‘স্কুল চলো অভিযান’ অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত এবং রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে আরও ভাল সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সু-সজ্জিত করা উচিত।

‘স্কুল চলো অভিযান’ শুরু করা হচ্ছে শ্রাবস্তী জেলা থেকে। যেখানে রাজ্যের সর্বনিম্ন সাক্ষরতার হার রয়েছে। বাহরাইচ, বলরামপুর, বদাউন এবং রামপুর ইত্যাদি জেলাতে বেশি নজরদারি চালানো হবে। মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ জানান, সরকারি স্কুলগুলিকে অবশ্যই ‘অপারেশন কায়াকল্প’র মাধ্যমে সমস্ত লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। যার লক্ষ্য স্কুলগুলিকে একটি নতুন রূপ দেওয়া। মুখ্যমন্ত্রী আধিকারিকদের বলেন, শুধুমাত্র জনপ্রতিনিধিরা ‘স্কুল চলো অভিযান’-এর সঙ্গে যুক্ত হবেন না। আধিকারিকরাও অংশ নেবেন। তবে, প্রায় প্রতিটি বিধায়কদের অবশ্যই একটি করে স্কুলকে দত্তক নিতে হবে।

সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এই অভিযানের জন্য প্রস্তুতি নিতে এবং সমস্ত সরকার পোষিত স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করতে মৌলিক শিক্ষা বিভাগকেও নির্দেশ জারি করা হয়েছে। ক্যাম্পেইনের আওতায় শিক্ষার্থীদের ইউনিফর্ম এবং জুতা ও মোজা প্রদান করা হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।

কেরলে দৈনিক সংক্রমণ কমে ৩১০ ফের মৃত্যুহীন দক্ষিণের এই রাজ্য

তিরুবনন্তপুরম, ৩ এপ্রিল (হি.স.): দক্ষিণ ভারতের রাজ্য কেরলে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা নিরন্তর কমছে। রবিবার সারাদিনে কেরলে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩১০ জন, এই সময়ে কারও মৃত্যু হয়নি।

সুস্থতার সংখ্যা অনেকটাই বেশি, রবিবার সারাদিনে সুস্থ হয়েছেন ৪৫৮ জন।

কেরলের স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিনে জানিয়েছে, রবিবার কেরলে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৩১০ জন, মৃত্যু হয়নি কারও। সুস্থ হয়েছেন ৪৫৮ জন।

তবে, তথ্যের অভাবে আগে যুক্ত না হওয়া দু''''টি মৃত্যু ও কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন গাইডলাইন অনুযায়ী ৬ জনের মৃত্যু যুক্ত করা হয়েছে। ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬৮,০৭৪-এ পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে কেরলে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ২,৬৮০ জন।

নাসিকের কাছে লাইনচ্যুত এলটিটি-জয়নগর ট্রেনের ১০টি বগি, সামান্য আহত দুজন

নাসিক, ৩ এপ্রিল (হি.স.): মহারাষ্ট্রের নাসিকের কাছে লাইনচ্যুত হয়ে গেল বিহারগামী লোকমান্য তিলক টার্মিনাস-জয়নগর অন্ত্যোদয় এক্সপ্রেস। রবিবার বিকেল ৩.১০ মিনিট নাগাদ নাসিকের কাছে লাহাভিট ও ডেভলালির কাছে, ডাউন লাইনে লাইনচ্যুত হয়ে যায় ১১০৬১ লোকমান্য তিলক টার্মিনাস-জয়নগর অন্ত্যোদয় এক্সপ্রেস। এই ট্রেন দুর্ঘটনায় দু''''জন সামান্য আহত হয়েছেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর দু''''জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সেন্ট্রাল রেলের সিপিআরও জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার পরই ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হয় রিলিফ ট্রেন ও মেডিকেল ভ্যান। বিহারগামী ট্রেনটি লাইনচ্যুত হওয়ায় বেশ কয়েকটি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে, কয়েকটি ট্রেনের যাত্রাপথ ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কী কারণে এই দুর্ঘটনা তা জানতে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। সিপিআরও সিআর জানিয়েছেন, নাসিকের কাছে ট্রেন দুর্ঘটনায় দু''''জন সামান্য আহত হয়েছেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, হাসপাতালে ভর্তি করার প্রয়োজন হয়নি তাঁদের। মৃত্যুর কোনও ঘটনা ঘটেনি। রেললাইনের কাছে একটি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে ঠিকই, তবে দেহটি কোনও যাত্রীর নয়। ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার আগেই সম্ভবত দেহটি রেললাইনের ধারে পড়েছিল।

বিনা অনুমতিতে হনুমান চালিসা বাজিয়ে ধৃত এমএনএস নেতা, ৫,০৫০ জরিমানা ধার্য

মুম্বই, ৩ এপ্রিল (হি.স.): বিনা অনুমতিতে তারস্বরে 'হনুমান চালিসা' বাজিয়ে গ্রেফতার হলেন মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনার নেতা মহেন্দ্র ভানুশালি। মুম্বই পুলিশ তাঁকে ৫ হাজার ৫০ টাকা জরিমানাও করেছে, পাশাপাশি পুনরায় এমন কাজ না করার জন্য সতর্কও করা হয়েছে। রবিবার সকালে মুম্বইয়ের ঘাটকোপার এলাকায় নিজেদের কার্যালয়ে লাউডস্পিকার লাগিয়ে তারস্বরে 'হনুমান চালিসা' বাজায় এমএনএস। বিনা অনুমতিতে লাউডস্পিকার লাগিয়ে তারস্বরে 'হনুমান চালিসা' বাজানোয় গ্রেফতার করা হয় ওই এমএনএস নেতাকে।

গ্রেফতার হওয়ার পর তিনি বলেছেন, 'আমার এমপ্লিফায়ার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি বলতে চাই, আগামী দিনে লাউডস্পিকারে জয় শ্রীরাম বাজানো হবে।' মহেন্দ্র ভানুশালি বলেছেন, 'কারও সমস্যা হলে কান বন্ধ করে ঘরে বসে থাকা উচিত। তারা যদি এই ধরনের কিছুর বিরোধিতা করে তবে তাদের উত্তর দেওয়া হবে... আমি আগামীকাল রাজ সাহেবের সঙ্গে দেখা করব, কী ঘটেছে তা জানাব তাঁকে।' মহেন্দ্র আরও বলেছেন, 'মুম্বই পুলিশ আমাকে ৫,০৫০ টাকা জরিমানা আরোপ করেছে এবং নোটিশও দিয়েছে। আমার লাউডস্পিকার পরে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।'

বিলোনীয়ার সাঁই বাবা মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা জগদীশ মজুমদার প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩ এপ্রিল।। প্রয়াত হয়েছেন সাঁই বাবা মন্দির প্রতিষ্ঠাতা জগদীশ মজুমদার। রবিবার সকাল প্রায় ৪ টা ১৫ মিনিট নাগাদ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন তিনি। মৃত্যুকালে উনার বয়স হয়েছিল ৭২ বৎসর। রেখে গেছেন দুই পুত্র সন্তান পুত্রবধূ নাতি-নাতনি। ২০১৭ সালে বিলোনিয়া মহকুমাদিন মাইছড়া, কলাবাড়িয়া স্থিত এলাকায় প্রায় তিন কানি জায়গার উপর তিনি সাঁই বাবার মন্দির গড়ে তোলেন। আস্তে আস্তে স্থানীয় বাসিন্দারাও এগিয়ে এসেছেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে।

মন্দির প্রতিষ্ঠাতা জগদিশ মজুমদারের উপর এলাকাবাসীদের ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। অনেক নিষ্ঠা এবং সৎ ব্যক্তিত্ব ছিলেন শ্রদ্ধেয় জগদিশ মজুমদার। তিনি সাঁই বাবার মন্দির করার সাথে সাথে স্থানীয় এলাকাবাসীদের সুখে-দুখে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। বলা যায় এলাকার অভিভাবক হিসেবে তিনি চিহ্নিত হন তিনি। কিন্তু এই সময়ে উনার চলে যাওয়াটা কেউই মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না। কারণ এলাকাবাসীরা হারিয়েছেন একজন সৎ ব্যক্তিত্ব অভিভাবক কে। বলা যায় আস্তে আস্তে গোটা ত্রিপুরা রাজ্য থেকেই বিভিন্ন মহাকুমা বিভিন্ন প্রান্তের ধর্মপ্রাণ বাবার ভক্তরা মন্দিরে আসা শুরু করেন। যে জায়গা কে আগে কেউ চিনত না এখন সেটা একটাই নামে চিহ্নিত হয়েছে একটি দর্শনীয় স্থান সাঁই বাবা মন্দির।

রবিবার সাত সকালে উনার প্রয়ানের খবর শুনে ছুটে আসেন এলাকায় বিপুলসংখ্যক এলাকাবাসী, জড়ো হতে থাকেন মন্দির প্রাঙ্গণে উনাকে শেষবারের মতো দেখার জন্য। উনার মৃত্যুতে গোটা দক্ষিণ জেলা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

চণ্ডীগড় ছিল, আছে এবং সর্বদা হরিয়ানার রাজধানী থাকবে : মনোহর লাল খাট্টার

চণ্ডীগড়, ৩ এপ্রিল (হি.স.): চণ্ডীগড় হরিয়ানার রাজধানী ছিল, আছে এবং সর্বদা হরিয়ানারই রাজধানী থাকবে। পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানকে উদ্দেশ্য করে জানিয়ে দিলেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টার। একইসঙ্গে আম আদমি পার্টির বিরুদ্ধেও তোপ দেগেছেন খাট্টার। পঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত হোক চণ্ডীগড়, কেন্দ্রকে চাপে ফেলে বিধানসভায় এই প্রস্তাব এনেছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। মানের সেই প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে রবিবার হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টার বলেছেন, চণ্ডীগড়কে কোথাও যেতে দেব না, চণ্ডীগড় ছিল, আছে এবং সর্বদা হরিয়ানার রাজধানী থাকবে। হরিয়ানার জনগণ যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে আছেন, ততক্ষণ কিছুই হবে না।'

খাট্টার আরও বলেছেন, 'কয়েকদিন (পঞ্জাবে) শাসনে থাকা সত্ত্বেও তারা চণ্ডীগড়ের বিতর্কিত ইস্যু তুলেছে। আমি অনুভব করি যে তারা অন্য কারও নির্দেশে তা করছে...তারা হরিয়ানার দিকে তাকানোর সাহসও করতে পারে না।'

ভূত ছাড়ানোর নামে মারধর, জ্বলন্ত ধূপকাঠির ছ্যাঁকা কিশোরীকে, ধৃত মৌলানা

রাঁচি, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : ভূত ছাড়ানোর নামে এক কিশোরীর উপর নির্মম অত্যাচারের জেরে অভিযুক্ত মৌলানা মহম্মদ ওয়াহিদকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়খণ্ডের ছাতরা জেলায়। অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে ওই কিশোরী।

অভিযোগ, নিজের বাড়িতে চারদিন ধরে আটকে রেখে মারধর করে, ধূপকাঠির ছ্যাঁকা দিয়ে ভূত ছাড়ানোর চেষ্টা করেছিল ওই মৌলানা। জানা যায়, মৌলানা নিজের বাড়িতে আটকে রেখেছে মেয়েটিকে। ঝাড়ফুঁক করতে গিয়ে প্রচণ্ড মারধর করা হয় মেয়েটিকে। জ্বলন্ত ধূপকাঠি দিয়ে মেয়েটির হাতে, পায়ে, ঠোঁটে ছ্যাঁকা দেয় ৩৫ বছর বয়সি অভিযুক্ত ওই মৌলানা। ভূত ছাড়ানোর নাম করে বেঁধে রাখা হয় কিশোরীকে। এই নৃশংস অত্যাচারের ফলে আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে ওই কিশোরী। মানসিক ও শারীরিকভাবে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করা হয় সেই কিশোরীকে। হাসপাতালে নিয়ে গেলে জানা যায়, তার শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ। তাই তাকে স্থানান্তর করা হয় রাজধানী রাঁচিতে। স্থানীয় পুলিশ পকসো আইনের ভিত্তিতে গ্রেফতার করেছে মৌলানাকে। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, এরকম মৌলানাদের খোঁজে তল্লাশি চালাবে পুলিশ।

কাজ করতে গিয়ে গুরুতরভাবে আহত শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল ।। বিশালগড় থানা এলাকার গজারিয়ায় রবিবার বেলা পৌনে বারোটা নাগাদ কাজ করতে গিয়ে এক শ্রমিক গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। আহত শ্রমিকের নাম জাহার মিয়া। স্থানীয় লোকজন আহত শ্রমিকের উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যান। বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তার চিকিৎসা করেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে তার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। অসাবধানতার কারণেই কাজ করতে গিয়ে ওই শ্রমিক জখম হয়েছে বলে খবর।

নির্বাচন দপ্তরের উদ্যোগে অঙ্কন প্রতিযোগিতা তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২ এপ্রিল।। নব প্রজন্মের ভোটারদের ভোটাধিকার প্রয়োগ এবং ভোট দান সম্পর্কে অবগত করার জন্য তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসকের নির্বাচন দপ্তরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এক অঙ্কন প্রতিযোগিতা। তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসকের নির্বাচন দপ্তরের ‘SWEEP’-এর উদ্যোগে এবং নবচিন্তন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সহযোগিতায় তেলিয়ামুড়া এলাকার অঙ্কন শিল্পীদের নিয়ে এক অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় তেলিয়ামুড়া কবিনজরুল বিদ্যাভবন দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের হলরুমে রবিবার দুপুর নাগাদ। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক মোহাম্মদ সাজ্জাদ পি, তেলিয়ামুড়া বিদ্যালয় পরিদর্শক বিশ্বজিৎ দেববর্মা, কবিনজরুল বিদ্যাভবন দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ নির্বাচন দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিক -রা। মূলত, আগামী প্রজন্মের ভোটারদের তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করেই এই অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এদিনের এই অঙ্কন প্রতিযোগিতায় মোট চারটি বিভাগে সর্বমোট ৫৫ জন অঙ্কন শিল্পী অংশগ্রহণ করে বলে উদ্যোক্তারা জানান। এদিনের এই অঙ্কন প্রতিযোগিতা-কে কেন্দ্র করে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী অঙ্কন শিল্পীদের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

মোহনপুরের তারাপুর স্কুলে আইনি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল ।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা আইনসভা কর্তৃপক্ষের তরফে রবিবার মোহনপুরের তারাপুর স্কুলে এক আইনি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারপতি অংশুমান দেববর্মা।

এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুরের এসডিএম সুভাষ দত্ত ভিডিও নারায়ন চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ। আইনি সচেতনতা শিবির এ আমার তহশীল কর্মসূচির অংশ হিসেবে নাগরিকদের মধ্যে পিআরটিসি ,ওবিসি , এসসি সার্টিফিকেট এবং মাটি পরীক্ষার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। আইনসভা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়োজিত এই শিবিরে মোহনপুর এলাকার ব্যাপক অংশের মানুষের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অতিথিবৃন্দ বলেন জনগণের কাছে প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রতিটি ব্লগ এলাকায় এ ধরনের আইনি সচেতনতা শিবির ও প্রশাসনিক শিবির সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিরামহীন মূল্যবৃদ্ধি, ১৩-দিনে ১১ বার মহার্ঘ্য পেট্রোল ও ডিজেল

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল (হি.স.): অব্যাহত জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি। দু'সপ্তাহের মধ্যে লিটারে মোট ৮ টাকা বাড়ল পেট্রোল ও ডিজেলের দাম। বিগত ১৩-দিনে জ্বালানি তেলের দাম বেড়েছে মোট ১১ বার। রবিবার দিল্লিতে লিটারে ৮০ পয়সা বেড়েছে পেট্রোলের দাম, ডিজেলও দামি হয়েছে ৮০ পয়সা। দিল্লিতে পেট্রোল ও ডিজেলের বর্ধিত দাম যথাক্রমে, ১০৩.৪১ টাকা ও ৯৪.৬৭ টাকা। কলকাতায় পেট্রোলের দাম বেড়েছে ৮৪ পয়সা, ফলে কলকাতায় পেট্রোলের বর্ধিত দাম ১১৩.০৩ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৮০ পয়সা বেড়ে ৯৭.৮২ টাকায় পৌঁছেছে।

মুম্বইয়ে ৮৪ পয়সা বেড়েছে পেট্রোলের দাম ও ডিজেলের দামও বেড়েছে ৮৫ পয়সা, মুম্বইয়ে পেট্রোল ও ডিজেলের বর্ধিত দাম যথাক্রমে, ১১৮.৪১ টাকা ও ১০২.৬৪ টাকা। পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে চেন্নাইতেও।

বগাফা আশ্রম স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হল আইনি সচেতনা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২ এপ্রিল।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার লিগেল সার্ভিস অথোরিটির উদ্দ্যোগে রবিবার শান্তিরবাজার মহকুমার বগাফা আশ্রম স্কুল মাঠে আইনি সচেতনতা সম্পর্কে এক বিশেষ শিবিরের আয়োজন করাহয়। আজকের এই শিবিরের প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যদিয়ে শুভসূচনা করলেন ত্রিপুরাস্টেট লিগেল সার্ভিস অথোরিটির সেক্রেটারির মেম্বার সঞ্জয় ভট্টাচার্যি। উদ্ভোধকের পাশাপাশি আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিন জেলার ডিস্ট্রিক এবং সেশান জার্জ আশুতোষ পান্ডে, লিগেল সার্ভিস কমিটির বিলোনিয়া মহকুমার মেম্বার মিত্রা দাস, শান্তির বাজার মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দরা। আজকের এই আইনি পরিষেবা সম্পর্কে জনগনকে বক্তব্যের মধ্যদিয়ে স্পষ্টভাষায় বুঝিয়ে দিলেন শান্তির বাজার মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য। মহকুমা শাসক উনার বক্তব্যর মধ্যদিয়ে কারা কারা বিনামূল্যে আইনি পরিষেবা পেতেপারেন এবং তারজন্য কি কি করনীয় প্রয়োজন সেই বিষয়ে বক্তব্য তুলে ধরলেন। আজকের এই আইনি সচেতনতা শিবিরকে কেন্দ্রকরে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরথেকে স্টল দেওয়াহয়। এরমধ্যে বগাফা কৃষিদপ্তরের দেওয়া ষ্টল সকলের নজর কেরেনিয়েছে। কৃষিদপ্তর শুধুমাত্র স্টল দিয়ে বসেথাকেননি। দপ্তরের তত্বধায়ক সুজিত কুমার দাসের উপস্থিতিতে শিবিরে আগত লোকজনদের আর্থিকদিকদিয়ে সাবলম্বী হিসাবেগড়ে তোলার প্রয়াস চালিয়েগেছে।

আজকের এই শিবিরে আগত লোকজনদের মধ্যে কৃষি দপ্তরের উদ্দ্যোগে বিনামূল্যে মাশরুমের বীজ বিতরন করাহয়। এতেকরে অনুষ্ঠান চলাকালিন সময়ে কৃষিদপ্তরের স্টলে ব্যাপকহারে লোকসমাগম ঘটে। কৃষি দপ্তরের এইধরনের উদ্দ্যোগ নেওয়ায় সকলে সাধুবাদ জানিয়েছেন। সকলে আশাবাদী কৃষি দপ্তেরর দেওয়া এই মাশরুম চাষকরে সকলে আর্থিকদিকদিয়ে সাবলম্বী হয়ে উঠবে। অনুষ্ঠানে অপর স্টলের মধ্যে রয়েছে মহকুমা শাসকের কার্যালয় থেকেদেওয়া ষ্টল। যারমধ্যে লোকজনের পি আর টি সি, ম্যারেজ সার্টিফিকেট সহ গুরুত্বপূর্ন কাগজ করারজন্য ভির জমায়।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সিআইটিইউ নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।